শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব : ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা

(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে সংস্কৃত বিষয়ে পিএইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

গঙ্গা দাস

রেজিস্ট্রেশন নং : A00SA1201318

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-১৯

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক অশোক কুমার মাহাত

সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ (কলা)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০ ০৩২

২০২৫

Śabder Nityatva O Anityatva: Nyāya, Mīmāṃsā O Vyākaraṇa Sammata Ekṭi Samīkṣā

A thesis submitted to Faculty of Arts, Jadavpur University

in partial fulfilment for the Award of the Degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

in Sanskrit

By

Ms. Ganga Das

Registration No.: A00SA1201318
Session: 2018-2019

Under the Supervision of

Prof. Ashok Kumar Mahata

Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University

Department of Sanskrit

Jadavpur University

2025

Certified that the Thesis entitled

শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব : ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা (Śabder Nityatva O Anityatva: Nyāya, Mīmāṃsā O Vyākaraṇa Sammata Ekṭi Samīkṣā) submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my own work carried out under the supervision of Prof. Dr. Ashok Kumar Mahata, Professor of Sanskrit, Jadavpur University and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Ashok Kr. Mahata
Countersigned by the Supervisor
Date: 24.02.2025

Professor & Head
Department of Sanskrit
Jadavpur University
Kolkata - 700032

Ganga Das
Candidate
Date: 24.02.2025

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

‘The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go.’ Dr. Seuss.- এই উদ্ধৃতিটি আমার সঙ্গে সব সময় অনুরণিত হয়েছে এবং পিএইচ. ডি করার সঙ্গে সঙ্গে আমি এর তাত্পর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি। একটি গবেষণাসন্দর্ভ একার পক্ষে রচনা করা কখনওই সম্ভবপর নয়। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম কিছুই হয়নি। শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব : ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণ দর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা’ নামাঙ্কিত গবেষণা সন্দর্ভটি যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সার্থক পরিণতির পথে অগ্রগতি লাভ করেছে, তাঁদের প্রতি ধন্যবাদজ্ঞাপন একান্ত আবশ্যক ও প্রয়োজনীয়।

গবেষণার অগ্রগতিতে প্রথমেই আমার পরম শ্রদ্ধেয় সম্মাননীয় তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. অশোক কুমার মাহাত মহাশয়ের নাম সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। বহু শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক কাজের ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনি গবেষণাপত্রের বিষয়-নির্বাচন থেকে শুরু করে নিবন্ধ-রচনার প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি তাঁর মূল্যবান সময়, পরামর্শ ও যথাযথ নির্দেশ দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাঁর উত্সাহ, পরিকল্পনা, দিগ্‌নির্দেশনা, আন্তরিক সহায়তা এবং সর্বোপরি বিভিন্ন বিষয়ে ইতিবাচক লক্ষণ নির্দেশ করা– এগুলি ছাড়া আমার পক্ষে এই গবেষণানিবন্ধ রচনা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই সবার প্রথমে আমি তাঁকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, বিনম্র ও সশ্রদ্ধ প্রণাম।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদেরও আমি জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

এই গবেষণা কর্মের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হিসেবে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ। গবেষণা-সন্দর্ভের রচনাতে উভয়ের কাছ থেকেই আমি প্রভূত সাহায্য লাভ করেছি। তাঁদের সস্নেহ পরামর্শ ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গবেষণা রচনায় অনুপ্রেরণা প্রদান করেছে। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে উপযুক্ত পরামর্শ দানের মাধ্যমে আমার গবেষণাসন্দর্ভটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। তাঁদের প্রতি আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

এরপর একজনের কথা আমাকে বলতেই হয় যিনি আমাদের মধ্যে না থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যাঁর অনুপ্রেরণা আমার হৃদয়ে অনুরণিত হয়ে চলেছে। তাঁর মনোগ্রাহী শিক্ষণপদ্ধতি অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীর মত আমারও মনে গবেষণার সুপ্ত বাসনার বীজ বপন করতে সহায়তা করেছে। তিনি হলেন আমার অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষিকা সম্মাননীয় মাধুরি বসু, তাঁকে আমার আন্তরিকভাবে সশ্রদ্ধ প্রণাম। গবেষণা করতে গিয়ে তিনি বহু মুল্যবান পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। এছাড়াও বহু মুল্যবান গ্রন্থ প্রদানের মাধ্যমেও আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন।

গবেষণাসন্দর্ভটি রচনাতে যে সমস্ত গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি সেই গ্রন্থাগারসমূহের কর্মিগণকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। বিশেষতঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক সম্মাননীয়া শ্রুতিদি ও নিমাইদাকে আমি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। এঁরা উভয়েই আমাকে প্রভূত সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকেও যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা পেয়েছি। দুর্লভ পুস্তকসমূহ যেগুলি অন্য কোনও গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি, সেই সব পুস্তকরাজি প্রদান করে তাঁরা সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। এছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তত্স্থানীয় কর্মিবৃন্দের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যে দুজন ব্যক্তির আশীর্বাদে আজ আমি এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি তাঁরা হলেন আমার বাবা স্বর্গীয় ননীগোপাল দাস এবং মাতা স্বর্গীয়া শ্রীমতী মঞ্জু দাস। বিশেষতঃ আমার মায়ের অনলস পরিশ্রম ও আজীবন আমার সাফল্য কামনা আমাকে জীবনের এই স্তরে পৌঁছতে সহায়তা করেছে।

আমার গবেষণা কর্মের অন্তরালে একজনের নামোল্লেখ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, যাঁর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মনোভাব ও চরিত্রের ইতিবাচক দিক আমাকে সবসময় অনুপ্রাণিত করে, তিনি হলেন আমার সহধর্মী জয়দেব বণিক। তাঁর প্রতি আমার শুভকামনা রইল।

এই গবেষণা-কার্যের যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য পেয়েছি তাঁরা হলেন আমার সহ-গবেষক মহাদেব দাস, পিঙ্কি খাতুন, দেবাশিস পাত্র প্রমুখ। এঁদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আরও একজনের নামোল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গবেষক অরিন্দম দা। তিনি যে কোনও রকম বিপদে সব সময় আমার পাশে থেকেছেন, তাই তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, জগত্পিতা ও সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলাম। ঈশ্বরের অপার করুণায় সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করে এই মহৎ কর্ম সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছি। তাঁর আশীর্বাদ আমার জীবনের পাথেয় হোক।

শব্দসংকেত

অথর্ব. সং. – অথর্ববেদ-সংহিতা

উ.- উল্লাস

ঋ. ভা. ভূ. – ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকা

ঋ. সং. – ঋক্‌সংহিতা

কণা. সূ.- কণাদসূত্র

কা.-কারিকা

কাব্যা. - কাব্যাদর্শ

কাব্য. - কাব্যপ্রকাশ

কৌ. অর্থ. – কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

তাণ্ড্য. ব্রা. – তাণ্ড্যব্রাহ্মণ

তৈ. ব্রা. – তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ

তৈ. সং. – তৈত্তিরীয়-সংহিতা

তন্ত্রা.- তন্ত্রালোক

তর্ক.- তর্কসংগ্রহ

নি.– নিরুক্ত

ন্যা. সূ. – ন্যায়সূত্র

ন্যা. সূ. ভা.- ন্যায়সূত্রভাষ্য

ন্যা. সূ. বা. – ন্যায়সূত্রবার্ত্তিক

পরম. ল. ম.- পরমলঘুমঞ্জূষা

পরি.-পরিচ্ছেদ

পা. সূ. – পাণিনি-সূত্র

বা. প. – বাক্যপদীয়

বা. সং. – বাজসনেয়ি-সংহিতা

ব্যা. মহা. ভা. – ব্যাকরণ-মহাভাষ্য

বে. সূ. – বেদান্তসূত্র

বৈ. ভূ. সা. – বৈয়াকরণ-ভূষণসার

ভা. প. কা. – ভাষাপরিচ্ছেদকারিকা

মহা. ভা. প্র.- মহাভাষ্যপ্রদীপ

মী. সূ.– মীমাংসা-সূত্র

মৈ. সং. – মৈত্রায়ণী-সংহিতা

লঘু. - লঘুমঞ্জূষা

শা. ভা. – শাবরভাষ্য

শ্লো.- শ্লোক

শ্লো. বা. – শ্লোকবার্ত্তিক

সা. সূ. – সাংখ্যসূত্র

সূচীপত্র

বিষয়	**পত্রাঙ্ক**
শিরোনাম :	i
শংসাপত্র :	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার :	iii-vi
শব্দসংকেত :	vii-viii
সূচীপত্র :	ix-x
প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা	১-২১
দ্বিতীয় অধ্যায় : ন্যায়দর্শনের নিরিখে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচার	২২-২৬
২.১. শব্দের অনিত্যত্ব সাধনে নৈয়ায়িকদের মত স্থাপন	২৬-৩০
২.২. পূর্বপক্ষীদের মতামত খণ্ডন দ্বারা নৈয়ায়িকদের শব্দের অনিত্যত্ব উপস্থাপন	৩০-৩২
২.৩. পূর্বপক্ষীয় যুক্তি খণ্ডনে নৈয়ায়িকদের স্বকীয় যুক্তি প্রদর্শন	৩২-৪০
২.৪. শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদনে পূর্বপক্ষীয় নৈয়ায়িকগণের তুলনামূলক আলোচনা	৪০-৫১
তৃতীয় অধ্যায় : মীমাংসা দর্শনে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচার	৫২-৫৪
৩.১. শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষে পূর্বপক্ষীগণের যুক্তি	৫৪-৫৭
৩.২. শব্দ নিত্যতা সাধনে পূর্বপক্ষীয় মত খণ্ডনে জৈমিনিকৃত যুক্তি	৫৭-৬৬
৩.৩. শব্দের অনিত্যতা পরিহারে মীমাংসকদের স্বকীয় যুক্তি	৬৬-৭৮
৩.৪. মীমাংসাসূত্র উল্লেখপূর্বক বেদের অনিত্যতা সাধনের মাধ্যমে শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদন	৭৮-৮৩
৩.৫. বেদের নিত্যতা সম্পাদনে উত্তরপক্ষীয় যুক্তিসমূহ	৮৩-৮৯
চতুর্থ অধ্যায় : বৈয়াকরণ মতানুযায়ী শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিচার	
৪.১. মহাভাষ্য অনুসারে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রতিপাদন	৯০-১০৯
৪.২. বাক্যপদীয়ানুসারে শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিচার	১১০-১৩৮
৪.৩. শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচারে পরমলঘুমঞ্জূষাকারের মত	১৩৯-১৫১

পঞ্চম অধ্যায় : শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা ১৫২-১৭৬
ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার ১৭৭-১৮৯
পরিশিষ্ট – ১ ১৯০-১৯৩
পরিশিষ্ট – ২ ১৯৪-১৯৬
পরিশিষ্ট – ৩ ১৯৭-২০১
পরিশিষ্ট – ৪ ২০২-২০৩
পরিশিষ্ট – ৫ ২০৪-২০৮
গ্রন্থপঞ্জি ২০৯-২১৪

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

মনুষ্যসমাজে ভাববিনিময়ের প্রধান অবলম্বন হল ভাষা। এই ভাষা কতিপয় বর্ণ নিয়ে পদ ও বাক্যে গঠিত হলেও তার ব্যাপ্তি অপরিসীম। মানুষ সামাজিক প্রাণী। মনুষ্যজাতি যে সমাজে বাস করে, সেই সমাজে অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে তাকে মেলবন্ধন সৃষ্টি করে চলতে হয়। এই মেলবন্ধন থাকতে গেলে ভাবের আদান-প্রদান অনিবার্য। ভাবের আদান-প্রদান একমাত্র ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। মানুষের দ্বারা উচ্চারিত অর্থ সহ, বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা। তবে অনেক সময় বক্তার ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গি শ্রোতার কাছে বক্তার বক্তব্যের বিষয়কে সহজবোধ্য করে তোলে। ইঙ্গিত হল ভাষার পরিপোষক।

শব্দ বা ধ্বনিসমষ্টির মধ্যে দিয়েই ভাষা বিষয়কে ব্যক্ত বা ভাবকে পরিস্ফুট করে তোলে। বিশেষ বিশেষ অর্থযুক্ত শব্দসমষ্টিই বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ও ভাবের প্রতিনিধিমাত্র। মুখ দিয়ে যে সময় ধ্বনি বা শব্দ আমরা উচ্চারণ করি, সেই ধ্বনিগুলি যখন লিখিত আকারে ভাষায় প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় তখন কতগুলি সংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই চিহ্নগুলিকে বর্ণ বলা হয়। এই বর্ণগুলিকে নিয়েই শব্দ গঠিত হয়। পরিদৃশ্যমান জগত্ শব্দময়। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই কোনও না কোনও শব্দের দ্বারা অভিহিত। এমন কোনও জ্ঞান এই পৃথিবীতে নেই যেখানে শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। শব্দের এই মহৎ রূপ দার্শনিক, আলংকারিক, বৈয়াকরণবিদ্ প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন। আচার্য দণ্ডী শব্দের এই মহত্ত্ব উল্লেখ করতে

গিয়ে বলেছেন– শব্দ নামক জ্যোতি যদি এই সংসার নামক ভুবনে প্রকাশিত না হত তাহলে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে যেত।[১]

নদীর স্রোতের নাদ, পাখির কলকাকলি– এগুলিও শব্দ বলে আমাদের কাছে পরিচিত।কিন্তু বক্তার উচ্চারিত শব্দ যা শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরিবেশের প্রত্যক্ষীভূত তাই হল মূল শব্দ। বেদ শব্দপ্রমাণ, সুতরাং বৈদিক জগতের আলোচনার ক্ষেত্রে শব্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ঋগ্বেদে বাক্‌সূক্তের কথা আমরা জানি, সেই সূক্ত থেকে আমার জানতে পারি, অম্ভৃণ নামক মহর্ষির কন্যা বাক্ ব্রহ্মবিদূষী হয়েছিলেন। তিনি পরমাত্মার সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন– "আমি (বাক্) রুদ্র, বসু, আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণ রূপে বিচরণ করি।মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমি ধারণ করি"।[২] সূদুর বৈদিক যুগেও যে বাক্ সূক্তের বাক্ তত্ত্ব আপন মহিমায় বিরাজিত তা উপরি-উক্ত উদাহরণে চোখে পড়ে।ঋগ্বেদে আরও বলা হয়েছে মূলত বাকের চারটি রূপ।[৩] এর মধ্যে প্রথম তিনটি রূপ অব্যক্ত এবং চতুর্থ রূপ ব্যক্ত। সাধারণ মানুষ বাকের ব্যক্তরূপটিকেই বোধগম্য করতে পারে। পরবর্তী শাব্দিকগণ প্রথম তিনটি রূপকে পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা নামে আখ্যা দিয়েছেন।

---

[১] ইদমন্ধং তমঃ কৃত্স্নং জাযেত ভুবনত্রযম্।

যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।। কাব্যা., ১/৩

[২] অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুতঃ বিশ্বদেবৈঃ।

অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।। ঋ. সং. ১০/১২৫/১

[৩] চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি, তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।

গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি, তুরীযং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।। ঋ. সং. ১/১৬৪/৪৫

ভারতীয় দর্শনে শব্দ বলতে বিশেষভাবে সাধু সংস্কৃত শব্দকেই বুঝিয়েছেন। মনুষ্যজগতে ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে যে কোনও শব্দ মাত্রই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই শব্দ সাধুও হতে পারে আবার অসাধুও হতে পারে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি মহাভাষ্যের প্রথম আহ্নিকে বলেছেন– 'ব্রাহ্মণ কখনও ম্লেচ্ছ ভাষা প্রয়োগ করবেন না, অপভাষা ব্যবহার করবেন না। যা অপশব্দ বা অশুদ্ধ শব্দ তাই ম্লেচ্ছ। আমরা যেন কখনও ম্লেচ্ছ না হই ইত্যাদি'।[৪] ব্যাকরণ আমাদের সাধু শব্দ, অসাধু শব্দ বিষয়ে পথ নির্দেশ করে। অতএব ব্যাকরণ অধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য। ব্যাকরণশাস্ত্রই শব্দানুশাসনশাস্ত্র। যার দ্বারা অসাধু শব্দ থেকে পৃথক্ ভাবে সাধু শব্দের জ্ঞান অর্জন করা যায় তার নাম শব্দানুশাসন। কোনও শব্দ স্থলবিশেষে শুদ্ধ আবার স্থলবিশেষে অশুদ্ধও হয়ে থাকে। যেমন গরুকে বোঝাতে অনেকে গোণী শব্দ ব্যবহার করে, তা অশুদ্ধ হয়। আবার কেউ পাত্র বোঝাতেও গোণী শব্দ ব্যবহার করে তখন তা শুদ্ধ হয়। এইভাবে অর্থবিশেষকে অবলম্বন করে শব্দের সাধুত্ব, অসাধুত্ব প্রভৃতি চিহ্নিত হয়ে থাকে।[৫] মহর্ষি পতঞ্জলি সাধু শব্দের প্রয়োগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেছেন – 'বাগ্ যোগবিদ্ অর্থাত্ বৈয়াকরণ পরলোকে অনন্ত জয় প্রাপ্ত হন'[৬]। ভারতীয় দর্শনে সাধু শব্দের গুরুত্ব যে কতখানি তা বাক্যপদীয়কারের উক্তির মাধ্যমে আমাদের তা চোখে পড়ে। তিনি মনে করেন রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি মানুষের মনের মলস্বরূপ। এই মল অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে দূরীভূত

---

[৪] ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ম্লেচ্ছোঽবা এষ যদপশব্দঃ ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যা. মহা. ১/১/১, পৃ. ২৮

[৫] অন্বগোগ্যাদয়ঃ শব্দাঃ সাধবোবিষয়ান্তরে।

নিমিত্তভেদাত্ সর্বত্র সাধুত্বং সমবস্থিতম্।। বাক্য., ১০/১৪৮

[৬] সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্যোগবিদ্ – ব্যা. মহা. ১/১/১, পৃ. ৩৩

হয়। বাত, পিত্ত প্রভৃতি শরীরের মল চিকিত্সাশাস্ত্রের অনুগ্রহে অপগত হয়। একই রকম ভাবে বক্তার অসামর্থ্যের ফলে উত্পন্ন বাক্যমল অর্থাত্ অসাধু শব্দের প্রয়োগ শব্দশাস্ত্রের কৃপায় চিরদিনের জন্য দূরীভূত হয়ে থাকে[৭]।

সমাজে শব্দসংকেত বলতে যে অর্থে নিশ্চিত জ্ঞান আমাদের জন্মে থাকে ঐ শব্দসংকেতের দ্বারা শুধুমাত্র সেই অর্থেরই জ্ঞান হয়ে থাকে। এরূপ লোকব্যবহার থেকেই শব্দপ্রয়োগকর্তা শব্দপ্রয়োগে সমর্থ হন। ধ্বনিসমুদায়কেই শব্দরূপে চিহ্নিত করা হয়। স্বয়ং পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলেছেন, 'সাধারণ মানুষ ধ্বনিকেই শব্দ বলে। সেই অনুযায়ী শব্দের ব্যবহার করে থাকে, কাজেই ধ্বনিই হল শব্দ'।[৮] এক্ষেত্রে পতঞ্জলির অভিপ্রায় আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট। তিনি চেয়েছেন যে, সাধারণ মানুষ প্রথমে ধ্বনিকেই শব্দ হিসাবে বুঝুক, পরে ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নপূর্বক জ্ঞান অর্জিত হলে তাঁরা স্ফোটরূপ শব্দকেই শব্দরূপে চিহ্নিত করতে পারবে। আচার্য উপবর্ষ শব্দের ব্যবহারিক স্বরূপ স্বীকার করে ধ্বনিকেই শব্দ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। শবরস্বামী উপবর্ষের মত স্বীকার করে বলেছেন, 'গৌঃ' এখানে গকার, ঔ কার ও বিসর্গ এই তিনটি ধ্বনির মিলিত রূপই হল শব্দ।[৯] মহাভাষ্যে আমরা শব্দের তিনটি লক্ষণ পাই। ব্যাবহারিক শব্দস্বরূপের তিনটি আধারের কথা পতঞ্জলি স্বীকার করেছেন। সেগুলি হল–

---

[৭] কায়বাগ্বুদ্ধিবিষয়া যে মলাঃ সমবস্থিতাঃ।

চিকিত্সালক্ষণাধ্যাত্মশাস্ত্রৈস্তেষাং বিশুদ্ধয়ঃ।। বা. প. ১/১৪৭

[৮] অথবা প্রতীতপদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইত্যুচ্যতে। ব্যা. মহা. ১/১/১ পৃ. ১৯

[৯] অথ গৌরিতত্র কঃ শব্দঃ? গকারৌকায়বিসর্জনীয়া

ইতি ভগবানুপবর্ষঃ – মী. দ. ১/১/৫ শা. ভা.

শ্রোত্রোপলব্ধি, বুদ্ধিনির্গ্রাহ্য, প্রয়োগেণাঽভিজ্বলিত[১০] শব্দের ব্যাবহারিক স্বরূপ জানতে গেলে শ্রোত্রের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষজ্ঞান আবশ্যক। শব্দের আশ্রয় হল আকাশ। আকাশের বিশেষ গুণ হল শব্দ। গৌতম[১১] কণাদ[১২] শব্দকে আকাশের গুণ বলে অভিহিত করেছেন। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানে অভিঘাতের ফলে ধ্বনির সৃষ্টি হয়ে থাকে। উচ্চারিত হয়ে সেই ধ্বনি ক্রমশঃ আকাশে বিলীন হয়ে যায়। এই কারণে একই স্থানে একই সময়ে ধ্বনিসমুদয়ের উপলব্ধি হয় না। আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ অব্যাপবৃত্তি ও ক্ষণিক হওয়ায় উত্পত্তির পরেই বিনষ্ট হয়ে যায়[১৩]। এই শব্দ বিনষ্ট হলেও উচ্চারিত প্রধ্বংসী পূর্ব পূর্ব ধ্বনিগুলির দ্বারা বুদ্ধিতে শব্দসংস্কার উত্পন্ন করে। ক্রমে ক্রমে উত্পন্ন এই সংস্কার অন্ত্যধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। এভাবে বুদ্ধির দ্বারা ব্যাবহারিক শব্দরূপের জ্ঞান হয়। অন্ত্যবর্ণের শ্রবণের পরেই এই জ্ঞান হয়ে থাকে। শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা প্রয়োগ ছাড়া সম্ভব হয় না। প্রয়োগ বলতে ধ্বনিকে বোঝায়। পতঞ্জলি বলেছেন, স্ফোট হল শব্দ এবং ধ্বনি হল স্ফোটের গুণ[১৪]। বস্তুতঃ স্ফোটের গ্রাহক হল তারই গুণ ধ্বনি। পতঞ্জলি ধ্বনিরূপ ব্যাবহারিক শব্দেরই প্রয়োগ করেছেন। কারণ হিসাবে বলা যায় হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, সানুনাসিক, নিরনুনাসিক, গুণ, বৃদ্ধি, দ্রুত, বিলম্বিত প্রভৃতি ব্যাকরণের কাজ কেবলমাত্র ধ্বন্যাত্মক শব্দেই সম্ভব। স্ফোটাত্মক নিত্য শব্দে তা আরোপিত হয় না। শাব্দিকগণের মতে শব্দের কোনও ক্রম

---

[১০] শ্রোত্রোপলব্ধির্বুদ্ধির্নির্গ্রাহ্যঃ প্রয়োগেণাভিজ্বলিতঃ আকাশদেশঃ শব্দঃ – ব্যা. মহা. ১/১/২, পৃ. ৯৭

[১১] গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্শাঃ। ন্যা. সূ ১/১/১৪

[১২] পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশম্ – বৈ. সূ. ২/১/২৭

[১৩] অব্যাপ্যবৃত্তিঃ ক্ষণিকো বিশেষগুণ ইষ্যতে। ভা. প. কা. ২৭

[১৪] এবং তর্হি স্ফোটঃ শব্দঃ ধ্বনিঃ শব্দগুণঃ – ব্যা. মহা. ১/১/৯ পৃ. ৪৬৩

পরিলক্ষিত হয় না, নাদেরই একমাত্র ক্রম দৃশ্যমান। নাদের ক্রমোত্পত্তির ফলেই শব্দ ক্রমবান ভেদবান হয়ে থাকে।[১৫] অর্থাভিধায়ক স্ফোট এক, নিরবয়ব ও বিভু।

ধ্বনির অতিরিক্ত শব্দের আর একটি তাত্ত্বিক রূপ রয়েছে। যা উচ্চারিত হলে সাস্না, লাঙ্গুল, ককুদ, খুর এবং বিষাণযুক্ত প্রাণীর বোধ হয় তাই হল শব্দ।[১৬] 'যা উচ্চারিত হলে' কথাটির অর্থ এখানে 'যা অভিব্যক্ত হলে' বুঝতে হবে।[১৭] স্ফোটের উচ্চারণ কখনই সাধিত হয় না, উচ্চারণ সাধিত হয় ধ্বনির। ধ্বনির অতিরিক্ত অথচ ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত স্ফোটাত্মক শব্দকেই সাস্নাদিযুক্ত বস্তুর বোধক হিসাবে বুঝতে হবে। এটি হল শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক রূপ। শাব্দিকগণের ধারণা বর্ণমাত্রই অনিত্য কারণ বর্ণ উচ্চারণের পরবর্তী ক্ষণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ধ্বনির দ্বারা ব্যঙ্গ্য নিত্য স্ফোটই হল শব্দ এবং এই শব্দ-ই অর্থের বোধক। স্ফোটরূপ শব্দ অখণ্ড ও নিরবয়ব হওয়ায় স্ফোটের সামগ্রিক জ্ঞান হলেও পরবর্তী বর্ণগুলির দ্বারা ক্রমশঃ স্ফোট অধিকতর প্রতীত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে স্ফোট ক্রম, ভেদশূন্য অখণ্ড এক বস্তু। দেশভেদে শব্দের তিনটি স্বরূপ আমাদের চোখে পড়ে। একটি হল বুদ্ধিস্থ, একটি কারণস্থ এবং অপরটি হল প্রাণস্থ। 'চত্বারি বাক্' – ইত্যাদি মন্ত্রে যে চারপ্রকার বাক্ উল্লিখিত রয়েছে, মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা অনুসারে তা হল – নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত। নিরুক্ত গ্রন্থেও যাস্ক বলেছেন

---

[১৫] নাদস্য ক্রমজন্মত্বাদ্ ন পূর্বো ন পরশ্চ সঃ।

অক্রমঃ ক্রমরূপেণ ভেদবানিব জায়তে।। বা. প. ১/৪৮

[১৬] যেনোচ্চারিতেন সাস্নালাঙ্গুলককুদখুরবিষাণিনাং-সংপ্রত্যয়ো ভবতি, স শব্দঃ – ব্যা. মহা. ১/১/১, পৃ. ১৭

[১৭] উচ্চারিতেনেতি শরীরমারুতাভিহতকণ্ঠাদিস্থানৈবয়বদ্বারাভিব্যক্তেন যেনেত্যর্থঃ – ব্যা. মহা. ১/১/১, প্রদীপোদ্দ্যোত, পৃ. ১৭

– 'তদ্ যান্যেতানি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চ'।[১৮] বাক্ এর স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম – এরূপ স্তরভিত্তিক বিভাজনও আমাদের চোখে পড়ে যা পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নামে খ্যাত। ভর্তৃহরি পরা বাক্তত্ত্ব স্বীকার করেননি। এই পশ্যন্তী হল বুদ্ধিস্থা, মধ্যমা হল প্রাণস্থা এবং বৈখরী হল করণস্থা। বাক্ এর এই চারটি রূপ নিয়ে একটু আলোচনায় আসা যাক।

শব্দের মূলীভূত উপাদান হল পরাবাক্তত্ত্ব। এই পরাবাক্ শব্দার্থসম্পর্করহিত। পরা বাক্তত্ত্ব থেকেই সকল ধ্বন্যাত্মক বাগ্বিকার প্রকাশিত হয়। শেষ পর্যন্ত পরাবাক্ই অবশিষ্ট থাকে। এই বাক্ বাচ্য ও বাচক উভয়ই রূপে চিহ্নিত। পরা বাক্ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জ্যোতিঃস্বরূপ। পাখার সঞ্চালনের দ্বারা যেমন ঘনীভূত বায়ু অনুভূত হয় তেমনি মূলীভূত শব্দও প্রাণবায়ুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় হয়।[১৯] জ্ঞাত ও অনুভূত পদার্থকে বক্তা যখন উচ্চারণের জন্য উত্সুক তখন বক্তার ইচ্ছার দ্বারা প্রযত্ন উত্পন্ন হয়। প্রযত্নের দ্বারা মনে স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। মনে স্পন্দনের ফলে শব্দের সঙ্গে জ্ঞাত অর্থের যোগ হয়, যা পশ্যন্তী হিসেবে পরিচিত। বুদ্ধির দ্বারা পশ্যন্তী বাক্ বোধগম্য হওয়ায় এই বাক্ বুদ্ধিস্থা। এই বাক্ও মনের বিষয় হয়ে থাকে। বাকের এই অবস্থা সূক্ষ্মতর। উচ্চারণের পূর্বে বুদ্ধির দ্বারা বিতর্কিত শব্দ যে অর্থে প্রবেশ করে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানে অভিঘাতের ফলে উত্পন্ন ধ্বনিও সেই অর্থকেই বুঝিয়ে থাকে।[২০] যোগিগণ পশ্যন্তীর মাধ্যমে বিশেষ সমস্ত বিষয়

---

[১৮] নি., ১/১/১৮

[১৯] পরা বাঙ্ মূলচক্রস্থা, পশ্যন্তী নাভিসংস্থিতা

হৃদিস্থা মধ্যমা জ্ঞেয়া, বৈখরী কণ্ঠদেশগা।। পরম. ল. ম., স্ফোটনিরুপণ

[২০] বিতর্কিত পুরা বুদ্ধ্যা ক্বচিদর্থে নিবেশিতঃ।

সম্পর্কে জ্ঞাত হন। নাভিস্থিত পশ্যন্তী বাক্ প্রাণবায়ুর দ্বারা যখন উর্ধ্বে ওঠে এবং যখন হৃদয়ে অবস্থান করে তখন তা মধ্যমা নামে পরিচিত। হৃদয়স্থানে অবস্থানকালে প্রাণবায়ুর প্রবল প্রভাব লক্ষিত হয় বলে এটিকে প্রাণস্থা বলা হয়। মধ্যমা বাক্ মন ও বুদ্ধির বিষয় হয়ে থাকে। শব্দোচ্চারণের পূর্বেই মধ্যমা বাক্ এর দ্বারা বক্তার মৈত্রী, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অনুভূত হয়। মধ্যমাবাগবস্থায় বর্ণ ব্যক্ত হয় না। বর্ণের অভিব্যক্তির প্রয়াস-সংস্কার এই অবস্থায় থাকে। এই বাক্ প্রাকৃত ধ্বনির দ্বারা ব্যঙ্গ্য হয়। মধ্যমা বাক্ সূক্ষ্ম। বাক্ এর স্থূল অবস্থাকে বৈখরী নামে ভূষিত করা হয়। কণ্ঠ যে শব্দ মুখনিঃসৃত হয়ে অপরের শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় তাই হল বৈখরী বাক্।[২১] নাগেশের মতে বৈখরী বাক্ ব্যান ও উদান বায়ুর দ্বারা প্রকাশিত হয়। প্রাণবায়ু ক্রমশ উপরের দিকে উঠে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানে অভিঘাত প্রাপ্ত হয়ে নিজেকে বিভক্ত করে বর্ণের মাধ্যমে অভিব্যক্তি ঘটায় এবং সেই বর্ণেই বিলীন হয়ে যায়। একজন শ্রোতার বৈখরী বাক্ – এর দ্বারাই শব্দের ও অর্থের জ্ঞান হয়ে থাকে। বৈখরী বাক্তত্ত্ব হল শব্দের প্রসূতকাল। বাক্তত্ত্বের এই চারটি অবস্থার কথা আমরা ঋগ্বেদের যুগ থেকে পেয়ে থাকি। অর্থ প্রকাশের দিক থেকে শব্দকে চারভাগে ভাগ করা হয় – জাতি শব্দ, গুণ শব্দ, ক্রিয়া শব্দ ও যদৃচ্ছা শব্দ। মহাভাষ্যে পতঞ্জলি একে শব্দের চতুষ্টয়ী প্রবৃত্তি নামে আখ্যা দিয়েছেন। পাণিনি প্রধানত শব্দের দুটি স্বত্ব স্বীকার করেছেন। একটি হল শব্দের রূপ ও অন্যটি হল শব্দের অর্থ। রূপ ও অর্থের মধ্যে কখনও কখনও রূপের প্রাধান্য ও অর্থের

করণেড্যো বিবৃত্তেন ধ্বনি সোঽনুগৃহ্যতে।। বা. প. ১/৪৭

[২১] অন্তঃকরণতত্ত্বস্য বায়ুরাশ্রয়তাং গতঃ।

তদ্ধর্মেণ সমাবিষ্টস্তেজসৈব বিবর্ততে।। বা. প. ১/১১৪

অপ্রাধান্য দেখা যায় আবার কখনও বিপরীত রূপও দেখা যায়। সাধারণত মানুষ ব্যবহার নিষ্পাদনের জন্য অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে[২২]। তবে শব্দশাস্ত্রে প্রক্রিয়ানির্বাহের জন্য নির্দেশ থাকলে শব্দগতরূপেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

মীমাংসা দর্শনে বর্ণকেই শব্দ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মীমাংসকগণ 'উপবর্ষের' মতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। ভগবান উপবর্ষ 'গ' প্রভৃতি বর্ণকেই শব্দ রূপে আখ্যা দিয়েছেন[২৩]। তাঁর মতানুসারে শ্রোত্রেন্দ্রিয় যাকে গ্রহণ করে তাই হল শব্দ। 'গৌ' পদটি উচ্চারিত হলে 'গ', 'ঔ', বিসর্গ – এই তিনটি বর্ণকেই শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রহণ করে থাকে, তাই এই তিনটি বর্ণই শব্দ। মীমাংসক মতানুসারে বর্ণই শব্দ এবং এই বর্ণই অর্থের বাচক। শাব্দিকগণ আবার এই মতের বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁদের মতে বর্ণকে কখনই শব্দ বলা সম্ভব নয়, যেহেতু বর্ণের মাধ্যমে অর্থজ্ঞান অসম্ভব। 'গৌঃ' পদটি কখনই গলকম্বলবিশিষ্ট প্রাণীর বোধ জন্মাতে পারে না। আবার বর্ণসমূহ সম্মিলিতভাবে অর্থের বাচক একথাও নিশ্চিত করে বলা যায় না, কারণ 'গৌঃ' – এই শব্দে 'গ' কার যখন উচ্চারিত হয় তখন 'ঔ' কার ও 'বিসর্গ' অনুপস্থিত। বর্ণ অন্তর্হিত হলে বর্ণের স্মৃতি থেকেও অর্থজ্ঞান সম্ভব নয়, কারণ স্মৃতি একপ্রকার জ্ঞান হওয়ায় তা বর্ণের ন্যায় ক্ষণিক। আবার শব্দ যদি সংস্কারকে আশ্রয় করে অর্থজ্ঞানের বোধ ঘটায় তাহলে অর্থবোধের ক্ষেত্রে শব্দের স্থান গৌণ হয়ে যায়। শাব্দিকগণের মতে বর্ণগুলি অর্থের বাচক নয়।

---

[২২] লোকেঽর্থরূপতা শব্দঃ প্রতিপন্নঃ প্রবর্ততে।

শাস্ত্রে তূভয়রূপত্বং প্রবিভক্তং বিবক্ষয়া।। বা. প. ২/১৩৩

[২৩] বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ। বে. সূ. ১/৪/২৮ শাঙ্ক. ভা.

মীমাংসকগণ এ প্রসঙ্গে বলেন – একটি বর্ণ শব্দ নয়, বর্ণসমূহই শব্দ। বর্ণ নিত্য হলেও অভিব্যক্তি বিশিষ্ট বর্ণগুলি ক্ষণিক হওয়ায়, ক্রমানুসারযুক্ত বর্ণসমষ্টি রূপ শব্দে পূর্ব পূর্ব উচ্চারিত বর্ণ বিলীন হলেও বক্তা ও শ্রোতাতে তার সংস্কার থেকে যায়। অন্তিমবর্ণের উচ্চারণকালে পূর্ব পূর্ব বর্ণের সংস্কার অন্তিমবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থের জ্ঞান জন্মায়।[২৪] বর্ণসমূহ ব্যুত্পত্তিক্রমে উচ্চারিত হলে রাম, মরা, কপি, পিক প্রভৃতি শব্দ থেকে একই প্রকার অর্থের বোধ হয় না। সংস্কারকে স্বীকার করলে শব্দ গৌণ হয়ে যায়। অর্থ উত্পাদনের বিষয়ে সংস্কার মুখ্য নয়, শব্দই মুখ্য। বর্ণগুলি শব্দ হিসাবে ধরে নিলে বর্ণাত্মক শব্দের সমুদায়ে বাক্য তৈরি করা সম্ভব। মীমাংসকগণ বর্ণ ও ধ্বনি ভেদে শব্দকে দুভাগে ভাগ করেছেন। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সঙ্গে অভিঘাত সংযোগের ফলে 'ক' কার প্রভৃতি যে সব শব্দ উচ্চারিত হয় সেগুলি বর্ণ এবং শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতির শব্দ হল ধ্বনি। মীমাংসকরা স্ফোটকে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেন বর্ণের অতিরিক্ত বাচকতা কল্পনা তখনই করা যায়, যখন বর্ণাত্মক শব্দের বাচকতা থাকেনা। এছাড়া স্ফোটের কোনও প্রসিদ্ধি নেই। অনেকে আপত্তি করেন যে, শব্দ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়েও নিরবয়ব। মীমাংসকমতে আকাশেরও প্রত্যক্ষ হয় কিন্তু আকাশ নিরবয়ব। মহাকবি কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের নান্দী শ্লোকে আকাশের প্রত্যক্ষযোগ্যতা স্বীকার করেছেন। তাই বর্ণ যদি অবয়বহীনও হয় তবুও তার প্রত্যক্ষ হতে কোনো বাধা থাকেনা। বর্ণসমূহই যে অর্থজ্ঞানের হেতু, এ বিষয়ে লোকব্যবহারই প্রমাণ।

ন্যায়মতে, দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ ভেদে শব্দ প্রমাণ দ্বিবিধ। ইহলোকে যে অর্থ দৃশ্যমান তা হল দৃষ্টার্থ, আর পরলোকে যে অর্থ প্রতীত হয় তা হল অদৃষ্টার্থ। লৌকিক

[২৪] পূর্ববর্ণজনিতসংস্কারসহিতোঽন্ত্যো বর্ণঃ প্রত্যায়ক ইত্যদোষঃ – মী. সূ. ১/১/৫ – শা. ভা.

আপ্ত ব্যক্তির দৃষ্টার্থ শব্দ যে শব্দ প্রমাণ তা সকলেই স্বীকার করে থাকেন। নাস্তিক সম্প্রদায় কেবল দৃষ্টার্থ আপ্তবাক্যকে শব্দপ্রমাণ বলে স্বীকার করলেও আস্তিক সম্প্রদায় অদৃষ্টার্থ বেদাদি শাস্ত্ররূপ আপ্তবাক্যকেই শব্দপ্রমাণ বলে স্বীকার করেন। প্রাচীনমতে আপ্তবাক্যই শব্দপ্রমাণ, জ্ঞায়মান বাক্যরূপ শব্দই শাব্দবোধের করণ। নব্যনৈয়ায়িকগণ 'আপ্তোপদেশ' এর অর্থকে অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে আপ্ত অর্থাত্ যথার্থ, উপদেশ অর্থাত্ শাব্দবোধ যা থেকে হয় তাই হল আপ্তোপদেশ। অতএব যথার্থ শাব্দবোধের করণই আপ্তোপদেশ। ন্যায়মতে শব্দ হল স্বতন্ত্র একটি প্রমাণ। এই শব্দ গুণপদার্থের অন্তর্গত। শব্দ কেবল আকাশেই থাকে। অপরের কাছ থেকে অন্য বাক্য শুনে আমাদের আকাশস্থ শব্দের শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। ন্যায়মতে শব্দমাত্রই অনিত্য, ক্ষণিক, অব্যাপ্যবৃত্তি এবং শব্দ হল আকাশের বিশেষ গুণ। তাঁরা মনে করেন, 'অ' কার প্রভৃতি প্রত্যেকটি বর্ণ প্রথমে উত্পন্ন হয় এবং পরে বিনষ্ট হয়ে যায়। উচ্চারণের প্রযত্নবশতঃ প্রথমক্ষণে 'অ' কার প্রভৃতি বর্ণ উত্পন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি এবং তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়। জ্ঞায়মান শব্দকে যাঁরা শাব্দবোধের কারণরূপে স্বীকার করেছেন, সেইসব প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের কোনও কোনও সম্প্রদায় মনে করেন, শব্দ কেবলমাত্র তিনক্ষণ স্থায়ী। চতুর্থ ক্ষণ উপস্থিত হলে শব্দের বিনষ্টীকরণ হয়ে থাকে। এইভাবে উত্পত্তি ও বিনাশশীল বর্ণসমূহই পদ এবং পদসমূদায় বাক্য। ন্যায়বৈশেষিক মতে বর্ণগুলি ক্ষণিক হওয়ায় এবং দ্বিতীয় বর্ণের স্থিতিকালে প্রথম বর্ণ, তৃতীয় বর্ণের স্থিতিকালে দ্বিতীয় বর্ণ, চতুর্থ বর্ণের স্থিতিকালে তৃতীয় বর্ণ বিনষ্ট হওয়ায় ঘট শব্দের অন্তিম 'অ' কারের স্থিতিকালে পূর্ববর্তী তিনটি বর্ণই বিনষ্ট হয়ে যায়। অতএব একক্ষণে চারটি বর্ণের যুগপত্ স্থিতি অসম্ভব হওয়ায়, চারটি বর্ণের প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। তাই বলা যেতে পারে বর্ণগুলির ক্রমিক প্রত্যক্ষ থেকে আত্মাতে ক্রমিক সংস্কার উত্পন্ন হয়।

প্রত্যক্ষজনিত সংস্কারের সঙ্গে অন্তিম বর্ণের জ্ঞানটি উদ্বোধকরূপে সমস্ত বর্ণবিষয়ক একটি স্মৃতি উত্পন্ন করে। এভাবেই পদস্মৃতি থেকে পদার্থের স্মৃতি জন্মায় এবং শাব্দবোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

গবেষণার বিষয় নির্ধারণ (Selection of the Topic)

ভারতবর্ষে ঋগ্বৈদিক যুগ থেকেই শব্দের আলোচনা শুরু হয়েছে। ন্যায়দর্শন তথা ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় এবং ব্যাকরণে শব্দ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। আপ্ত ব্যক্তির বাক্যই যে শব্দ সেই জ্ঞান আমরা ন্যায়দর্শন থেকে লাভ করে থাকি। মীমাংসকগণ বর্ণাত্মক শব্দকে স্বীকার করেছেন। ব্যাকরণের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হল শব্দতত্ত্ব। অর্থই হল শব্দের স্বরূপ। এই শব্দ কথাটি শব্দবাচ্য অর্থের অভিধায়ক। এই শব্দসম্পর্কে আলোচনাকালে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়। ন্যায়দর্শন, মীমাংসাদর্শন তথা ব্যাকরণে পৃথক পৃথক ভাবে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের বিষয়টি আলোচিত হলেও কোথাও এ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা বিশেষভাবে পাওয়া যায়নি। তাই এই বিষয়ে গবেষণা করার প্রয়াস করা হল।

গবেষণা-সন্দর্ভের প্রকল্প ও সম্ভাব্য অধ্যায় বিভাজন :

শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব : ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা' নামক গবেষণা সন্দর্ভের মধ্যে ভূমিকা ও উপসংহার সমেত মোট ছয়টি অধ্যায় রাখা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ভূমিকা অংশে আলোচনার সূত্রপাত হিসাবে শব্দের স্বরূপ, বিভিন্ন দর্শনে শব্দের নিরূপণ কিভাবে হয়েছে তা তুলে ধরা হবে।

গবেষণাসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'ন্যায়দর্শনের নিরিখে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচার'। এই অধ্যায়ে নৈয়ায়িকরা শব্দের নিত্যত্ব ও

অনিত্যত্বের বিষয়টি কিভাবে উপস্থাপন করেছেন তা সূচিত করা হবে। উত্পত্তিমত্ব হেতু, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব হেতু ও সুখ দুঃখাদির ন্যায়ব্যবহার হেতু – এই তিনটি হেতুর কারণে যে শব্দ অনিত্য তা এই অধ্যায়ে বলা হবে।

গবেষণাসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'মীমাংসা দর্শনে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচার'। এই অধ্যায়ে কিভাবে মীমাংসকরা শব্দকে নিত্য প্রমাণ করতে গিয়ে বিভিন্ন সূত্রের অবতারণা করেছেন তা ফুটিয়ে তোলা হবে। পূর্বপক্ষ উপস্থাপিত করে সেগুলিকে খণ্ডনের মাধ্যমে নিজেদের যুক্তিগুলিকে তুলে ধরার মাধ্যমে শব্দের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মীমাংসা দার্শনিকদের মূল উদ্দেশ্য। এই বিষয়টিই এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হবে।

আলোচ্য গবেষণাসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায় হল 'বৈয়াকরণ মতানুযায়ী শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিচার'। এখানে মূলত তিনটি গ্রন্থের আলোচনা তুলে ধরা হবে।মহাভাষ্য, বাক্যপদীয়, পরমলঘুমঞ্জুষা এই তিনটি গ্রন্থকে আধার করে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হবে। মূলত অধ্যায়টি ব্যাকরণনির্ভর হওয়ায় এখানে ব্যাকরণগ্রন্থগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

গবেষণাসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা'। এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী তিনটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর গুণগত দিকগুলি তুলে ধরা হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করা হবে।এছাড়াও শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গে অন্যান্য দার্শনিকরা বা আলংকারিকরা যে মতামতগুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলিকেও উপস্থাপন করা হবে।

পরিশেষে ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ উপসংহার অংশে প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার ও বর্তমান গবেষণার নতুন দিক উন্মোচন ও পরবর্তী গবেষণার সম্ভাব্য দিশা উপস্থাপনের মাধ্যমে গবেষণাসন্দর্ভের পরিসমাপ্তি হবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

'শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব: ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা' নামক গবেষণসন্দর্ভটিতে শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতা বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ যে গ্রন্থটি সন্দেহ নিরসনে সহায়তা করে তা হল পণ্ডিত শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ অনূদিত ও সম্পাদিত মীমাংসা দর্শন গ্রন্থটি। মীমাংসা দর্শন সম্পর্কে বহু গ্রন্থ উপলব্ধ হলেও এই গ্রন্থটি একটি বিশেষ গ্রন্থ। নিম্নে গ্রন্থটির সাহিত্য পর্যালোচনা করা হল –

প্রথমে বইটির শিরোনামের দিকে তাকালে দেখা যাবে বইটির শীর্ষদেশে লিখিত রয়েছে 'মীমাংসা দর্শনম্'। গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থটিতে দর্শনের বিভিন্ন দিকগুলিকে তিনি তুলনা করেছেন। যথাযথভাবে অন্য গ্রন্থকারদের মতো তিনি নিয়মমাফিক প্রকাশকের নাম, প্রকাশনা স্থান, সংস্করণ এবং মুদ্রণে কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তা তিনি উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থটির ভূমিকা অংশে তিনি শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম উল্লেখের মাধ্যমে গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম অর্পণ করেছেন। প্রত্যেকটি বই-এর সূচীপত্র একজন পাঠককে যেমন আগ্রহী করে তোলে ঠিক তেমনই এই বইটির সূচীপত্রও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। গ্রন্থটিকে তিনি প্রথমে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে, অধ্যায়গুলিকে পুনরায় পাদে ভাগ করেছেন। মীমাংসা দর্শনের সূত্রগুলিকে তিনি বেশ কয়েকটি অধিকরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অধিকরণগুলির ব্যাখ্যাকালে বিষয়বস্তুর উল্লেখ পাঠককে মীমাংসা দর্শনের যে কোন বিষয়ের অন্বেষণে বিশেষ সহায়তা করে।

মুখবন্ধ অংশে পণ্ডিত ভূতনাথ মহাশয় মীমাংসার দর্শনত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। মীমাংসা দর্শনের রচয়িতা জৈমিনি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেন যা গ্রন্থটিকে একটি বিশেষত্ব প্রদান করে। এছাড়াও তিনি মহর্ষি জৈমিনির পূর্ববর্তী আচার্যদের নামের উল্লেখ করেছেন যা বিশেষভাবে পাঠককুলকে সমৃদ্ধ করে।গ্রন্থটির সম্পাদনাতে শ্লোকবার্ত্তিক, তন্ত্রবার্ত্তিক, টুপ্‌টীকা, শাস্ত্রদীপিকা, ভাট্‌দীপিকা প্রভৃতি যে বিশেষ সহায়তা করেছে তা উল্লেখ করে তিনি গ্রন্থগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছেন।

মূল বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে দেখা যাবে যে পরমর্ষি জৈমিনি বিরচিত সূত্রের আক্ষরিক অর্থগুলি সর্বাগ্রে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। শ্রীমত্ শবরস্বামীর ভাষ্যের যথার্থ অনুবাদ না করে তিনি ভাবানুবাদ করেছেন। এছাড়াও বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার সহায়ক হিসেবে কুমারিল ভট্টের শ্লোকবার্ত্তিক, তন্ত্রবার্ত্তিক ও টুপ্‌টীকার বিচারে বিশেষ মনোযোগী হওয়ায় পাঠকবর্গের নিকট তা হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। একজন পাঠক হয়ে কাম্য বস্তু হল পুস্তকের জটিল থেকে জটিলতর অংশগুলির ব্যাখ্যার মাধ্যমে বোধগম্যতা প্রাপ্তি। এক্ষেত্রে লেখক পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয় একজন সঠিক কবির পরিচয় দিয়েছেন।

লেখকের একটি বৈশিষ্ট্য যা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে সেটি হল যখনই তিনি কোন সূত্রের উল্লেখ করেছেন প্রথমে তার অক্ষরার্থ, পরে ভাষ্যভাবার্থের মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করেছেন। কখনও কখনও তিনি পাদটীকার উল্লেখ করেছেন এবং পাদটীকাগুলিতে বিভিন্ন বৈয়াকরণ মতও তুলে ধরেছেন।

এরপর আসা যাক বইটির রচনারীতিতে। ‘মীমাংসা দর্শনম্’ বইটির নামের সঙ্গেই একটি গুরুগাম্ভীর্য ভাব রয়েছে। আমার মতো পাঠকের পক্ষে বইটি কোনও গুরুর সহায়তা ছাড়া পড়া প্রায় অসম্ভব, কিন্তু লেখক পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয় ভাষ্যের

ভাবানুবাদ প্রয়োগে এতই সহজ সরল সাবলীল ভাষার প্রয়োগ করেছেন যে সরলমতি ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে বইটি পড়া সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। সূচীপত্রের বিন্যাসের মাধ্যমে বইয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব সম্পর্কে অনায়াসেই বোঝা যায। পুনরায় সূচীপত্রে বিষয়ানুযায়ী বিভিন্ন অংশের নামকরণ এবং পৃষ্ঠাসংখ্যায় উল্লেখের প্রয়াস বইটিকে অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে।

এরপর বইটি সম্পর্কে ক্রমানুয়ায়ী কতকগুলি তথ্য তুলে ধরছি।

সম্পাদক – পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয়

প্রকাশক – অভয় বর্মন, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১,

বিধান সরণী, কলকাতা – ৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ – আষাঢ়, ১৩৫২

মুদ্রণ – নিউ জয়কালী প্রেস, ১/১, দীনবন্ধু লেন

কলকাতা – ৭০০০০৬

পৃষ্ঠাসংখ্যা – প্রথমখণ্ড – ৫৬৬

এরপর দ্বিতীয় যে বইটির সাহিত্যিক পর্যালোচনা করব সেটি হল – ‘বাক্যপদীয় (ব্রহ্মকাণ্ড)’। ‘প্রধানঞ্চ ষটঙ্গেষু ব্যাকরণম্’ – ব্যাকরণ হল বেদের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ব্যাকরণ শুধুমাত্র একটি শাস্ত্র নয় এটি একটি দর্শনশাস্ত্র। এই ব্যাকরণ দর্শনশাস্ত্রের আলোকে রচিত একটি গ্রন্থ হল ‘বাক্যপদীয়’, যার মূল রচয়িতা স্বয়ং ভর্তৃহরি। ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় গ্রন্থের ওপর বিভিন্ন গ্রন্থকার অনেক বই সম্পাদনা করলেও বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ‘বাক্যপদীয়’ গ্রন্থটি আমাদের বিশেষ নজর কারে।

বইটির শিরোনামের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে সেখানে লিখিত রয়েছে ‘বাক্যপদীয় ব্রহ্মকাণ্ড’। তিনটি কাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা যে এই কাণ্ডের মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে তা তিনি এই শিরোনামটির মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

নিযমমাফিক তিনিও প্রকাশকের নাম, প্রকাশস্থান, সংস্করণ ও মুদ্রণে কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তা তিনি উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে কোনও দেবতার উদ্দেশ্যে গ্রন্থটিকে উত্সর্গ তিনি করেননি। এক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়।সূচীপত্র রচনাতে তিনি কোন প্রচেষ্টা করেননি। ফলে আমাদের মত পাঠকদের গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হতে একটু অসুবিধা হয়।

পুস্তকটির গ্রন্থকারের নিবেদন অংশে সম্পাদক শব্দবিদ্যা সম্পর্কে বিশেষ কিছু আলোচনা করেছেন। ভর্তৃহরি সম্পর্কেও বেশ কিছু তথ্য প্রদান করেছেন।বাংলা ভাষায় ভর্তৃহরির দুরূহ এই গ্রন্থের অনুবাদ ও বিবৃতি রচনাকে তিনি ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে সম্বোধন করেছেন। গ্রন্থটি রচনাতে তিনি ভর্তৃহরির স্বোপজ্ঞ ব্যাখ্যা, হরিবৃষভ বৃত্তি, রঘুনাথ শর্মা বিরচিত অম্বাকর্ত্রী ব্যাখ্যা, সূর্যনারায়ন শুক্ল প্রণীত টীকা প্রভৃতির যে সাহায্য নিয়েছেন তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। তাঁর এই কৃতজ্ঞতা বোধ পাঠককুলকে আপ্লুত করে।

গ্রন্থটি রচনাকালে প্রথমে তিনি কারিকা, তারপর অন্বয় পরবর্তীতে অনুবাদ এবং তারপর বিবৃতি আমাদের কারণে তুলে ধরেছেন। বিবৃবিতে পুনরায় তিনি পাদটীকাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহে বিশেষভাবে সহায়তা করে। পাদটীকাতে তিনি উত্স সম্পর্কে যথার্থ নির্দেশ উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থটিতে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে যথার্থ বিবৃতি প্রদানে তিনি পাঠককুলের মন জয় করে নিয়েছেন। এছাড়াও তিনি শব্দতত্ত্ব, শব্দতত্ত্বের ক্রমবিবর্তন, স্ফোটতত্ত্ব, ধ্বনি প্রভৃতি সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা করেছেন। এছাড়াও শব্দাদ্বৈতবাদিগণের দৃষ্টিতে মোক্ষের

স্বরূপ এবং সেই মোক্ষলাভের সহায়ক মার্গবিষয়ক আলোচনা ইত্যাদি নানা গূঢ় দার্শনিক বিষয় তিনি বিশদে আলোচনা করেছেন।

পুস্তকটি বাংলাভাষায় রচিত। কিন্তু লেখক পাঠক পাঠিকাদের সুবিধার্থে সহজ-সরল সাবলীল ভাষার প্রয়োগ করেননি। ফলে পুস্তকটি পাঠকালে পাঠকদের অবশ্যই গুরুর সহায়তা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পুস্তকটির পৃষ্ঠার গুণাগুণ উচ্চমানের।তবে বাক্যপদীয় সম্পর্কে বঙ্গভাষায় খুব বেশি সম্পাদিত পুস্তক না পাওয়া যাওয়ায় এই গ্রন্থটি পাঠককুলের কাছে বিশেষভাবে গ্রহণীয়।

জীবনে যে সমস্ত পুস্তক জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়তে হয়েছে তার মধ্যে এই বইটি অন্যতম। তাই আমার মনে হয় ব্যাকরণ দর্শনের ওপর জ্ঞানার্জনের জন্য অন্যান্য পাঠকদের এই বইটি একবার হলেও পড়া উচিত।

একনজরে বাক্যপদীয় বইটির পরিচয় দেওয়া হল – লেখক – বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক – পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্

আর্য ম্যান্‌সন্‌ (নবম তল)

৬ এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলকাতা- ৭০০০১৩

প্রথম সংস্করণ – নভেম্বর ১৯৮৫/বি

পৃষ্ঠাসংখ্যা – প্রথম খণ্ড – ২৭৮

গবেষণার অবকাশ (Research Gap) :

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গে অনেক পৃথক পৃথক আলোচনা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। শব্দার্থসম্বন্ধ সমীক্ষা, শব্দতত্ত্ব এই ধরণের প্রকরণ গ্রন্থগুলিতে এই বিষয়ে আলোচনা ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। মীমাংসাদর্শন, ন্যায়দর্শন

বা বাক্যপদীয় ও মহাভাষ্য গ্রন্থেও পৃথকভাবে আলোচনা সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গে কোনও সমীক্ষাত্মক আলোচনা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। ব্যাকরণ, মীমাংসাদর্শন ও ন্যায়দর্শনের আলোকধারায় শব্দ নিত্য না অনিত্য – তা নিয়ে যে সংশয় তা আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পে তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণা সন্দর্ভটির মাধ্যমে উপরে উল্লিখিত সংশয়ের নিরসনের চেষ্টা করা হবে এবং শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের একটি সমীক্ষাত্মক বিবরণ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে।

গবেষণা কার্যের গুরুত্ব (Importance) :

'শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব : ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা' নামক গবেষণা সন্দর্ভটিতে শব্দের নিত্যতা বিষয়ক ও অনিত্যতা বিষয়ক যে সন্দেহ উপস্থিত হয় তা সমাধানের চেষ্টা করা হবে। ব্যাকরণমূলক গ্রন্থগুলির সহায়তায় বৈয়াকরণরা শব্দকে নিত্য বা অনিত্য বলে মনে করেছেন সে বিষয়ে একটি নিশ্চিত ধারণার পরিচয় দেওয়া হবে।মীমাংসকরা শব্দের নিত্যত্ব উপস্থাপনের জন্য যেসব যুক্তির প্রণয়ন করেছেন তা বিশেষভাবে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে। নৈয়ায়িকরা শব্দকে কিভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন তা বিশ্লেষণের জন্য নৈয়ায়িকদের যুক্তিগুলিকে তুলে ধরে আলোচনা করা হবে। ব্যাকরণ, মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের যুক্তিগুলির একটি তুলনাত্মক আলোচনা হল গবেষণা সন্দর্ভটির অন্যতম গুরুত্ব। এই তুলনামুলক আলোচনার মাধ্যমে যে বিভিন্ন দিগ্‌দর্শন ঘটবে তার ফলে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব নিয়ে যে সংশয় তা নিরসনের চেষ্টা করা হবে। পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ে অন্যান্য আঙ্গিকে যারা গবেষণা করবেন তাদের জন্য গবেষণা সন্দর্ভটি বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠবে।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology):

'শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব : ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা' শিরোনামে নির্মীয়মান গবেষণা সন্দর্ভটি প্রস্তুত করার জন্যে পূর্বে উল্লিখিত নানাবিধ মুদ্রিত গ্রন্থের সহায়তা অবলম্বন করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারের সহায়তা নেওয়া হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গ্রন্থাগার – এই সমস্ত গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয় ও দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহালয় – তাই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি গ্রহণ করা হবে। যে সব প্রয়োজনীয় গ্রন্থ গ্রন্থাগারে থাকা সত্ত্বেও জীর্ণতার কারণে ব্যবহারের অনুপযুক্ত, অন্তর্জাল ব্যবহারের মাধ্যমে সেইসব গ্রন্থগুলি অনুসন্ধান করা হবে।

গবেষণা সন্দর্ভটি বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপিতে প্রস্তুত করা হবে। সেইজন্যে সমকালীন চলিত বাংলা ভাষায় বাগ্‌বিধি ও বানানবিধি অবলম্বন করা হবে। গবেষণা সন্দর্ভটি মুদ্রণের জন্যে মূল অংশে কালপুরুষ Front এর ১৪ মাত্রাকৃতি ব্যবহৃত হবে। যেখানে ইংরেজি শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন হবে সেখানে Times New Roman এর ১৮ মাত্রাকৃতি ব্যবহৃত হবে। গবেষণা সন্দর্ভের দুই পঙ্‌ক্তির মাঝখানে ১.৫ শূন্যস্থান রাখা হবে। সংস্কৃত শ্লোক বা সন্দর্ভগুলির উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা লিপিই ব্যবহার করা হবে। গবেষণা সন্দর্ভটিতে সংস্কৃতগ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদানে 'ৎ' এর পরিবর্তে 'ত্' এর ব্যবহার করা হবে। তবে বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে 'ৎ'-ই ব্যবহৃত হবে। গবেষণা সন্দর্ভটিতে উল্লেখপঞ্জি হিসেবে প্রতিপৃষ্ঠায় পাদটীকা ব্যবহৃত হবে। পাদটীকার ক্ষেত্রে বাংলা অক্ষরে ১২ মাত্রাকৃতি ব্যবহৃত হবে। প্রতি পৃষ্ঠার ওপরে, নীচে ও ডান পাশে ২.৫৪ সেমি

শূন্যস্থান থাকবে। তবে বামপাশে বাঁধাই-এর জন্যে ৩.০০ সেমি জায়গা রাখা হবে। পাদটীকায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় গ্রন্থনাম সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হবে। গবেষণাসন্দর্ভ পাঠের সাবলীলতা রক্ষার জন্য সেই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থনামের বোধসৌকর্যার্থে পূর্ণনামের একটি সূচী প্রদান করা হবে। আলোচ্য গবেষণাসন্দর্ভের শেষে গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী MLA ফরম্যাট-এ গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ন্যায়দর্শনের নিরিখে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচার

শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব আলোচনার পূর্বে ন্যায়দর্শন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার দিকে আমরা নজর রাখব। ভারতবর্ষের দর্শনসমূহের মধ্যে স্থান নির্ণয়ের প্রসঙ্গে ন্যায়দর্শনই একমাত্র প্রথম স্থান দখল করার ক্ষমতা রাখে। ন্যায়দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম, যিনি গোতম বা অক্ষপাদ নামেও পরিচিত। ন্যায়দর্শনে ৫টি অধ্যায়, দশটি আহ্নিক ও ৫২৮টি সূত্র রয়েছে। ন্যায়সূত্রকে উপজীব্য করে পরবর্তীকালে বাত্সায়নের ন্যায়ভাষ্য, উদ্দ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিক তাত্পর্যটীকা ইত্যাদি রচিত হয়েছিল।

ন্যায়দর্শন হল আন্বীক্ষিকী বিদ্যা। অন্বীক্ষা নির্বাহের জন্য প্রকাশিত হওয়ায় ন্যায়দর্শন আন্বীক্ষিকী নামে পরিচিত। আচার্য কৌটিল্য ন্যায়শাস্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলেছেন –

"প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।

আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা"।।[১]

অর্থাত্ ন্যায়শাস্ত্র সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ, সকল কর্মের উপায়স্বরূপ এবং সমস্ত ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ। ন্যায়শাস্ত্র মূলত তর্কশাস্ত্র। তর্কশাস্ত্র প্রমাণকে প্রতিসন্ধানের মাধ্যমে সংশয়ের নিবৃত্তি ঘটায়। মাধবাচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে একে

[১] কৌ. অর্থ. ১/২/২

'অক্ষপাদদর্শন' নামেও অভিহিত করেছেন। ন্যায়শাস্ত্র দু'ভাগে বিভক্ত। যথা – প্রাচীন ন্যায় ও নব্য ন্যায়। প্রাচীন ন্যায় বলতে গৌতমপ্রণীত ন্যায়সূত্রকেই বুঝি এবং নব্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গেশ উপাধ্যায় যিনি প্রমাণসূত্রকে অবলম্বন করে তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থটি লেখেন। ন্যায়সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে ষোলোটি পদার্থের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে প্রথমটি হল প্রমাণ– যা চারভাগে বিভক্ত, যথা – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ- "প্রত্যক্ষানুমানোবমানশব্দাঃ প্রমাণানি"।[২] ন্যায়দর্শনে অন্তিম প্রমাণ হল শব্দপ্রমাণ। নৈয়ায়িকরা তাঁদের নিজের আদলে শব্দ নামক প্রমাণকে উপস্থাপিত করেছেন। সূত্রকার গৌতম বলেছেন– 'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ'[৩] আপ্তব্যক্তির বাক্যই শব্দপ্রমাণ। যিনি যে বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ সেই তত্ত্ব প্রকাশনের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করে থাকেন। সেই ব্যক্তিকেই সেই বিষয়ে আপ্ত বলা হয়। 'আপ্তস্তু যথার্থবক্তা'। অনাপ্ত কোনও ব্যক্তির বাক্য শব্দ প্রমাণ হতে পারে না। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং ইন্দ্রিয়ের অপটুতা এই চারটি দোষ থেকে মুক্ত ব্যক্তিই আপ্ত। আবার মহর্ষি পরেও বলেন- 'আপ্তোপদেশসামর্থ্যাচ্ছব্দাদর্থসম্প্রত্যয়ঃ'।[৪] আপ্তব্যক্তির উপদেশ বা বাক্যরূপ শব্দই শব্দপ্রমাণ। ন্যায়মঞ্জরীকারের মতে অর্থপ্রতীতির করণভূত শ্রোত্রগ্রাহ্য বস্তুই শব্দপ্রমাণ। ন্যায়মতে শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। শব্দ গুণ পদার্থের অন্তর্গত। শব্দ কেবল আকাশেই থাকে। অন্যের বাক্য শুনে আমাদের আকাশস্থ শব্দের শ্রাবণ

---

[২] ন্যায়সূত্র - ১/১/৩

[৩] ন্যায়সূত্র ১/১/৭

[৪] ন্যায়সূত্র - ২/১/৫২

প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। কোনও কোনও আচার্যের মতে বর্ণযুক্ত পদস্থানে ক্রমিক উচ্চার্যমান বর্ণ সমূদায়ের এককালে প্রত্যক্ষ না হওয়ায় ক্রমিক বর্ণানুভবজন্য সংস্কারের সঙ্গে অন্তিম বর্ণের অনুভবরূপ বস্তুর দ্বারা যখন আনুপূর্বী বিশিষ্ট বর্ণবিষয়ক জ্ঞান হয় তখন পদের স্মরণ হয়। কখনও কখনও জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যাসত্তির দ্বারা শব্দের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। শব্দের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানও অনুমিত্যাত্মকজ্ঞান উভয় প্রকারই শাব্দবোধের কারণ হয়ে থাকে। মহর্ষি গৌতম প্রথম আহ্নিকে বেদকর্ত্তা আপ্তব্যক্তির প্রামাণ্যবশতঃ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। কিন্তু শব্দ যদি নিত্য পদার্থ হয় তাহলে বেদরূপ শব্দরাশির কর্তা থাকতে পারে না সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব মত খণ্ডন করে অনিত্যত্বমতের উপস্থাপনপূর্বক বেদের কর্তা আছেন, বেদ অপৌরুষেয় নয়– এটিই তিনি সমর্থন করেছেন। শব্দের নিত্যত্বপক্ষকে খণ্ডনের মাধ্যমে বিশেষ বিচারপূর্বক অনিত্যত্বপক্ষের সমর্থন করাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। শব্দ বিষয়ে বহু বিশেষ বিচার করা হয়ে থাকলেও সামান্যতঃ শব্দ নিত্য না অনিত্য এটিই প্রথমতঃ মহর্ষি বিচার করেছেন। শব্দ নিত্য কি অনিত্য এই বিষয়ে সংশয়ের কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, বিপ্রতিপত্তিই সংশয়ের মূল কারণ। কোনও সম্প্রদায় শব্দকে নিত্য বলেছেন, কোনও সম্প্রদায় আবার অনিত্যও বলেছেন। ভাষ্যকার বিপ্রতিপত্তি বাক্য প্রদর্শন করতে গিয়ে চারটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হল –

ক) বৃদ্ধ মীমাংসকগণের মতে শব্দ আকাশের গুণ, সর্বব্যাপী, নিত্য, উত্পন্ন হয় না। অভিব্যঞ্জকের উপস্থিতিতে নিত্য শব্দের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে।

খ) সাংখ্য সম্প্রদায়গণের মতানুসারে গন্ধ প্রভৃতির আধার পৃথিব্যাদি দ্রব্যে শব্দ উপস্থিত থাকে এবং শব্দ গন্ধাদির ন্যায় পৃথিব্যাদি দ্রব্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে গন্ধাদির মত অভিব্যক্ত হয়। মূলকথা সাংখ্যমতে শব্দ উত্পন্ন হয়ে তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্টীভূত হয় না, গন্ধাদির সঙ্গে মিলিত হয়ে গন্ধাদির ন্যায় অভিব্যক্ত হয়।

গ) বৈশেষিক সম্প্রদায় মনে করেন শব্দ আকাশে উত্পন্ন হয়ে আকাশেই বিনষ্ট হয়। বীচিতরঙ্গের ন্যায় এক শব্দ থেকে অপর শব্দ উৎপন্ন হয়, সেখান থেকে পুনরায় অপর শব্দ উত্পন্ন হয, এরূপে শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করলে শ্রোতা শব্দ শ্রবণ করতে সক্ষম হয়। মূলতঃ বৈশেষিক মতে শব্দ উত্পত্তিবিনাশশীল ও অনিত্য।

ঘ) বৌদ্ধ সম্প্রদায় বস্তুমাত্রকেই ক্ষণিক বলে মনে করেন, অর্থাত্ প্রথম ক্ষণে উত্পন্ন হয়েই দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়। সুতরাং শব্দও এরূপ উত্পত্তিবিনাশশীল হওয়ায় শব্দ অনিত্য। তাঁদের মতে মহাভূতের বিকার - বিশেষ উত্পন্ন হলে শব্দ উত্পন্ন হয়।

ভাষ্যকারোক্ত চারটি মতের মধ্যে প্রথম দুটি মতে শব্দ অভিব্যক্তিধর্মক, শেষের দুই সম্প্রদায়ের মতে শব্দ উত্পত্তিধর্মক। তিনি শব্দের নিত্যত্ব ও

অনিত্যত্ব প্রতিপাদক বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রদর্শন করে এরপর শব্দ নিত্য না অনিত্য সে বিষয়ে স্বীয় মত প্রতিপাদন করেছেন।

২.১. শব্দের অনিত্যত্ব সাধনে নৈয়ায়িকদের মত স্থাপন :

ন্যায়দার্শনিকদের মতে শব্দ অনিত্য। শব্দের অনিত্যত্ব বোঝাতে গিয়ে প্রথম যে সূত্রটির কথা বললেন সেটি হল –'আদিমত্ত্বাদৈন্দ্রিয়কত্বাত্ কৃতকবদুপচারাচ্চ'।।[৫] অর্থাত্ উত্পত্তিমত্ত্বহেতুক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বহেতুক এবং কৃতক অর্থাত্ কার্য বা অনিত্য সুখদুঃখাদির ন্যায় ব্যবহারহেতুক হওয়ায় শব্দ অনিত্য।

আদিমত্ব শব্দের দ্বারা কারণবত্ত্ব বোঝায়। আদি শব্দের অর্থ যোনি। যোনি শব্দের অর্থ এখানে কারণ। যার আদি অর্থাত্ কারণ আছে তা আদিমান্ অর্থাত্ কারণবিশিষ্ট। সংযোগ ও বিভাগরূপ কারণের দ্বারা শব্দের উত্পত্তি ঘটে থাকে সুতরাং শব্দ কারণবিশিষ্ট পদার্থ। সংয়োগ-বিভাগরূপ কারণজন্য হওয়ায় শব্দ অনিত্য। কারণবিশিষ্ট পদার্থমাত্রই অনিত্য।[৬] যেমন – ঘট-পটাদি অনিত্যপদার্থ। 'অনিত্যঃ শব্দঃ' – এটিই মহর্ষির অভিপ্রেত প্রতিজ্ঞাবাক্য। ভাষ্যকারের দ্বারা উক্ত কারণবদনিত্যং দৃষ্টং' মহর্ষির অভিপ্রেত উদাহরণবাক্য। পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের দ্বারা তিনি শব্দের অনিত্যত্বকে সাধন করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের

---

[৫] ন্যায়সূত্র - ২/২/১৩

[৬] আদির্যোনিঃ কারণং আদীয়তেঽস্মাদিতি। কারণবদনিত্যং দৃষ্টং। সংযোগবিভাগজশ্চ শব্দঃ কারণবত্ত্বাদনিত্য ইতি। কা পুনরিয়মর্থদেশনা? কারণবত্ত্বাদিতি উত্পত্তিধর্ম্মকত্বাত্, অনিত্যঃ শব্দ ইতি ভুত্বা ন ভবতি, বিনাশধর্ম্মক ইতি। - ২.২.১৩ নং ন্যা. সূ. ভা.

অবয়ব প্রকরণে ভাষ্যকার শব্দের অনিত্যত্ব প্রদর্শনে পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রদর্শন করেছেন। যথা– সাধর্ম্যহেতু যেখানে প্রযুক্ত সেখানে পঞ্চাবয়ব বাক্য হল –

১) অনিত্যঃ শব্দঃ ইতি প্রতিজ্ঞা

২) উত্পত্তি-ধর্মকত্বাদিতি হেতুঃ।

৩) উত্পত্তি ধর্ম্মকং স্থাল্যাদিদ্রব্যমনিত্যমিত্যুদাহরণম্।

৪) তথা চোত্পত্তিধর্মকঃ শব্দঃ ইত্যুপনয়ঃ।

৫) তস্মাদুত্পত্তিধর্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ ইতি নিগমনম্।

দ্বিতীয় অধিকরণেও তিনি 'উত্পত্তিধর্মকত্বাত্' কেই হেতুবাক্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এখানে 'কারণবত্ত্বাত্' হেতুবাক্যের ব্যাখ্যাই হল 'উত্পত্তিধর্মকত্বাদ্'। 'শব্দ ভূত্বা ন ভবতি' অর্থাত্ উত্পত্তি হয়েও বিদ্যমান থাকে না। শব্দ বিনাশধর্মক। মূলতঃ শব্দ উৎপন্ন হয়েও বিনষ্ট হয় যেহেতু শব্দ উত্পত্তিধর্মক। মহর্ষি শব্দের অনিত্যত্ব সাধনে আদিমত্ব বা উত্পত্তিধর্মকত্বকে হেতু বলেছেন তা শব্দে অবশ্যই সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। শব্দে উত্পত্তি ধর্মকত্ব প্রমাণিত না হলে শব্দে অনিত্যত্ব কখনই সিদ্ধ হতে পারে না। সংযোগ-বিভাগ দ্বারা পূর্বস্থিত নিত্য শব্দ উত্পন্ন না হয়ে অভিব্যক্ত হওয়ায় বিপ্রতিপত্তিবশতঃ সংযোগ-বিভাগ শব্দের উত্পাদক। ফলে শব্দের উত্পত্তিধর্মকত্ব সন্দিগ্ধ বলে পরিগণিত হয়। এক্ষেত্রে মহর্ষি দ্বিতীয় হেতু হিসেবে 'ঐন্দ্রিয়কত্বাত্' ও 'কৃতকবদুপচারাত্' এই দুটিকে উপন্যস্ত করেছেন। যা ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলে বোঝা যায় তাই ঐন্দ্রিয়ক।

শব্দ যখন ঐন্দ্রিয়ক পদার্থ, তা কখনই অভিব্যক্তিধর্মক হতে পারেনা, তা অবশ্যই উত্পত্তিধর্মক। শব্দের উত্পত্তি স্বীকার করলে বীচিতরঙ্গের ন্যায় শব্দ থেকে শব্দান্তরের উত্পত্তিক্রমে শ্রোতার শ্রবণদেশের উত্পন্ন শব্দের সঙ্গে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ায় ঐ শব্দের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। উদ্দ্যোতকর এ প্রসঙ্গে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন - শব্দকে অভিব্যক্তপদার্থ বললে তার সঙ্গে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ কখনওই সম্ভব নয়, কারণ শ্রবণেন্দ্রিয় অমূর্ত পদার্থ সুতরাং তা শব্দস্থানে গমন করতে পারে না।[৭] সুতরাং শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ বলে শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। তাই শব্দ অভিব্যক্তিধর্মক নয়, শব্দ উত্পত্তিধর্ম যুক্ত। সুখ-দুঃখের ন্যায় শব্দের তীব্রতা ও মন্দতারূপ ধর্ম বিরাজমান। মহর্ষি প্রথম হেতুর দ্বারা দ্বিতীয় হেতুকে সমর্থনের মাধ্যমে এবং তৃতীয় হেতুর ব্যাখ্যার দ্বারা শব্দের অনিত্যত্বেরই সাধন করেছেন। উদ্দ্যোতকর মহর্ষির দ্বিতীয় হেতুর সমর্থকরূপে ব্যাখ্যা করলেও তৃতীয় হেতুকে শব্দের অনিত্যত্বের সাধকরূপেই ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি এটিও বলেন যে, ‘কৃতকবদুপচারাত্’ এই অংশের দ্বারা শব্দের অনিত্যত্বসাধক সমস্ত হেতুরই সংগ্রহ হয়ে থাকে। উদ্যোত্কর শব্দের অনিত্যত্বসাধক আরও কয়েকটি হেতুর উল্লেখ করেছেন।[৮]

---

[৭] ‘ইন্দ্রিয়প্রত্যাসত্তিগ্রাহ্য ঐন্দ্রিয়ক ইতি। ততঃ কিম্? যদীন্দ্রিয়প্রত্যাসত্তিগ্রাহ্য ঐন্দ্রিয়কঃ, ততো ন ব্যজ্যতে। ন হি ব্যজমানস্যেন্দ্রিয়েণ প্রাপ্তির্যুক্তা। কথমিতি? শ্রোত্রং তাবত্ শব্দদেশং ন গচ্ছতি অমূর্তত্বাত্।’ – ২.২.১৩ নং ন্যা. সূ. বা.

[৮] অত্র প্রয়োগঃ। অনিত্যঃ শব্দঃ তীব্রমন্দবিষয়ত্বাত্ সুখদুঃখবদিতি। কৃতকবদুপচারাদিত্যানেন সূত্রেণ সর্ব্বানিত্যত্বধর্মসাধনসংগ্রহঃ, কৃতকবদ্গ্রহণস্যোদাহরণার্থত্বাত্, যথা

উত্পত্তিধর্মকত্ব সমর্থন করতে গিয়ে ভাষ্যকার পুনরায় একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন ব্যঞ্জকের সাথে একদেশস্থ হয়ে রূপাদি যেমন অভিব্যক্ত হয়ে থাকে শব্দও কি তদ্রূপ অভিব্যক্ত হয়? এর উত্তরে ভাষ্যকার ধ্বনিরূপ শব্দকেই উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করে উত্তর প্রদান করেছেন। কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগকে শব্দবিশেষের উত্পাদক নিশ্চিতরূপে বলা হয়ে থাকে। কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগ থেকে যে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয় অর্থাত্ এক শব্দ থেকে অপর শব্দ, অপর শব্দ থেকে অপর শব্দ উত্পন্ন হয়, সেই শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সন্নিকর্ষ হওয়ায় শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। নিত্যশব্দ পূর্ব থেকেই উপস্থিত, কাষ্ঠ-কুঠারের সংযোগবশতঃ অভিব্যক্ত হয় একথা বলা যায় না। কারণ শব্দের শ্রবণকালে কাষ্ঠ-কুঠারের সংযোগ থাকে না। সুতরাং ঐ সংযোগকে শব্দের অভিব্যঞ্জক বলা যায় না, শব্দের উত্পাদকই বলতে হয়। ভাষ্যকার ধ্বনিরূপ শব্দস্থানে শব্দব্যঞ্জকতা খণ্ডন করে, বর্ণাত্মক শব্দস্থানেও কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাত বর্ণের ব্যঞ্জক না হয়ে উত্পাদক হয়, তা প্রতীত করেছেন।[৯] শব্দ যদি নিত্য হত তাহলে সব শব্দ একই প্রকার হত। যেমন – আকাশ সর্বত্র একরূপ। সুতরাং এই তারতম্যের জন্য স্বীকার করে

সামান্যবিশেষবতোঽস্মদাদিবাহ্যকরণপ্রত্যক্ষত্বাত্ উপলভ্যস্যানুপলব্ধিকারণাভাবে সত্যনুপলব্ধি গুণস্য সতোঽস্মদাদিবাহ্যকরণপ্রত্যক্ষত্বমিত্যেবমাদি। - ২.২.১৩ নং ন্যা. সূ. বা.

[৯] সংযোগনিবৃত্তৌ শব্দগ্রহণান্ন ব্যঞ্জকেন সমানদেশস্য গ্রহণং দারুত্রাশ্চনে দারু-পরশু-সংযোগনিবৃত্তৌ দূরস্থেন শব্দ গৃহ্যতে, ন চ ব্যঞ্জকভাবে ব্যঙ্গ্যগ্রহণং ভবতি, তস্মান্ন ব্যঞ্জকং সংযোগঃ। উত্পাদকে তু সংযোগ সংযোগজাত্ শব্দাত্ শব্দসন্তানে সতি শ্রোত্র প্রত্যাসন্নস্য গ্রহণমিতি যুক্তং সংযোগনিবৃত্তৌ শব্দস্য গ্রহণমিতি- ২.২.১৩ নং ন্যা. সূ. ভা.

নিতে হবে যে শব্দ অনিত্য অর্থাত্ কার্য। প্রতিটি কার্যের কারণ থাকে। শব্দ যেহেতু কার্য তাই শব্দের সংযোগ বিভাগরূপ কারণ আছে। ন্যায়মঞ্জরীকারের মতে প্রযত্ন দ্বারা প্রেরিত হওয়ায় শব্দ উদরস্থ বায়ুর সংয়োগ বিভাগের দ্বারা উপলভ্যমান হয়ে থাকে, তাই শব্দ কার্য – "প্রযত্নৈপ্রেরিতপৌষ্ঠমারুত সংয়োগবিভাগানন্তরমুবলধ্যমানঃ শব্দস্তত্কার্য এবেতি গম্যতে। (ন্যা. ম. পৃ. ৪৬২)

২.২. পূর্বপক্ষীদের মতামত খণ্ডন দ্বারা নৈয়ায়িকদের শব্দের অনিত্যত্ব উপস্থাপন :

উপরি-উক্ত হেতুত্রয় দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব স্থাপিত হলেও পূর্বপক্ষীগণ সমস্ত হেতুর বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন। ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে– 'ন ঘটাভাবসামান্যনিত্যত্বানিত্যেষ্বপ্যনিত্যবদুপচারাচ্চ'।[১০] অর্থাত্ পূর্বোক্ত তিন হেতু অনিত্যত্বের সাধক নয়। ঘটাভাব ও সামান্যের অর্থাত্ ঘটধ্বংস ও ঘটত্বাদি জাতির নিত্যত্ব আছে এবং নিত্য পদার্থও অনিত্য পদার্থের আচরণ করে। প্রথম যে হেতুর বিপক্ষে পূর্বপক্ষী মতামত দিয়েছেন তা হল –

ক) আদিমত্ব – উত্পন্ন বস্তুমাত্রই বিনাশী ধর্মযুক্ত একথা সঠিক নয়। আদিমত্ব অনিত্যত্বের ব্যভিচারী। আদিমত্ব বলতে মহর্ষির উত্পত্তিধর্মকত্বই বিবক্ষিত। ঘটের অবয়ব কপাল ও কপালিকা নামক দ্রব্য ঘটের সমবায়ী কারণ। কারণদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হলে ঘট জন্মে, বিভাগ হলে ঘট ধ্বংসীভূত হয়।

[১০] ন্যা. সূ. - ২.২.১৪

ঘটধ্বংস কারণ বিভাগজন্য তাই এতে উত্পত্তিধর্মকত্ব বিদ্যমান। যে ঘটের ধ্বংস হয় তার কখনও পুনরুত্পত্তি সম্ভব নয় তাই ঘটধ্বংসের ধ্বংস অসম্ভব। তাই তা অবিনাশী। ঘটধ্বংসে অবিনাশীরূপ নিত্যত্বই আছে অনিত্যত্ব নেই। সুতরাং উত্পত্তিধর্মকত্বরূপ হেতু ঘটধ্বংসে ব্যভিচারী।[১১]

খ) দ্বিতীয় হেতু হল – ঐন্দ্রিয়কত্ব। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ গ্রাহ্যত্বই ঐন্দ্রিয়কত্ব। এখানে ঘটত্ব, পটত্ব, গোত্ব প্রভৃতি জাতির নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে ঐ জাতিতে ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতুর ব্যভিচার সূচনা করেছে। ঐন্দ্রিয়কত্ব অনিত্যত্বের ব্যভিচারী। ন্যায়াচার্যগণও ঘটত্ব-পটত্বাদি পদার্থকে জাতি ও সামান্য বলে উল্লেখ করে ঐ জাতিকে নিত্য পদার্থ বলে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। ঘটত্ব, পটত্ব, গোত্ব জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হলেও এদের প্রত্যক্ষ হওয়ায় নিত্যত্ব এখানে স্বীকার্য।[১২]

গ) তৃতীয় হেতু অনিত্য পদার্থের ন্যায় ব্যবহার, নিত্য পদার্থেও হয়ে থাকে। সুতরাং অনিত্য পদার্থের ন্যায় শব্দের তীব্র মন্দাদির ব্যবহার হওয়ায় শব্দ অনিত্য – এই যুক্তিও সমীচীন নয়। নিত্যপদার্থেও অনিত্য পদার্থের ব্যবহার দেখা যায়।

---

[১১] ন খলু আদিমত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ। কস্মাত্? ব্যভিচারাত্। আদিমতঃ খলু ঘটাভাবস্য দৃষ্টং নিত্যত্বং কথমাদিমান্? কারণবিভাগেভ্যো হি ঘটো ন ভবতি। কথমস্য নিত্যত্বং? সোঽসৌ কারণবিভাগেভ্যো ন ভবতি, ন তস্যাভাবো ভাবেন কদাচিন্নিবর্ত্ততে ইতি- ২.২.১৪ নং ন্যা. সূ. ভা.

[১২] যদ্যপ্যৈন্দ্রিয়কত্বাদিতি, তদপি ব্যভিচরতি, ঐন্দ্রিয়কঞ্চ সামান্যং নিত্যঞ্চেতি - ২.২.১৪ নং ন্যা. সূ. ভা.

বৃক্ষের প্রদেশ, কম্বলের প্রদেশ এরূপ ব্যবহার হয়ে থাকে।[১৩] আত্মা ও আকাশ নিত্য পদার্থ। কিন্তু আত্মার প্রদেশ ও আকাশের প্রদেশ এইরূপ ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। সুতরাং আত্মা ও আকাশে বৃক্ষ ও কম্বল প্রভৃতি অনিত্যদ্রব্যের ন্যায় প্রদেশ ব্যবহার দেখা যায়। অতএব অনিত্যের ন্যায় ব্যবহার হলেই তাকে অনিত্য বলা যায় না। অতএব পূর্বসূত্রোক্ত উত্পত্তিধর্মকত্ব প্রভৃতি হেতুত্রয় অনিত্যত্বের সাধক না হওয়ায় পূর্বপক্ষ মনে করেন যে, উক্ত হেতুত্রয় অনিত্যত্বের ব্যাভিচারী।

২.৩. পূর্বপক্ষীয় যুক্তি খণ্ডনে নৈয়ায়িকদের স্বকীয়যুক্তি প্রদর্শন:

পূর্বপক্ষীর তিনরকমের আপত্তির উত্তর নৈয়ায়িকগণ যথাক্রমে যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন নিম্নে তা উল্লিখিত হল – প্রথমেই যে সূত্রটি মহর্ষি উল্লেখ করেছেন – 'তত্ত্বভাক্তয়োর্নানাত্বস্য বিভাগাদব্যভিচারঃ'।[১৪]

এই সূত্রটির মাধ্যমে পুর্বসূত্রোক্ত ব্যভিচারের নিরাস করেছেন। তিনি বলেছেন মুখ্য পদার্থই নিত্য পদার্থের তত্ত্ব, গৌণ পদার্থ নয়। গৌণনিত্যত্বকে ভাক্ত নিত্যত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। যে পদার্থ উত্পত্তিশূন্য তার বিনাশশূন্যতাই নিত্যপদার্থের তত্ত্ব এবং সেটিই মুখ্য নিত্যত্ব। ঘটধ্বংসে এই মুখ্যনিত্যত্ব নেই। ধ্বংসপদার্থ উত্পত্তিধর্মক সুতরাং ধ্বংসের অবিনাশিত্ব মুখ্যনিত্যত্ব হতে পারে না। ধ্বংসে অবিনাশিত্বরূপ ভাক্তনিত্যত্ব থাকায ধ্বংস নিত্য এরূপ জ্ঞান আমাদের হয়ে

[১৩] যদপি কৃতকবদুপাচরাদিতি, এতদপি ব্যভিচরতি, নিত্যেষ্বনিত্যবদুপচারো দৃষ্টঃ, যথা হি ভবতি বৃক্ষস্য প্রদেশঃ, কম্বলস্য প্রদেশঃ, এবমাকাশস্য প্রদেশঃ, আত্মনঃ প্রদেশ ইতি ভবতীতি২.২.১৪ নং ন্যা. সু. ভা.

[১৪] ন্যা. সূ. - ২.২.১৫

থাকে। বস্তুর ধ্বংসের ধ্বংস না থাকায় ধ্বংস অবিনাশী পদার্থ। ধ্বংসে আকাশাদি নিত্যপদার্থের অবিনাশিত্বরূপ সাদৃশ্য থাকায় ওই সাদৃশ্যবশতঃ ধ্বংস নিত্য – এরূপ জ্ঞানের প্রয়োগ দেখা যায়'। বস্তুতঃ ধ্বংস নিত্যপদার্থ নয়। ধ্বংসের নিত্যত্ব ব্যবহার ভাক্ত বা গৌণ। উদ্দ্যোতকর বলেছেন যে, প্রাগভাবের উত্পত্তি হয় না এবং ধ্বংসের বিনাশ হয় না; এজন্য প্রাগভাব ও ধ্বংস উভয়ের সঙ্গে গগনাদি নিত্য পদার্থের সাদৃশ্য থাকায় উভয়কেই নিত্য বলে মনে করা হয় কিন্তু ওই উভয়ই নিত্য নয়।[১৫] সূত্রকারও মুখ্যনিত্যত্ব ও ভাক্তনিত্যত্বের মধ্যে ভেদ জ্ঞাপন করে শব্দে মুখ্যনিত্যত্বের অভাবকে ফুটিয়ে তুলে শব্দের অনিত্যত্বকেই সাধন করেছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির উত্তরের ব্যাখ্যা করে 'তত্র যথা জাতীয়কঃ শব্দঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা শব্দের সজাতীয় কোনও জন্য পদার্থে নিত্যত্ব নেই একথা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[১৬] মুখ্যনিত্যত্বের অভাবই অনিত্যত্ব তিনি একথা বলেননি। ধ্বংসে ব্যভিচারের কোনো আশঙ্কাও তিনি করেননি। ভাষ্যকারের মূলবক্তব্য হল উৎপত্তি-পদার্থ ধংসে না থাকায়, ধ্বংসে উত্পত্তিধর্মকত্ব হেতুর অভাব দেখা যায়। ফলস্বরূপ ধ্বংসে হেতু নেই, সুতরাং তাতে অবিনাশিত্বরূপ অনিত্যত্বসাধ্য না

---

[১৫] কথং তর্হি নিত্য ইতি? নিত্য ইব ইত্যুচ্যতে ভক্ষ্যাকা পুনরিয়ং ভক্তিঃ? প্রাগভাবস্য কারণাভাবঃ, প্রধ্বংসভাবস্যাবিনাশঃউভয়ং চৈতত্ নিত্যবিষয়মিতিএতত্সামান্যাত্ নিত্য ইব নিত্যো ন পুনর্নিত্য ভবতি। ২.২.১৫ নং ন্যা. সূ. বা.

[১৬] তত্র যথা জাতীয়কঃ শব্দো ন তথা জাতীয়কং কার্য্যং। কিঞ্চিন্নিত্যং দৃশ্যত ইত্যব্যভিচারঃ - ২.২.১৫ নং ন্যা. সূ. ভা.

থাকলেও ব্যভিচার হয় না। এরপর দ্বিতীয় যে সূত্রটির অবতারণা ন্যায়দর্শনে উল্লিখিত হয়েছে সেটি হল - 'সন্তানানুমানবিশেষণাত্'।[১৭]

অর্থাত্ শব্দসন্তানের অনুমানে বিশেষ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই নিত্য পদার্থেও ব্যভিচার নেই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব অনুমান করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের মাধ্যমে গ্রাহ্যত্বপ্রযুক্ত শব্দের সন্তানের অনুমান করে তার দ্বারা প্রযুক্ত শব্দের অনিত্যত্ব অনুমান করতে হবে।[১৮] সুতরাং অনিত্যত্ব অনুমানে ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতু না হওয়ায় ঘটত্ব পটত্ব জাতিরূপ নিত্য পদার্থেও ব্যভিচার নেই। ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব সাধন না করে অভিব্যক্তির নিষেধ করা হয়। উদ্দ্যোতকর এ বিষয়ে একই মতামত পোষণ করে বলেছেন - যে ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যতা সাধন করা যায় না, কিন্তু শব্দের অভিব্যক্তির নিষেধ করে। শব্দ অভিব্যক্তিধর্ম্মক নয় সেটি সিদ্ধ হলেই শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়ে যায়।[১৯] শব্দের উত্পত্তিধর্মকত্ব হেতুর দ্বারাই শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হবে। ভাষ্যকারের মতানুসারে ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতুর সাধ্য কি? যদি বলা যায় যে, ঘটত্ব পটত্বাদি জাতিতে উত্পত্তিধর্মকত্ব সাধ্যের অভাব, অভিব্যক্তিধর্মকত্বভাবযুক্ত সাধ্যের অভাব এবং এর সন্তান না থাকায় সন্তান সাধ্যের অভাব হওয়ায়

---

[১৭] ন্যা. সূ. ২.২.১৬

[১৮] নিত্যেষ্বপ্যব্যভিচার ইতি প্রকৃতং নেন্দ্রিয়গ্রহণসামর্থ্যাত্ শব্দস্যানিত্যত্বং, কিং তর্হি? ইন্দ্রিয়প্রত্যাসত্তিগ্রাহ্যত্বাত্ সন্তানানুমানং তেনানিত্যত্বমিতি। ২.২.১৬ নং ন্যা. সূ. ভা.

[১৯] ন বয়মৈন্দ্রিয়কত্বাদিত্যনেন শব্দনিত্যতাং সাধয়ামঃ। অপি তু ঐন্দ্রিয়কত্বাদিত্যনেনশব্দস্য ব্যক্তিং প্রতিষেধামঃ। ন হি ব্যজমানস্যৈন্দ্রিয়কত্বং যুক্তমিতি পুরস্তাদুক্তম্ – ২.২.১৬ নং ন্যা. সূ. বা.

ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ গ্রাহ্যত্ব হেতুর দ্বারা সন্তানসাধ্যক অনুমান করতে হবে, তাহলেও বক্তব্য পরিষ্কৃত হয় না। মহর্ষি গৌতমের বক্তব্য হল - ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টত্বই সাধ্য। শব্দ যখন ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষগ্রাহ্য, তা অবশ্যই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট হবে। মহর্ষি গৌতম পূর্বেই স্বীকার করেছেন শব্দ বীচিতরঙ্গের মাধ্যমে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন হয়। শব্দের ঐরূপ উত্পত্তিই হল শব্দসন্তান যার দ্বারা শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে সক্ষম। সামান্যতঃ ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ অনুমান করলেই, শব্দে উত্পত্তিধর্মকত্ব সিদ্ধ হবে। তখন তার দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়ে যায়।

তৃতীয় আপত্তির উত্তরে সূত্রকার ন্যায়দর্শনে বলেছেন – 'কারণদ্রব্যস্য প্রদেশশব্দেনাভিধানাত্'।[২০]

অর্থাত্ প্রদেশ শব্দের দ্বারা কারণদ্রব্যের অভিধান হয়ে থাকে। নিত্যদ্রব্য আকাশ ও আত্মার কারণদ্রব্যরূপ প্রদেশ নেই। সুতরাং উভয়ের ক্ষেত্রে প্রদেশ ব্যবহার যথার্থ নয়। অতএব আত্মা ও আকাশে বৃক্ষাদি অনিত্য পদার্থের ন্যায় যথার্থ প্রদেশ ব্যবহার না হওয়ায় এবং তাতে কোনো কারণ না থাকায়, পূর্বোক্ত হেতুতে ব্যভিচার হয় না।[২১] মহর্ষি তৃতীয় হেতুতে বলেছেন অনিত্য পদার্থের ন্যায় ব্যবহার। অনিত্য সুখ-দুঃখে যেমন তীব্রতা ও মন্দত্বের ব্যবহার হয়, সেরূপ শব্দেও তীব্রত্ব

---

[২০] ন্যা. সূ. ২.২.১৭

[২১] এবমাকাশপ্রদেশঃ আত্মপ্রদেশ৷ ইতিনাত্রাকাশাত্মনোঃ কারণদ্রব্যমভিধীয়তে যথা কৃতকস্য কথং হ্যবিদ্যমানমভিধীযতে? অবিদ্যমানতা চ প্রমাণতোঽনুপলব্ধেঃ- ২.২.১৭ নং ন্যা. সু. ভা.

ও মন্দত্বের ব্যবহার হয়। তাই সুখদুঃখের ন্যায় শব্দও অনিত্য। ন্যায়মঞ্জরীকারও এই বিষয়ে সহমত পোষণ করে বলেছেন – "তীব্রমন্দবিভাগাভি ভবাদি ব্যবহারদর্শনাত্ সুখদুঃখাদিবত্ অনিত্যঃ শব্দ ইতি দর্শিতং" (ন্যা. ম., পৃ. ৪৮০) ভাষ্যকার এই হেতুর দ্বারা শব্দ উত্পত্তিধর্মক, অভিব্যক্তিধর্মক নয় তা সিদ্ধ করেছেন। মহর্ষি ব্যভিচার প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেছেন – যে নিত্য পদার্থেও যখন অনিত্য পদার্থের ন্যায় ব্যবহার হয় তখন অনিত্যপদার্থের ন্যায় ব্যবহার অনিত্যত্বের সাধক হয়না, তা সঙ্গত নয়। উদাহরণস্বরূপ হিসাবে বলেছেন- বৃক্ষের প্রদেশ, কম্বলের প্রদেশ এরূপ প্রয়োগ যেমন দেখা যায় ঠিক তেমনই আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ এরূপ প্রয়োগও দেখা যায়। সুতরাং আকাশাদি নিত্য পদার্থেও অনিত্য বৃক্ষাদির প্রদেশ ব্যবহার হওয়ায় পূর্বোক্ত হেতু ব্যভিচারী হিসাবে গণ্য হয়। সূত্রকার ও ভাষ্যকার উভয়েই নিত্য দ্রব্যের প্রদেশ ব্যবহারকে গ্রহণ করেই পূর্বোক্ত চতুর্দশ সূত্রের তৃতীয় হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করেছেন।

প্রদেশ শব্দের দ্বারা কারণদ্রব্য বোঝায়। বৃক্ষের প্রদেশ বললে, বৃক্ষের কারণদ্রব্য শাখাদি অবয়বকে বোঝায়। আকাশও আত্মা নিত্য দ্রব্য। এদের কোনো কারণ নেই। তাই আকাশ ও আত্মা প্রদেশহীন। যা নেই অর্থাত্ অবিদ্যমান – তা প্রদেশ শব্দ দ্বারা বোঝা যায় না। ভাষ্যকার বলেছেন প্রমাণের দ্বারা আকাশ ও আত্মার প্রদেশ উপলব্ধি করা যায় না। কোন পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের সঙ্গে আকাশের সংযোগ হলে ঐ সংযোগ সমস্ত আশ্রয় ব্যাপ্ত করতে পারে না। যেমন দুটি আমলকীর সংযোগ হলে ঐ সংযোগ ওই আমলকীর সর্বাংশকে ব্যাপ্ত করতে সক্ষম নয়। তাই

বিশ্বব্যাপী আত্মা ও আকাশের সঙ্গে ঘটাদি দ্রব্যের সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি।[২২] উদ্দ্যোতকর বলেছেন যে, প্রদেশবিশিষ্ট ঘটাদি দ্রব্যের মত আকাশাদির সংযোগও অব্যাপ্যবৃত্তি, এজন্য আকাশাদি দ্রব্য প্রদেশবিশিষ্ট ঘটাদি দ্রব্যের সদৃশ। ওই সাদৃশ্যরূপ 'ভক্তি' বশতঃ ঘটাদিদ্রব্যে প্রদেশ শব্দের ন্যায় আকাশাদি দ্রব্যেও প্রদেশ শব্দের প্রয়োগ হয়।[২৩] ঘটাদি জন্য দ্রব্যের সঙ্গে আকাশাদি নিত্যদ্রব্যের সাদৃশ্য রয়েছে। ওই সাদৃশ্যপ্রযুক্ত ঘটাদি দ্রব্যের ন্যায় আকাশাদি দ্রব্যের প্রদেশ ব্যবহার হয়ে থাকে। অর্থাত্ আকাশাদির প্রদেশ বললে প্রদেশ শব্দের দ্বারা ঘটাদি দ্রব্যের সংযোগের ন্যায়, ঘটাদি দ্রব্যের সঙ্গে আকাশাদি দ্রব্যের সংযোগ যে অব্যাপ্যবৃত্তি তা বোঝা যায়। অতএব ঘটাকাশ, পটাকাশ, রামের আত্মা, শ্যামের আত্মা এইভাবে নিত্য আকাশও নিত্য আত্মার যেভাবে অংশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা শুধুমাত্রই কল্পনা। বস্তুতঃ নিত্য আকাশাদির কোনো অংশ নেই। অনিত্য বৃক্ষ, পশু প্রভৃতির অংশের স্থানান্তর ঘটানো সম্ভব কিন্তু আকাশ বা আত্মার সম্ভব

---

[২২] কিং তর্হি তত্রাভিধীযতে? সংযোগস্যাব্যপ্যবৃত্তিত্বং পরিচ্ছিন্নেন দ্রব্যেণাকালস্য সংযোগোনাকাশং ব্যাপ্নোতি, অব্যাপ্য বর্ত্তত ইতি, তদস্য কৃতকেন দ্রব্যেন সামান্যং, ন হ্যামলকয়োঃ সংযোগ আশ্রয়ং বাপ্নোতি, সামান্যকৃতা চ ভক্তিরাকাশস্য প্রদেশ ইতি। অনেনাত্মপ্রদেশো ব্যাখ্যাতঃ। সংযোগবচ্চ শব্দবুদ্ধ্যাদীনামব্যাপ্যবৃত্তিত্বমিতি- ২.২.১৭ নং ন্যা. সূ. ভা.

[২৩] সংযোগস্যাব্যাপ্যবৃত্তিত্বে প্রদেশশব্দেনাভিধীয়মানে ন লোকবিরোধঃ। যস্মাত্ যত্তত্ সংযোগস্যাব্যাপ্যবৃত্তিত্বং তত্ প্রদেশশব্দেনাভিধীয়তে। এতচ্চ প্রদেশবত্তা দ্রব্যেণাকালসামান্যম্ – ২.২.১৭ নং ন্যা. সূ. বা.

নয়। তাই ঘটাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতি দৃষ্টান্তের নিত্যপদার্থেও অনিত্যপদার্থের ন্যায় যে ব্যবহার দেখা যায় – এরূপ আপত্তি ভুল।

প্রতিপক্ষের যুক্তি নস্যাত্ করে মহর্ষি গৌতম শব্দের অনিত্যত্ব স্থাপনের জন্য বলেছেন, যেহেতু শব্দের উচ্চারণের পূর্বে উপলব্ধি হয় না এবং কোনো আবরণাদিরও উপলব্ধি হয় না তাই শব্দ অনিত্য। শব্দ যদি নিত্য হত তাহলে অবশ্যই উচ্চারণের পূর্বে বিদ্যমান থাকত। পূর্বপক্ষবাদী এক্ষেত্রে বলে থাকেন উচ্চারণের পূর্বে শব্দ বিদ্যমান এবং তা কোন পদার্থ কর্ত্তৃক আবৃত থাকে, আবরণরূপ প্রতিবন্ধকতাবশতঃই শব্দের শ্রবণ হয়ে না। এতদ্ প্রসঙ্গে মহর্ষি বলেন আবরণাদির উপলব্ধি না হওয়ায় আবরণাদির উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায় না। তাই উচ্চারণের পূর্বে শব্দের উপলব্ধি হয় না এবং আবরণাদিরও উপলব্ধি হয় না।[২৪] শব্দে উচ্চারণের পূর্বে যদি শব্দের অনুপলব্ধির প্রযোজক আবরণাদি থাকত, তাহলে তা প্রমাণের দ্বারা অবশ্যই উপলব্ধ হত।

এ প্রসঙ্গে তিনি যে সূত্রের উপস্থাপনা করেছেন তা হল – "প্রাগুচ্চারণাদনুপলব্ধেরাবরণাদ্যনুপলব্ধেশ্চ"।[২৫]

---

[২৪] প্রাগুচ্চারণান্নাস্তি শব্দঃ কস্মাত্? অনুপলব্ধেঃ। সদোঽনুপলব্ধিরাবরণাদিভ্য, এতন্নোপপদ্যতে, কস্মাত্? আবরণাদীনামনুপলব্ধিকরণনামগ্রহনাত্। অনেনাবৃতঃ শব্দোঃ নোপলভ্যতে, অসন্নিকৃষ্টশ্চেন্দ্রিয ব্যবধানাদিত্যেবমাদ্যনুপলব্ধিকারণং ন গৃহ্যত ইতি, সোঽয়মনুচ্চারিতো নাস্তীতি- ২.২.১৮ নং ন্যা. সূ. ভা.

[২৫] ন্যা. সূ. ২.২.১৮

মীমাংসকগণ এখানে নিজস্ব যুক্তি উল্লেখ করে বলেন – উচ্চারণই বর্ণাত্মক শব্দের ব্যঞ্জক, উচ্চারণের পূর্বে ওই ব্যঞ্জক না থাকায় বিদ্যমান শব্দের শ্রবণ হয় না। নৈয়ায়িকরা উচ্চারণ পদার্থটিকে সংযোগ বিশেষ ছাড়া অন্য কিছু নয় বলে উল্লেখ করেছেন। শব্দ বলার ইচ্ছার উৎপত্তি হলে বিবক্ষাবশতঃ বক্তার প্রযত্ন উত্পন্ন হয়। এই প্রযত্ন উদরমধ্যস্থ বায়ুকে প্রেরণ করে, বায়ু কর্তৃক কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানের যে প্রতিঘাত হয় তাই উচ্চারণ পদার্থ হিসেবে চিহ্নিত হয়। মীমাংসকরা প্রতিঘাতরূপ উচ্চারণকেই বর্ণাত্মক শব্দের ব্যঞ্জক বলেছেন।[২৬] বস্তুতঃ সংযোগ বিশেষকেই বর্ণের ব্যঞ্জক বলে স্বীকার করলেও সংযোগ শব্দের ব্যঞ্জক হতে পারে না। কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগ নিবৃত্ত হলেও ধ্বনিরূপ শব্দের শ্রবণ হয়ে থাকে, শব্দ শ্রবণের অব্যবহিত পূর্বে কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগ বিদ্যমান না থাকায় তা শব্দের ব্যঞ্জক বা শ্রবণরূপ অভিব্যক্তির কারণ হতে পারে না। ঠিক তেমনই কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে পূর্বোক্ত বায়ুবিশেষের যে বিলক্ষণ সংযোগ তাও বর্ণাত্মক শব্দ শ্রবণের অব্যবহিত পূর্বে না থাকায় ওই শব্দের ব্যঞ্জক হতে পারে না। শব্দের শ্রবণকেই শব্দের অভিব্যক্তি ও তার কারণবিশেষকেই শব্দের ব্যঞ্জক বলতে হবে। অতএব শব্দ অনিত্য। উদ্দ্যোতকর সূত্রার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে এখানে বলেছেন, যে

---

[২৬] উচ্চারণমস্য ব্যঞ্জকং তদভাবাত্ প্রাগুচ্চারণাদনুপলব্ধিরিতি। কিমিদমুচ্চারণং নামেতি। বিবক্ষাজনিতেন প্রযত্নেন কৌষ্ঠস্য বায়োঃ প্রেরিতস্য কণ্ঠতাল্বাদিপ্রতিঘাতঃ যথাস্থানং প্রতিঘাতাদ্বর্ণাভিব্যক্তিরিতি- ২.২.১৮ নং ন্যা. সূ. ভা.

যুক্তির দ্বারা ঘটাদিপদার্থ অনিত্য, ওই একই যুক্তির দ্বারা শব্দও ঘটাদি পদার্থের ন্যায় অনিত্য এবং এটি উভয়পক্ষ সম্মত।[২৭]

উচ্চারণের পূর্বে শব্দ থাকে না, তেমনি উচ্চারণ নিবৃত্তি ঘটলে শব্দ পুনরায় শ্রুত হয় না। পূর্বে অবিদ্যমান শব্দ কারণবশতঃই শ্রুয়মান হয়, তা অনুমানের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় তাই শব্দ উত্পত্তিধর্মক। উচ্চারণের পর শব্দ বিনষ্টীভূত হয় তাই শব্দ বিনাশধর্মক।[২৮] উত্পত্তি-বিনাশ ধর্মকত্বই শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করে থাকে।

২.৪. শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদনে পূর্বপক্ষী ও নৈয়ায়িকগণের তুলনামূলক আলোচনা:

[২৭] যচ্চোভয়পক্ষসংপ্রতিপন্নং ঘটাদ্যনিত্যত্বেন, তেন চানুযোজ্যা ইতি। যদিদমনিত্যং ঘটাদি ভবদ্ভিঃ প্রতিপদ্যতে, তত্ কথমনিত্যমিতি? স এবমনুযুক্তো যদি ঘটাদ্যনিত্যত্বে ন্যায়ং ব্রবীতি স শব্দেঽপ্যস্তীতি সুত্রম্। সতোঽনুপলব্ধিকারণাভাবে কদাচিদুপলব্ধেরনিত্যঃ শব্দ ইতি সূত্রার্থঃ- ২.২.১৮ নং ন্যা. সূ. বা.

[২৮] সোঽয়মুচ্চার্য্যমাণঃ শ্রুয়তে, শ্রূয়মাণশ্চাভূত্বা ভবতীত্যনুমীয়তে। উস্মাষ্ণোচ্চারণান্ন শ্রুয়তে, স ভূত্বা ন ভবতি, অভাবান্ন শ্রুয়তে ইতি। কথং আবরণাদ্যনুপলব্ধেরি ত্যুক্তং। তস্মাত্ উত্পত্তি তিরোভাব-ধর্ম্মকঃ শব্দ ইতি - ২.২.১৮ নং ন্যা. সূ. ভা.

মহর্ষি গৌতম শব্দকে যারা নিত্য হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন তাঁদের হেতু কি সে বিষয়ে মীমাংসকদের মত উল্লেখ করে বলেছেন – 'অস্পর্শত্বাত্'।[২৯]

অর্থাত্ যা স্পর্শশূন্য, তা সবই নিত্য যেমন আকাশ, শব্দও আকাশের ন্যায় স্পর্শশূন্য। শব্দ স্পর্শহীন। অস্পর্শতাজ্ঞাপক এই হেতুবাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে শব্দে স্পর্শের অভাব। অতএব শব্দ নিত্য।[৩০] আকাশে স্পর্শ না থাকায় আকাশ নিত্য। স্পর্শহীন হলেই যে পদার্থ নিত্য, এইরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় হওয়ায় অস্পর্শতা হেতুর দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকরা বলছেন 'অস্পর্শত্বাত্' হেতুবাক্যের দ্বারা সাধ্যসাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত উদাহরণ পাওয়া যায় না। কারণ যা যা স্পর্শশূন্য তাই নিত্য, তা বলা যায় না, যেহেতু কর্ম স্পর্শশূন্য হয়েও নিত্য নয়।[৩১] 'অস্পর্শত্ব' কর্মে আছে, কিন্তু তাতে নিত্যত্ব সাধ্য না থাকায় অস্পর্শত্ব নিত্যত্বের ব্যভিচারী। যা স্পর্শবান্, তাই নিত্য একথাও বলা যায় না কারণ স্পর্শবান হয়েও পরমাণু নিত্য।[৩২] অতএব অস্পর্শতা হেতুবাক্য হিসাবে গৃহীত না হওয়ায় শব্দ অনিত্য হিসেবেই চিহ্নিত হল। কিন্তু শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ববোধক বিপ্রতিপত্তিযুক্ত - এরূপ সংশয় রয়েছে তা প্রমাণিত হওয়ায় শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষিত হয়েছে। বিপ্রতিপত্তির ক্ষেত্রে মূল পরপক্ষের অর্থাত্ শব্দের নিত্যত্ব পক্ষের হেতু জিজ্ঞাস্য এবং শব্দের অনিত্যত্বপক্ষের সমর্থন করতে

---

[২৯] ন্যা. সূ. - ২.২.২২

[৩০] অস্পর্শমাকাশং নিত্যং দৃষ্টমিতি, তথা চ শব্দ ইতি - ২.২.২২ নং সূত্রভাষ্য

[৩১] ন কর্ম্মানিত্যত্বাত্ - ন্য. সূ. - ২.২.২৩

[৩২] নানুনিত্যত্বাত্ – ন্যা. সূ. - ২.২.২৪

হলে পরপক্ষের হেতুর দোষ প্রদর্শন করা আবশ্যক। এখানে অনিত্যঃ শব্দঃ এরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বারা শব্দ নিত্যতাবাদিগণ অস্পর্শত্বাত্ হেতুবাক্য প্রয়োগ করেন। হেতুবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় শব্দ নিত্য।[৩৩] এরপর পুনরায় প্রশ্ন উপস্থাপন করে নৈয়ায়িক বলেছেন শব্দের নিত্যত্ব অনুমানে অস্পর্শত্ব হেতু না হলে কোন্ বিষয়কে হেতু হিসাবে গণ্য করা হবে? পূর্বপক্ষীর দ্বারা উল্লিখিত মহর্ষি গৌতম যে হেতুর কথা এবার তুলে ধরেছেন তা হল – 'সম্প্রদানাত্'।[৩৪]

অর্থাত্ সম্প্রদীয়মান অবস্থিত দেখা যায়, শব্দও আচার্য্য কর্তৃক অন্তেবাসীকে সম্প্রদত্ত হয় অর্থাত্ শব্দ অবস্থিত।[৩৫] এখানে সম্প্রদীয়মানত্বই হেতুরূপে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু কোনো নিত্যপদার্থে সম্প্রদীয়মানত্ব দৃষ্ট হয় না, দৃষ্টান্তের অভাবশতঃ সম্প্রদীয়মানত্ব হেতু নিত্যসাধ্যের বিরুদ্ধ।[৩৬] ভাষ্যকার এক্ষেত্রে বলেছেন যে, সম্প্রদীয়মানবস্তু অবস্থিত দেখা যায়। অবস্থিত্বই সম্প্রদীয়মানত্ব হেতুর সাধ্য। যে বস্তুর সম্প্রদান করা হয় সেই বস্তু সম্প্রদানের পূর্বেই অবস্থিত থাকে। আচার্য শিষ্যকে বিদ্যাদান করে থাকে তা মূলতঃ শব্দেরই সম্প্রদান। শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতু থাকায় শব্দ উচ্চারণের পূর্বেও অবস্থিত থাকে, তা সিদ্ধ হয়। উচ্চারণের পূর্বে

---

[৩৩] বিপ্রতিপত্তেঃ প্রমাণমূলত্বাত্ হেতৌ পরিপ্রশ্নঃ। বিপ্রতিপত্তির্নাম দ্বয়োরেকধর্মিবিষয়া বিরুদ্ধধর্মসংপ্রতিপত্তিঃ। ন চ সংপ্রতিপত্তিঃ প্রমাণান্তরমন্তরেণ যুক্তেতি নিত্যত্বে প্রমাণং বক্তব্যমিতি, নিত্যশব্দঃ – ২.২.২৪ নং ন্যা. সু. বা.

[৩৪] ন্যা. সূ. ২.২.২৫

[৩৫] সম্প্রদীয়মানমবস্থিতং দৃষ্টং, সম্প্রদীয়তে চ শব্দ আচার্য্যেণান্তেবাসিনে, তস্মাদবস্থিত ইতি- ২.২.২৫ নং ন্যা. সূ. ভা.

[৩৬] ন হি কিঞ্চিত্ নিত্যং সম্প্রদীয়মানং দৃষ্টমিত্যন্বয়িনো দৃষ্টান্তস্যাভাবাদ্ বিরুদ্ধঃ- ২.২.২৫ নং ন্যা. সূ. বা.

শব্দের অবস্থিতি শব্দের নিত্যত্বকেই সিদ্ধ করে। পুনরায় মহর্ষি গৌতম একটি সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত হেতুকে অসিদ্ধ বলে মনে করেছেন। সূত্রটি হল– 'তদন্তরালানুপলব্ধেরহেতুঃ'।[৩৭]

অর্থাত্ গুরু শিষ্যকে শব্দ সম্প্রদান করলে গুরু ও শিষ্যের পূর্বে ঐ শব্দকে উপলব্ধি করা যেত। অন্য সম্প্রদানের ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে পূর্বেও দেয় বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে শব্দ সম্প্রদানের পূর্বে দেয় শব্দের উপলব্ধি না হওয়ায় শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ হয় না।[৩৮] ফলে শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব অসিদ্ধ হওয়ায় তা হেতু হিসাবেও গণ্য হয় না। মীমাংসকরা এ প্রসঙ্গে যে যুক্তি দিয়েছেন তা নৈয়ায়িকরা তুলে ধরেছেন নিম্নোক্ত সূত্রের মাধ্যমে। সেটি হল – 'অধ্যাপনাদপ্রতিষেধঃ'।[৩৯]

অর্থাত্ অধ্যাপনা লিঙ্গ, শব্দের অধ্যাপনাই অপর সম্প্রদীয়মানত্বের সাধক, সম্প্রদান না থাকলে অধ্যাপন থাকে না।[৪০] শব্দের যখন অধ্যাপন আছে, গুরু শিষ্যকে শব্দের অধ্যাপনা করেন। এটি অবশ্যস্বীকার্য, এর দ্বারাই শব্দের সম্প্রদানত্ব সিদ্ধ হয়। গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে শব্দের অবস্থান প্রত্যক্ষ স্বীকার্য না হলেও তা অনুমানের দ্বারা অবশ্য উপলব্ধ। বরং শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব সিদ্ধ হলে শব্দে

---

[৩৭] ন্যা. সূ. - ২.২.২৬

[৩৮] অবতিষ্টমানো হি দাতৃপ্রতিগ্রহীত্রোরন্তরালে উপলভ্যেতেতি বিরোধঃ সূত্রার্থঃ- ২.২.২৬ নং ন্যা. সু. বা.

[৩৯] ন্যা. সূ. ২.২.২৭

[৪০] অধ্যাপনং লিঙ্গং, অসতি সম্প্রদানেঽধ্যাপনং ন স্যাদিতি ২.২.২৭ নং ন্যা. সূ. ভা.

অবস্থিতত্ব রূপ সাধ্যও সিদ্ধ হবে। ভাষ্যকার অধ্যাপনাকে সম্প্রদানের লিঙ্গরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। উদ্দ্যোতকর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে অবস্থিত শব্দে অধ্যাপনাই লিঙ্গ। আচার্য শিষ্যকে বাণ প্রয়োগের যে শিক্ষা দেন তাও গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে অবস্থিত থাকে, সুতরাং গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে অবস্থিত শব্দের প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধি না ঘটলেও অনুমানের দ্বারা তা উপলব্ধি হয়ে থাকে।[৪১]

পূর্বপক্ষবাদীদের নিরাস করতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম যে সূত্রের অবতারণা করেছেন তা হল –'উভয়োঃ পক্ষয়োরন্যতরস্যাধ্যাপনাদ প্রতিষেধঃ'।[৪২] অর্থাত্ শব্দের নিত্যত্বপক্ষ ও অনিত্যত্বপক্ষ উভয়ক্ষেত্রেই অধ্যাপনা প্রযুক্ত হওয়ায় শব্দের অনিত্যত্বপক্ষের প্রতিষেধ হয় না। ভাষ্যকার উভয়পক্ষে অধ্যাপনার সমানত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন– নৃত্যের উপদেশ স্থানে শিষ্য যেমন শিক্ষকস্থ নৃত্যক্রিয়াকে লাভ করেনা, সেই নৃত্যক্রিয়াকে অনুকরণ করে, সেরূপ শব্দের অধ্যাপনস্থলে শিষ্য আচার্যের উচ্চারিত শব্দকে অনুকরণ করে থাকে। অতএব

---

[৪১] ন হি প্রত্যক্ষতোঽনুপলভ্যমানস্যানুমানেনোপলব্ধিঃ সত্তাং বাধতে। কিমনুমানম্? অধ্যাপনম্।| কিমিদমধ্যাপনং নাম? দীয়মানস্য সম্প্রদানপ্রাপ্তিঃ। দাতৃপ্রতিগ্রহীত্রেরন্তরালে শব্দোঽস্তি অধ্যাপনাত্ শরাদিবদিতি- ২.২.২৭ নং ন্যা. সূ. বা.

[৪২] ন্যায়সূত্র - ২.২.২৮

অধ্যাপনা উভয়পক্ষে সমান হওয়ায় তা কখনই সম্প্রদানের লিঙ্গ হয় না।[৪৩] উদ্দ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিকে এই মতকে সমর্থন করেছেন।[৪৪]

যদি আচার্যস্থ শব্দই আচার্য কর্তৃক সম্প্রদত্ত হয়ে শিক্ষা কর্তৃক প্রাপ্ত না হয়, যদি শিষ্য নৃত্যের উপদেশের ন্যায় অনুকরণই করে থাকে তাহলে অধ্যাপনাস্থলে শব্দের সম্প্রদান অসম্ভব। অতএব শব্দের অবস্থিতত্ব অসিদ্ধ হয়ে পড়ে, যার ফলে শব্দের নিত্যত্ব অসিদ্ধ প্রমাণিত হয়। শব্দের অবস্থিতত্বসাধনে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতু অসিদ্ধ হওয়ার পর মহর্ষি গৌতম শব্দনিত্যত্ববাদীদের যে হেতু তুলে ধরেছেন সেটি হল – 'অভ্যাসাত্'।[৪৫]

অর্থাত্ অভ্যস্যমানত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের অবস্থিতত্ব সিদ্ধি প্রকাশ করেছেন। ভাষ্যকার প্রয়োগের উল্লেখপূর্বক রূপকে দৃষ্টান্ত হিসেবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।[৪৬] অবস্থিত কোন রূপের পাঁচবার দর্শনও সম্ভবপর হয়ে থাকে। রূপের বার বার দৃশ্যমানত্বই ঐ স্থানে রূপের অভ্যস্যমানত্বরূপে গণ্য হয়, যেটি অবস্থিতরূপেই থাকে। অনুরূপভাবে দশবার অধ্যয়ন করেছি বা বিংশতিবার অধ্যয়ন করা হয়েছে– এইরূপ প্রয়োগের দ্বারা শব্দের পুনঃপুনঃ উচ্চারণরূপ

---

[৪৩] সমানমধ্যাপনমুভয়োঃ পক্ষয়োঃ সংশয়নিবৃত্তেঃ। কিমাচার্য্যস্থঃ শব্দোঽন্তেবাসিনমাপদ্যতেতদধ্যাপনং আহোস্বিন্নৃত্যোপদেশবদগৃহীতস্যানুকরণমধ্যাপনমিতি। এবমধ্যাপনমলিঙ্গং সম্প্রদানস্যেতি - ২.২.২৮ নং ন্যা. সূ. ভা.

[৪৪] অপি তু নৃত্যোপদেশবদনিত্যস্যেকধ্যাপনমিতি। যত্ পুনরেতদ্ দাতৃপ্রতিগৃহীতোরন্তরালে শব্দোঽস্তীতি সিদ্ধসাধনমেতত্বয়মপি ব্রূমো দাত্রোচ্চারিতঃ শব্দঃ সন্তানবৃত্ত্যা সম্প্রদানং প্রাপ্নোতি। তস্মাত্ সম্প্রদানমবস্থানে ন হেতুঃ – ২.২.২৮ নং ন্যা. সূ. বা.

[৪৫] ন্যা. সূ. ২.২.২৯

[৪৬] অভ্যস্যমানমবস্থিতং দৃষ্টং। ন্যা. সূ. ভা. - ২.২.২৯

অভ্যাস সিদ্ধ আছে। সুতরাং শব্দে অভ্যস্যমানত্ব থাকায় রূপের ন্যায় শব্দও অবস্থিত এটি অনুমান সিদ্ধ হয়। শব্দের অভ্যাস সর্বজনস্বীকৃত এটি অস্বীকার করা যায় না। যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তা উচ্চারণের পরেও থাকে, ফলে সেই শব্দের পুনরুচ্চারণ হয়ে থাকে। পুনঃ পুনঃ উচ্চারণই অভ্যাস। অভ্যাসের অনুরোধে শব্দের সুচিরকাল স্থায়িত্ব স্বীকার করতে হলে শব্দের নিত্যত্বকে স্বীকার করতে হবে। এই মতামতকে খণ্ডন করতে গিয়ে নৈয়ায়িকরা বলেছেন – 'নান্যত্বেঽপ্যভ্যাসস্যোপচারাত্'।[৪৭]

অর্থাত্ অভ্যাসের দ্বারা শব্দের অভেদ সিদ্ধ হয় না কারণ ভেদ থাকলেও অভ্যাসের প্রয়োগ আছে। মহর্ষির বাক্যানুসারে যেরূপ প্রয়োগের দ্বারা শব্দের অভ্যাস সাধিত হয়, সেরূপ – সাধনক্রিয়া নৃত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়াস্থলেও হয়ে থাকে। 'দুবার নৃত্যক্রিয়া সাধিত হয়েছে' – এরূপ প্রয়োগের দ্বারা নৃত্যের যে অভ্যাস বোঝা যায়, তা নৃত্যক্রিয়ার পর পুনরায় কোন অনুষ্ঠান নয়। ভাষ্যকার এ প্রসঙ্গে নিজস্ব মতামত পোষণ করেছেন।[৪৮] নৃত্য, হোম ও ভোজনাদি ক্রিয়ার অভ্যাসস্থলে ওই সকল সজাতীয় ক্রিয়াভিন্ন– এটি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সজাতীয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠানবশতঃ 'দুবার নৃত্য করছে'– ইত্যাদিরূপে অভ্যাসের প্রয়োগ হয়। সুতরাং অভ্যস্যমানত্ব ভিন্ন পদার্থেও থাকায় তা শব্দের অভেদসাধক হয় না। নৃত্যাদি ক্রিয়ার ন্যায় অনুরূপভাবে সজাতীয় শব্দের পুনরুচ্চারণবশতঃই শব্দের

---

[৪৭] ন্যা. সূ. ২.২.৩০

[৪৮] অন্যস্য চাপ্যস্যভ্যাসাভিধানং ভবতি, দ্বির্নৃত্যতু ভবান্, ত্রির্নৃত্যতু ভবানিতি দ্বিরনৃত্যত্, ত্রিরনৃত্যত্ দ্বিরগ্নিহোত্রং জুহোতি দ্বির্ভুঙ্‌ক্তে এবং ব্যাভিচারাত্ ২.২.৩০ নং ন্যা. সূ. ভা.

অভ্যাস বলা হয়ে থাকে। যে নৃত্যাদিক্রিয়া পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তা বিনষ্ট হয়ে যায় এটি অবস্থিত না থাকলেও নৃত্যাদিক্রিয়াতে পূর্বোক্তরূপ অভ্যাসের প্রয়োগ থাকায় যা অভ্যস্যমান তা অবস্থিত একথা বলা যায় – তাই অভ্যস্যমানত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের অবস্থিতত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব শব্দও নিত্য নয়, অনিত্য। এরপর মহর্ষি গৌতম পূর্বপক্ষীদের প্রসঙ্গ তুলে বলেছেন– 'বিনাশকারণানুপলব্ধেঃ'।[৪৯]

অর্থাত্ শব্দধ্বংসের কারণের যেহেতু উপলব্ধি হয় না, অতএব শব্দ নিত্য। শব্দ ভাবপদার্থ – এটি একটি সর্বসম্মত মত। যা অনিত্য তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যেমন লোষ্ট্র অনিত্য পদার্থ, লোষ্ট্রের কারণদ্রব্য অর্থাত্ লোষ্ট্রের অবয়ব বা অংশ, তার বিভাগ হলেও, ঐ লোষ্ট্রের অসমবায়িকারণ সংযোগের বিনাশরূপ কারণজন্য লোষ্ট্রের বিনাশ হয়ে থাকে। অতএব লোষ্ট্রবিনাশের ন্যায় শব্দবিনাশের কোন কারণ থাকলে অবশ্যই তার উপলব্ধি হত। উপলব্ধি না হওয়ায় অর্থাত্ শব্দের কোন বিনাশকরণ না থাকায় শব্দ অবিনাশী, এটি স্বীকার্য। অতএব শব্দের অবিনাশিভাবত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হল।[৫০] উদ্যোতকরও বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় বলেছেন - যা অনিত্য তার বিনাশকারণ উপলব্ধ হয় যেমন -

---

[৪৯] ২.২.৩৩ - ন্যায়সূত্র

[৫০] যদানিত্যং তস্য বিনাশঃ কারণাদ্ভবতি যথা লোষ্ট্রস্য কারণদ্রব্যবিভাগাত্শব্দশ্চেদনিত্যস্তস্য বিনাশো যস্মাত্ কারণাদ্ভবতি, তদুপলভ্যেত, ন চোপলভ্যতে, তস্মান্নিত্য ইতি। ২.২.৩৩ ন্যা. সূ. ভা.

লোষ্ট্রবিভাগের জন্যই লোষ্ট্রের নাশ ঘটে থাকেশব্দের ক্ষেত্রে তা হয় না তাই শব্দ নিত্য।[৫১]

পূর্বপক্ষীরা শব্দের অবিনাশিত্বের মাধ্যমে যে নিত্যত্ব সিদ্ধ করেছেন তা নিরাস করতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম যে সূত্রের অবতারণা করেছেন সেটি হল– 'উপলভ্যমানে চানুপলব্ধেরসত্ত্বাদনপদেশঃ'[৫২]

অর্থাত্ শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হলেও অনুমানের দ্বারা উপলব্ধ হওয়ায় শব্দের বিনাশকারণের অজ্ঞানরূপ অনুপলব্ধি নেই তা অসিদ্ধ সুতরাং তা অনপদেশ অর্থাত্ হেত্বাভাস। কোন্ হেতুর দ্বারা শব্দের বিনাশকারণের অনুমান হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ভাষ্যকার পূর্বসমর্থিত শব্দসন্তানের কথাই তিনি উল্লেখ করেছেন। শব্দ হল উত্পন্ন শব্দার্থ। উত্পন্ন ভাবপদার্থ হওয়ায় শব্দ অবিনাশী। শব্দসন্তান শব্দের বিনাশকারণের অনুমাপক হওয়ায় ভাষ্যকার শব্দসন্তানকেই শব্দের বিনাশকারণের অনুমান বলেছেন। শব্দের বিনাশের কারণ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলেন প্রথম শব্দ যে পরক্ষণে দ্বিতীয় শব্দ উত্পন্ন করে, ওই দ্বিতীয় শব্দই পরক্ষণে প্রথম শব্দের বিনাশ ঘটিয়ে থাকে। অতএব কার্যশব্দই কারণশব্দের বিনাশের কারণ হয় এবং ওই সব শব্দ দু'ক্ষণ মাত্র অবস্থান করে তৃতীয় ক্ষণে

---

[৫১] যদনিত্যং তস্য বিনাশকারণমুপলভ্যতে, যথা লোষ্ট্রস্য কারণদ্রব্যবিভাগঃ|। ন তু শব্দস্য, তস্মাত্ নিত্যঃ শব্দ ইতি -২.২.৩০ ন্যা. সূ. বা.

[৫২] ন্যা. সূ. - ২.২.৩৫

বিনষ্টীভূত হয়।[৫৩] কিন্তু শব্দ থেকে শব্দান্তরের উত্পত্তিক্রমে অনন্তকাল কখনই শব্দের উত্পত্তি হয় না। যদি তা হত তাহলে অতিদূরবর্তী স্থানে অবস্থিত ব্যক্তিরও শ্রবণপ্রদেশে শব্দের উত্পত্তি হত। তাই যে শব্দ আর শব্দান্তর উত্পন্ন করে না এরূপ চরম শব্দ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। চরম শব্দের কোন কার্যশব্দ না থাকায়, তার বিনাশের কারণ সম্পর্কে কুড্য প্রভৃতির উদাহরণ দিয়েছেন।[৫৪] তিনি বলেছেন কুড্য প্রভৃতি যে প্রতিঘাতী দ্রব্য তার সঙ্গে আকাশের সংযোগ চরম শব্দকে বিনাশ করে। ঘনতর দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত আকাশ শব্দের সমবায়িকারণ হয় না। সেখানে শব্দরূপ অসমবায়িকারণ থাকলেও তা শব্দান্তর জন্মায় না। প্রতিঘাতিদ্রব্যসংযোগই চরম শব্দকে বিনষ্ট করে। কুড্য ব্যবধানে নিকটস্থ কোনও ব্যক্তিও শ্রবণ করে না, ব্যবধান না থাকলে দূরস্থ ব্যক্তিও শব্দ শ্রবণ করে। চরম শব্দ ক্ষণিক শব্দরূপ অসমবায়িকারণ কার্যকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে শব্দান্তরের কারণ হয়ে থাকে। মূলকথা হল এই সমস্ত তথ্য থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে শব্দ অনিত্য।

শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষিত হয় না, ফলে শব্দের স্থিরত্ব সিদ্ধ হওয়ায় শব্দের নিত্যত্বই সিদ্ধ হয় কিন্তু মহর্ষি এই পক্ষে একটি সূত্রের দ্বারা ব্যভিচাররূপ

---

[৫৩] কিমনুমানমিতি চেত্? সন্তানোপপত্তিঃ। উপপাদিতঃ শব্দসন্তানঃ, সংযোগবিভাগজাত্ শব্দাত্ শব্দান্তরং ততোঽপ্যন্যত্ ততোঽপ্যন্যদিতি। তত্র কার্য্য শব্দঃ কারণশব্দং নিরুণদ্ধি ২.২. ৩৫ নং ন্যা. সূ. ভা.

[৫৪] প্রতিঘাতিদ্রব্য-সংযোগস্ত্বন্ত্যস্য শব্দস্য নিরোধকঃ। দৃষ্টং হি তিরঃপ্রতিকুড্যমনিকস্থেনাপ্যশ্রবণং শব্দস্য, শ্রবণং দূরস্থেনাপ্যসতি ব্যবধান ইতি - ২.২.৩৫ নং ন্যা. সূ. ভা.

দোষ প্রদর্শন করেছেন। সূত্রটি হল – 'বিনাশকারণানুপলব্ধেশ্চাবস্থানে তন্নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ'।[৫৫]

অর্থাত্ বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হলে শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হলেও পূর্বপক্ষবাদীরা যে শব্দশ্রবণকে অনিত্য বলেন, সেক্ষেত্রে নিত্যত্বে আপত্তির সৃষ্টি হয়। শব্দশ্রবণেও বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ করা যায় না। অতএব বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষ দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হতে পারে না। শব্দ শ্রবণরূপ শব্দাভিব্যক্তির বিনাশকারণ অপ্রত্যক্ষ হলেও যদি তা অনিত্য হয় তাহলে শব্দও অনিত্য হয়ে পড়ে। অনুমান দ্বারা শব্দশ্রবণের বিনাশকারণ উপলব্ধ হয়ে থাকে একথা বলা হলেও শব্দস্থলেও বিনাশকারণের অজ্ঞানরূপ অনুপলব্ধি অসিদ্ধ হয়ে পড়ে। অতএব শব্দ অনিত্য। ভাষ্যকার এবিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন। [৫৬] উদ্দ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিকেও এই একই রকম যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। বিনাশকারণের অনুপলব্ধি হলেও শব্দ গ্রহণ অনিত্য। অনুমানের দ্বারা শব্দগ্রহণে বিনাশকারণ উপলব্ধ হয়ে থাকে। তাই শব্দেরও বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হলেও অনুমানের দ্বারা উপলব্ধ হওয়ায় শব্দও অনিত্য - "যদিদমুচ্যতে বিনাশকারণানুপলব্ধেঃ নিত্যশব্দঃ ইতি, যদি যস্য বিনাশকারণং নোপলভ্যতে

---

[৫৫] ন্যা. সূ. ২.২.৩৭

[৫৬] যদি যস্য বিনাশকারণং নোপলভ্যতে তদবতিষ্ঠতে, অবস্থানাচ্চ তস্য নিত্যত্বং প্রসজ্যতে, এবং যানি খল্বিমানি শব্দশ্রবণানি শব্দাভিব্যক্তয় ইতি মতং, ন তেষাং বিনাশকারণং ভবতোপপাদ্যতে, অনুপ পাদনাদবস্থানমবস্থানাত্ তেষাং নিত্যত্বং প্রসজ্যত ইতি। অথ নৈবং, ন তর্হি বিনাশকারণানুপলব্ধেঃ শব্দস্যাবস্থানান্নিত্যত্বমিতি। ২. ২. ৩৭ নং ন্যা. সু. ভা.

তন্নিত্যম্, যানীমানি শব্দগ্রহণানি তেষাং ন ভবতা বিনাশকারণমুপপাদ্যতে। অনুপপাদনাদবস্থানাত্ নিত্যত্বমিতি। অথানুপলব্ধবিনাশকারণান্যপি শব্দগ্রহণানি অনিত্যানি শব্দোঽপ্যেবমিত্যনেকান্তঃ। অথানুমানঃ শব্দগ্রহণানাং বিনাশকারণং গম্যতে, তত্সমানং শব্দ ইতি ন কিঞ্চিত্ বাধিতং ভবতি"।[৫৭]

শব্দ নিত্য হলে বেদরুপ সংস্কার শব্দের কারণ হওয়া অসম্ভব। নিত্য পদার্থের কোনও কারণ থাকতে পারে না। অতএব শব্দের নিত্যত্ব পক্ষে তার তীব্রত্ব বা মন্দত্ব প্রভৃতি ধর্মের কোনও প্রযোজক না থাকায় শব্দের শ্রুতিভেদও হতে পারে না। এই সকল যুক্তি দ্বারা নৈয়ায়িকেরা দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করেন যে, শব্দের শ্রুতিভেদ শব্দের অনিত্যতা সাধনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

[৫৭] ২.২.৩৭ নং ন্যায়. সূ. বা.

তৃতীয় অধ্যায়

মীমাংসা দর্শনে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচার

মীমাংসা দর্শন ভারতীয় আস্তিক দর্শনের মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি জৈমিনিকে মীমাংসা দর্শনের প্রবর্তক বলা হয়। বেদের কর্মকাণ্ডকে পূর্বমীমাংসা বা কর্মমীমাংসা বলা হয়, অপরদিকে জ্ঞানকাণ্ডকে উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন নামে অভিহিত করা হয়। মীমাংসাদর্শনের আকরগ্রন্থ হল জৈমিনিকৃত মীমাংসাসূত্র। মীমাংসা দর্শনে প্রমাণ, প্রমেয়, ধর্ম, শব্দের নিত্যতাবাদ, বেদের অপৌরুষেয়তা, মন্ত্র, বিধি, নিষেধ, কর্মানুষ্ঠান, যজ্ঞাদির অধিকার, বাক্যার্থবিচার, অর্থবাদ, স্বর্গ, নরক, অপূর্ব, নিরীশ্বরবাদ ও মোক্ষ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

মীমাংসা দর্শনে শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করা হয়েছে। আপ্তবাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলা হয়। বেদকেই মূলতঃ মীমাংসাদর্শনে শব্দপ্রমাণরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। শব্দপ্রমাণ দু'প্রকার – পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য থেকে কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের নাম পৌরুষেয় শব্দ প্রমাণ, অপরপক্ষে বেদবাক্য হল অপৌরুষেয শব্দ প্রমাণ। মীমাংসক মতে বেদ অপৌরুষেয়, বেদ কোন ব্যক্তিকর্তৃক রচিত হয়নি। বেদ নিত্য, অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত। মীমাংসকগণ দু'প্রকার শব্দকে স্বীকার করেন – বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। বর্ণাত্মক শব্দ – যেমন ক, খ, গ প্রভৃতি নিত্য, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, যা কণ্ঠ, ওষ্ঠ ইত্যাদির সহায়তায় উত্পন্ন হয়ে থাকে বা ধ্বনিমাত্র যেমন ঝড়ের শব্দ তা অনিত্য হিসেবে পরিবেশিত হয়ে

থাকে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় ধ্বনির মাধ্যমে ক, খ, গ প্রভৃতি যে বর্ণগুলি অভিব্যক্ত হয়ে থাকে সেগুলি নিত্য বলে প্রমাণিত।

মীমাংসামতে কেবলমাত্র শব্দই নিত্য নয়, শব্দ-শব্দার্থের এবং বাক্য-বাক্যার্থের বোধ্য-বোধক সম্বন্ধও নিত্য। বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য হওয়ায় বেদ শব্দরাশি হলেও নিত্য। শব্দের সঙ্গে অর্থের অবশ্যই একটি সম্বন্ধ রয়েছে। সম্বন্ধের জ্ঞান হলে অর্থবোধ হয়ে থাকে। শব্দ অনিত্য হলে কখনই অর্থবোধ সম্ভব নয়। তাই শব্দ নিত্য। মীমাংসকরা 'স্ফোটবাদ' স্বীকার করেন না। বৈয়াকরণরা নিত্যস্ফোটকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। পৃথকভাবে উচ্চারিত বর্ণ শব্দ নয়, শব্দের অভিব্যঞ্জক ধ্বনিমাত্র। বর্ণের দ্বারা যে বর্ণাতিরিক্ত শব্দের অভিব্যক্তি হয়, তা নিত্য ও বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থের বাচক। তাই স্ফোট বলে পরিচিত। যার দ্বারা পদার্থের বোধ হয় তা বর্ণ নয়, হল স্ফোট। বর্ণসমূহের অতিরিক্ত, বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্তিযোগ্য, পদার্থের বোধক নিত্য শব্দই স্ফোট।

শব্দ নিত্য ও এক – এটি সিদ্ধ। দশটি 'ক' অক্ষর উচ্চারণের মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে কোনও ব্যক্তি একটি 'ক' অক্ষর দশবার উচ্চারণ করছে। কোনও একটি বর্ণ যেমন 'ক' কার যখন নতুন করে উচ্চারিত হয় তখন সেটি যে পূর্বে উচ্চারিত 'ক' কার-ই এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে, অতএব 'ক' কার নিত্য। নতুন করে উচ্চারণের মাধ্যমে 'ক' কারের নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না। অতএব মীমাংসক মতানুসারে সিদ্ধ হয় যে শব্দ এক, অখণ্ড ও নিত্য।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হওয়ায় সম্বন্ধিদ্বয়কেও নিত্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণ শব্দকে অনিত্য বলে স্বীকার করেছেন। মীমাংসা দর্শনে পূর্বপক্ষী দ্বারা শব্দের অনিত্যত্বকে তুলে ধরে কীভাবে বিভিন্ন যুক্তিতর্কের দ্বারা দার্শনিকরা তা খণ্ডন করেছেন এবং শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করেছেন তা সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে।

৩.১. শব্দের অনিত্যত্বপক্ষে পূর্বপক্ষীগণের যুক্তি:

শব্দের অনিত্যত্ব নিশ্চিত করতে পূর্বপক্ষীরা যে যুক্তি তুলে ধরেছেন তার মধ্যে প্রথমটি হল– 'কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাত্'।[১] যার অর্থ হল শব্দের উচ্চারণে ব্যক্তির প্রযত্ন দৃষ্ট হয়ে থাকে, শব্দ উচ্চারণের পূর্বেও থাকেনা বা পরেও থাকেনা তাই শব্দ অনিত্য। নৈয়ায়িকরা বর্ণাত্মক শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করার চেষ্টাই করেছেন। শব্দ নিত্য না হলে শব্দের সঙ্গে অর্থের যে সম্বন্ধ তাও নিত্য হতে পারে না। শব্দকে কর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দ নিষ্পাদন করবার জন্য লোকসকলকে প্রযত্ন করতে দেখা যায়। উচ্চারণের পূর্বে শব্দের কোনো অস্তিত্ব থাকে না তাই শব্দ অসত্ অর্থাত্ অস্তিত্ববিহীন। শাবরভাষ্যে এর সপক্ষে প্রমাণ

[১] মী. সূ. - ১/১/৬

পাওয়া যায়।[২] ফলে শব্দের অভিব্যক্তি অসম্ভব। শব্দ পূর্ব থেকে উপস্থিত নয়, শব্দ কৃতিসাধ্য, অতএব শব্দ অনিত্য এবং শব্দের সম্বন্ধও অনিত্যত্বে পর্যবসিত হয়।

এর পরও বলা হয়েছে শব্দ যদি নিত্য হত তাহলে উচ্চারণের পরবর্তী সময়েও উপলব্ধি করা সম্ভব হত। কিন্তু শব্দ বিনষ্টীভূত হয়। উচ্চারণের পরেও ক্ষণকালের বেশি শব্দের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এপ্রসঙ্গে মীমাংসা দর্শনে যে সূত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল -'অস্থানাত্'[৩] শব্দের উচ্চারণের সময় ব্যবধানাদি কোনও কারণ না থাকায় শব্দের উপলব্ধি হওয়া উচিত। উপলব্ধির কারণ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ, তা শব্দোচ্চারণের ক্ষেত্রে বর্তমান থাকে কিন্তু তথাপি শব্দের উপলব্ধি হয় না, তাই শব্দ অনিত্য,[৪] তৃতীয় যুক্তিতে বলা হয়েছে শব্দ ক্রিয়াজন্য। শব্দোচ্চারণের ক্ষেত্রে শব্দ ক্রিয়ার বিষয় হয়ে থাকে। 'শব্দ করো', 'শব্দ কোরো না' ইত্যাদির ব্যবহার লোকপ্রসিদ্ধ।[5] তাই শব্দের অনিত্যত্বকে সুনিশ্চিত করতে যে সূত্রটির অবতারণা করেছেন সেটি হল – 'করোতিশব্দাত্'।[৬] শব্দ উত্পত্তি ও বিনাশশীল।

---

[২] প্রযত্নাদুত্তরকালং দৃশ্যতে যতঃ, অতঃ প্রযত্নানন্তর্যাত্ তেন ক্রিয়তে ইতি গম্যতে। নন্বভিব্যঞ্জ্যাত্ স এনম্। নেতি ব্রূমঃ। ন হি অস্য প্রাগভিব্যঞ্জনাত্ সদ্ভাবে কিঞ্চন প্রমাণমস্তি। সৈশ্চাভিব্যজ্যতে নাস। – ১.১.৬ নং শা. ভা.

[৩] মী. সূ. - ১/১/৭

[৪] নো খল্বপ্যুচ্চারিতং মুহূর্তমপ্যুপলভামহে। অতো বিনষ্ট ইত্যবগচ্ছামঃ। ন চ সন্ নোপলভ্যতে। – ১.১.৭ নং শা. ভা.।

[৫] অপি চ, শব্দং কুরু, মা শব্দং কার্ষীরিতি ব্যবহর্ত্তারঃ প্রযুঞ্জতে। – ১.১.৮ নং শা. ভা.

[৬] মী. সূ. - ১/১/৮

শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে পরবর্তী যে সূত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে তা হল – 'সত্ত্বান্তরে চ যৌগপদ্যাত্'[৭] শব্দ অনিত্য, যেহেতু একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে 'গ'–কারাদি শব্দ উচ্চারিত হয়ে থাকে এবং শ্রোতারাও তা উপলব্ধি করে থাকে। শব্দকে যদি নিত্য বলাও হয় তাহলেও শব্দকে বিভু ও সর্বব্যাপী বলা যায় না, কারণ ঘটাদি পরিচ্ছিন্ন পদার্থের ন্যায় শব্দও জ্ঞানের বিষয় হয়ে থাকে। শব্দকে নিত্য বলে যদি মেনে নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে 'এটি সেই ক' ইত্যাদি ব্যবহারযোগ্য বিষয়ে সাধুতা রক্ষার জন্য শব্দের একত্বকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। আবার একই কালে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ব্যক্তিদের উচ্চারিত শব্দ শ্রোতাদের দ্বারা উপলব্ধিকৃত। ফলে শব্দের উত্পত্তি ও বিনাশ যে হয়ে থাকে তা সিদ্ধ হয়। তাই শব্দ অনিত্য।[৮]

শব্দের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব বর্তমান। বর্ণের মধ্যেও প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব দৃষ্ট হয়ে থাকে। যেমন– দধি+ অত্র = দধ্যত্র, মধু + অরি = মধ্বরি ইত্যাদি স্থানে 'ই', 'উ' কার প্রকৃতি এবং য, ব কার প্রভৃতি বিকৃতি। পাণিনীয় সূত্র– 'ইকো যণচি' সূত্রানুসারেই 'ই'কার স্থানে য কার বা উকার স্থানে ব কার হয়ে থাকে। অর্থাত্ বিকারপদার্থমাত্রই অনিত্য।[৯] তাই শব্দ অনিত্য। এ প্রসঙ্গে মীমাংসাদর্শনে উল্লিখিত

---

[৭] মী. সূ. - ১/১/৯

[৮] কার্যাণান্তু বস্তুনাং নানাদেশেষু ক্রিয়মাণানাম্মুপপদ্যতেঽনেকদোত্তসম্বন্ধঃ তস্মাদপ্যনিত্যঃ – ১.১.৯ নং শা. ভা.

[৯] যদ্বিক্রিয়তে তদনিত্যম্ – ১.১.১০ নং শা. ভা.

সূত্র হল – "প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ"।[১০] শব্দের অনিত্যত্বের পক্ষে আরও একটি কারণ হল– উচ্চরণকর্তার আধিক্যে শব্দেরও আধিক্য হয়ে থাকে। কিন্তু শব্দ যদি নিত্য হত তাহলে শব্দের হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটত না, উচ্চারণের দ্বারা শুধুমাত্র 'গ' কারের অভিব্যক্তি ঘটত, আধিক্য কখনওই প্রকাশ পেত না,[১১] যা অভিব্যঙ্গ্য উপায় বিশেষের দ্বারা তার আবরণটি অপসারিত হয় মাত্র, বস্তুর প্রকৃতির বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটে না। একটি অন্ধকারাবৃত স্থানে স্থিত ঘটকে প্রকাশের জন্য একটি প্রদীপ আনলেও যেরূপ ঘটটি থাকে, শত প্রদীপ আনলেও প্রদীপের রূপের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। শব্দও ঠিক তেমনিই অভিব্যঙ্গ্য হলে বহু ব্যক্তির যুগপত্ উচ্চারণের ফলেও বৃদ্ধি সম্ভবপর হত না, কিন্তু শব্দ উত্পাদ্য তাই শব্দের হ্রাস, বৃদ্ধি-ঘটে থাকে। অতএব শব্দ অনিত্য। পূর্বপক্ষিগণ এ বিষয়ে যে সূত্রটি তুলে ধরেছেন তা হল – 'বৃদ্ধিশ্চ কর্তৃভূম্নাস্য।'[১২] উপরিউক্ত ছয়টি যুক্তি দ্বারা মহর্ষি জৈমিনি পূর্বপক্ষী তথা বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

৩.২. শব্দ নিত্যতা সাধনে পূর্বপক্ষীয় মত খণ্ডনে জৈমিনিকৃত যুক্তি:

শব্দ অনিত্য নয় নিত্য – এবিষয়ে সুনিশ্চিত মতামত উপস্থাপন প্রসঙ্গে মহর্ষি জৈমিনি উপরিউক্ত ছয়টি যুক্তিকে খণ্ডন করে দেখিয়েছেন। নিম্নে সেগুলি তুলে

---

[১০] মী. সূ. - ১/১/১০

[১১] স যদি অভিব্যজ্যতে, বহুভিরল্পৈশ্চোচ্চার্যমানস্তাবানেবোপলভ্যেতা। - ১.১.১১ নং শা. ভা.

[১২] মী. সূ. - ১/১/১১

ধরার প্রয়াস করা হল। পূর্বপক্ষিগণ বলেছেন – শব্দের জন্য কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগে বিশেষ প্রযত্ন করা হয়ে থাকে, তার ফলে শব্দের সৃষ্টি হয়, শব্দের উত্পত্তি হয় বলে শব্দ অনিত্য। এ প্রসঙ্গে জৈমিনি বলেছেন – 'সমং তু তত্র দর্শনম্'।[১৩] অর্থাত্ উচ্চারণের ফলে শুধুমাত্র শব্দের উত্পত্তি হয় না, পূর্বসিদ্ধ শব্দের অভিব্যক্তিও ঘটে থাকে।[১৪] অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে সমপরিমাণে প্রযত্নের সহায়তা প্রয়োজন। এখানে জৈমিনি 'সম' শব্দের দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব উভয়পক্ষ সিদ্ধ হয়ে থাকে তা দেখিয়েছেন।[১৫] অতএব কোনও কিছু প্রযত্নসাধ্য হলেই তা অনিত্য এটি বলা যাবে না। এখানে 'তত্র দর্শনাত্' হেতু উত্পত্তিপক্ষে ও অভিব্যক্তিপক্ষে উভয়স্থানেই বিদ্যমান হলে অনৈকান্তিক। উচ্চারণের ফলে শব্দের যে দর্শন, তার দ্বারা শব্দের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয় মাত্র, তা কখনই শব্দের অনিত্যতাকে প্রমাণিত করেনা। অতএব শব্দ নিত্য।

শব্দ উচ্চারণের পর অবস্থান করে না- এটি যুক্তিযুক্ত নয়। কোনও বস্তু কোনও কারণবশতঃ অভিব্যক্ত হলেও কারণের তিরোধান হলে তা পুনরায় অনভিব্যক্তও হতে পারে। একই রকম ভাবে যে কারণে শব্দের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে, তা ক্ষণকালের জন্য শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের কাছে শব্দকে অভিব্যক্ত করে তিরোহিত হয়ে যায়। ফলে শব্দ আচ্ছাদকের দ্বারা আবৃত হয়ে থাকে। বায়বীয় সংযোগবিভাগাত্মক ধ্বনিই শব্দের অভিব্যক্তির নেপথ্যে অন্যতম কারণ। এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত

---

[১৩] মী. সূ. - ১/১/১২

[১৪] যদি প্রাগুচ্চারণাদনভিব্যক্তঃ প্রযত্নেনাভিব্যজ্যতে – ১.১.১২ নং শা. ভা.

[১৫] তস্মাদুভয়োঃ পক্ষয়োঃ সমমেতত্। ১.১.১২ নং শা. ভা.

মীমাংসাসূত্রটি হল- 'সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাত্'।[১৬] অর্থাত্ শ্রাবণ প্রত্যক্ষের বিষয় যে শব্দ, সেই শব্দের অভিব্যঞ্জক ধ্বনি ফিরে আসে না বলে শব্দ সত্, নিত্য বা বিদ্যমান হয়েও তার উপলব্ধি হয় না। বক্তার প্রযত্নে অভিঘাত নামক বেগবশতঃ কোষ্ঠমধ্যবর্তী বায়ু কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানের সংস্পর্শের মাধ্যমে বিশেষ সামর্থ্যলাভের দ্বারা মুখের বহির্ভাগে উপস্থিত হলে চতুর্দিকের স্তিমিত বায়ুমণ্ডলে সংযোগ-বিভাগ সৃষ্টি হয়। সংযোগ বিভাগের ফলে কোষ্ঠবায়ু শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে আঘাত সৃষ্টি করলে বায়বীয় সংযোগবিশেষ উত্পন্ন হয়। শ্রোতার কর্ণমধ্যস্থিত স্তিমিত বায়ুমণ্ডলের দ্বারা আচ্ছাদিত শব্দ বায়বীয় সংযোগ বিভাগের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। তাই সংযোগ-বিভাগ শব্দের অভিব্যঞ্জক হিসাবে পরিচিত।[১৭] এই বায়বীয় সংযোগ বা বিভাগ ক্ষণকালস্থায়ী বলে পুনরায় শব্দ বায়ুমণ্ডলের দ্বারা আবৃত হয়ে যায়। ফলে পরক্ষণেই আবার শব্দের উপলব্ধি হয় না। বায়বীয় বেগের আধিক্য বা স্বল্পতা অনুসারে শব্দের স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতা হয়ে থাকে। প্রতিকূল বায়ুর সংস্পর্শে শব্দের বেগ হ্রাস পায় আবার অনুকূল বায়ুর সহায়তায় শব্দের বেগ বর্ধিত হয়। বাত্যাদির প্রবলতায় শব্দ অভিভূত হয়ে থাকে। ফলে সমীপস্থ ব্যক্তির কাছে শব্দ অস্পষ্ট হয়ে থাকে।[১৮] বক্তার মুখমণ্ডল থেকে নির্গত বায়বীয় সংযোগ বিশেষে কোনও গোলযোগ ঘটলে কোষ্ঠনির্গত বায়ুকণ্ঠ,

---

[১৬] মী. সূ. - ১/১/১৩

[১৭] তচ্চ সংযোগবিভাগসদ্ভাবে সতি ভবতীতি, সংযোগবিভাগাবেবাভিব্যঞ্জকাবিতি বক্ষ্যামঃ – ১.১.১৩ নং শা. ভা.

[১৮] অভিঘাতেন হি প্রেরিতা বায়বঃ স্তিমিতানি বাযন্তরাণি প্রতিবাধমানাঃ সর্বতোদিবক্কান্ সংযোগবিভাগানুত্পাদয়ন্তি। যাবদ্বেগমভিপ্রতিষ্ঠ্যন্তে। ১.১.১৩ নং শা. ভা.

তালু প্রভৃতি স্থান থেকে বিশেষ সামর্থ্য লাভ করতে পারে না বলে বর্ণসকলও পৃথক্ পৃথক্ হয়ে অভিব্যক্ত হতে সক্ষম হয় না। বর্ণের উপলব্ধির ক্ষণিকত্ব বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ক্ষণকালস্থায়ী বিদ্যুত্প্রকারের দ্বারা ক্ষণকাল-ই পার্শ্বস্থ বস্তুর উপলব্ধি হয়ে থাকে, পূর্বেও বা পরে তার উপলব্ধি হয় না। আবার প্রদীপের দ্বারা অন্ধকাররূপ আবরণ বিনষ্টীভূত হলে ঘটাদি পদার্থের অভিব্যক্তি হয়, ঠিক তেমনই ধ্বনিও আচ্ছাদক বায়ুমণ্ডলকে সরিয়ে শব্দের অভিব্যক্তি ঘটিয়ে থাকে, ধ্বনির অপগমে শব্দের প্রত্যক্ষের নিবৃত্তি হয়ে থাকে। উপরিউক্ত কারণবশতঃ শব্দ নিত্য হলেও উপলব্ধ হয় না।

বৈশেষিকগণ বলে থাকেন – 'সংযোগাদ্ বা বিভাগাদ্ বা শব্দাদ্ বা শব্দনিষ্পত্তিঃ'[১৯] অর্থাত্ সংযোগ বা বিভাগ বা শব্দ থেকেই শব্দের উত্পত্তি হয়ে থাকে। ধ্বনিতরঙ্গন্যায়ে প্রথম শব্দ থেকে অন্য একটি শব্দ, তা থেকে আবার অন্য একটি শব্দ উত্পন্ন হয়ে থাকে। পূর্ব পূর্ব শব্দ পরবর্তী শব্দ উত্পাদন করা মাত্রই বিনষ্ট হয় এবং অন্তিমশব্দটি নিজভাবেই ধ্বংস হয়ে থাকে। বৈশেষিকদের এই মতামত অযৌক্তিক কারণ এক্ষেত্রে আদিম ও অন্ত শব্দ শ্রবণযোগ্য নয়, শব্দ শ্রবণ বক্তার বিবক্ষা অনুসারে হয় না। পুনরায় তরঙ্গন্যায়ে শব্দশ্রবণ অস্বাভাবিক। এক্ষেত্রে প্রধান যুক্তি হল, বৈশেষিকগণ বলে থাকেন শব্দ আকাশের গুণ তাই তাতে ক্রিয়া ও বেগ কিছুই থাকতে পারেনা। ক্রিয়া ছাড়া তরঙ্গ সম্ভবপর নয়, শব্দের ক্ষেত্রে ক্রিয়া অর্থহীন। অতএব শব্দ জন্মাতেও পারেনা, দূরে কোথাও গমন করতে

[১৯] পণ্ডিত ভূতনাথসপ্ততীর্থ সম্পাদিত মীমাংসা দর্শন - পৃ. ৩৫

পারেনা, শব্দের অন্তিম বিনাশের কোনো হেতু থাকে না। এ বিষয়ে মীমাংসকদের মতই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। বক্তার বিবক্ষানুসারে শব্দশ্রবণ উপপাদিত হয়। অতএব শব্দের উপলব্ধি সবসময় সম্ভবপর না হলেও শব্দ নিত্য।

এরপর শব্দের নিত্যতা প্রতিপাদনে তৃতীয় যে যুক্তিটি মীমাংসা দর্শনে উল্লিখিত হয়েছে সেটি হল – 'প্রযোগস্য পরম্।[২০] অর্থাত্ শব্দের অনিত্যত্ব বোঝাতে যে কারণ বলা হয়েছে এক্ষেত্রে তার অর্থ শব্দের প্রয়োগ বা শব্দের উচ্চারণ। শব্দের অনিত্যতা বোঝাতে 'শব্দ করো' ইত্যাদিরূপে শব্দকে ক্রিয়ানিষ্পাদ্য হিসাবে প্রতিপাদিত করা হয়েছে।[২১] কিন্তু 'করো' শব্দের প্রযোগের দ্বারা শব্দের অনিত্যতা স্থাপিত হয় না। 'অবকাশ করো' ইত্যাদি স্থানে অবকাশ শব্দের অর্থ আকাশ যা নিত্য এবং বিভু। অতএব 'শব্দ করো' এর অর্থ শব্দের প্রয়োগ করো বা শব্দের উচ্চারণ করো। অতএব 'করোতিশব্দাত্' এই হেতুটির দ্বারা শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদন অসম্ভব কারণ হেতু অনৈকান্তিক। তাই শব্দ নিত্য হিসেবে চিহ্নিত হল।

শব্দের নিত্যতাকে সুনিশ্চিত করতে পুনরায় মীমাংসাসূত্রে বলা হয়েছে– 'আদিত্যবদ্ যৌগপদ্যম্'।[২২] অর্থাত্ সূর্যকে যেমন একই সময়ে বহু স্থানের বহু ব্যক্তিই পূর্ব, পশ্চিম প্রভৃতি দিকে অবস্থিত প্রত্যক্ষ করে ঠিক তেমনই যৌগপদ্য অর্থাত্ শব্দের যুগপদ্ ভাব বহু স্থানের বহু ব্যক্তির কাছে উপলব্ধ হয়ে থাকে। 'সত্ত্বান্তরে চ যৌগপদ্যাত্' (মী. সূ. – ১.১.৯) – এই সূত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষী শব্দের

---

[২০] মী. সূ. - ১/১/১৪

[২১] যদপরং কারণমুক্তম্ - 'শব্দং কুরু, (শব্দং) মা কার্ষীরিতি ব্যবহর্তারঃ প্রযুজ্যতে – ১.১.১৪ নং শা. ভা.

[২২] মী. সূ. - ১/১/১৫

অনিত্যভাবকে ফুটিয়ে তুলেছেন কিন্তু বর্তমান সূত্রের প্রেক্ষাপটে শব্দ যে নিত্য তা তুলে ধরব। একই স্থানে বহু জলপাত্র থাকলে তাতে বহু সূর্য দেখা যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য এক, বহু নয়।[২৩] অনুরূপভাবে একই স্থানে বহু শ্রোতার মাধ্যমে শব্দের পৃথক উপলব্ধি হলেও সূর্যের ন্যায় শব্দের বহুত্ব মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। দূরত্বরূপ দোষবশতঃ সকলে সূর্যের উপর সান্নিধ্য অধ্যাস আরোপ করে যেমন একইস্থানে যুগপত্ উপলব্ধি করে থাকে ঠিক তেমনই নিত্য, বিভু শব্দের পরিচ্ছিন্নতা এবং বিভিন্নস্থানে উপলব্ধি দোষ নিবন্ধনের কারণ হয়ে থাকে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে সূর্যের বেলায় দূরত্ব দোষই সান্নিধ্য অধ্যাসের কারণ হয়ে থাকে কিন্তু শব্দের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টিকে দোষ হিসেবে মনে করা হবে।

উত্তরে বলা হয়েছে শব্দের অভিব্যঞ্জক ধ্বনির পরিচ্ছিন্নতা, ক্ষণস্থায়িত্ব বা বেগবত্ত্বই দোষের কারণ। ঘটাকাশের ন্যায় শব্দকে পরিচ্ছিন্ন, ক্ষণিক ও বক্তার মুখবিবরে অবস্থিত বলে বোধ হয়ে থাকে। শব্দের সর্বত্র উপলব্ধি শব্দের বিভুত্বের একমাত্র পরিমাপক।

এমন কোনও স্থান অপ্রাপ্য যেখানে শব্দ উপলব্ধ হয় না। সুতরাং শব্দ অপরিচ্ছিন্ন। শব্দ যদি অনিত্য হত তাহলে বক্তার ব্যাপারবশতঃ শব্দ উত্পাদ্য হত কিন্তু শব্দ উপলব্ধ হয়। অতএব শব্দ বিভু ও নিত্য। পূর্বপক্ষীগণ শব্দকে এক বলে স্বীকৃতি দেয় না। তাঁদের মতে শব্দ যদি এক হয় তাহলে বিভিন্ন দেশে শব্দের

[২৩] আদিত্যং পশ্য দেবানাম্প্রিয়। একঃ সন্নমেকদেশাবস্থিত ইব লক্ষ্যতে – ১.১.১৫ নং শা. ভা.

উপলব্ধি সম্ভব নয়। শব্দ বিভিন্ন দেশে উপলব্ধ হয়, এই মতামত একদমই ঠিক নয়। শব্দ আকাশদেশযুক্ত, আকাশ এক তাই শব্দ বিভিন্ন দেশে উপলব্ধ হয় না।

সেক্ষেত্রে বলা যায় স্থানের বা দেশের বিভিন্নতারূপবশতঃ শব্দের বিভিন্নতারূপ বোধ জন্মে থাকে। শব্দ বিভিন্ন দেশস্থ নয়। শব্দের উপলব্ধির বিভিন্ন দেশতা ভ্রম।[২৪] কোনও ইন্দ্রিয় অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রকাশ না ঘটিয়ে স্বসংসৃষ্ট বিষয়ের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ে স্বদেশস্থ হয়েই শব্দ গ্রহণ করে থাকে। কখনও আবার বলা হয়ে থাকে দূরে শব্দ, নিকটে শব্দ, পূর্বে শব্দ, পশ্চিমে শব্দ ইত্যাদি অনুভব হয়ে থাকার কারণ কী? উত্তরে বলা হয় ইন্দ্রিয় সকল প্রাপ্ত বিষয়ের প্রকাশ এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ও নিত্য সমীপে বর্তমান শব্দের প্রকাশক। কিন্তু ত্রুটিবশতঃ শ্রোতা শব্দের প্রকৃত স্থান বুঝতে না পারায় অনুমানের দ্বারা গৃহীত ধ্বনির উত্পত্তি দেশকেই শব্দে আরোপিত করে থাকে। ফলস্বরূপ শব্দকে বক্তার মুখমণ্ডলরূপ দেশে অধ্যস্থ করে দূরত্ব বা নিকটত্ব অনুসারে শব্দকে দূরস্থ বা অন্তিকস্থ বলা হয়। কিন্তু এটি একটি ভ্রান্তিস্বরূপ। ধ্বনির আগমনই এক্ষেত্রে ভ্রমের কারণ। যাঁরা শব্দকে উত্পাদ্য বা পরিচ্ছিন্ন বলে মনে করেন তাঁরাও বক্তার মুখসমীপে যে শব্দের উপলব্ধি হয় তাকেও ভ্রম বলে মনে করেন। উপরিউক্ত যুক্তিগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শব্দের যুগসম্ভার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট উপলব্ধ হলেও শব্দ নিত্য।

---

[২৪] অতএব ব্যামোহা যন্নানাদেশেষু শব্দ ইতি। আকাশদেশশ্চ শব্দ ইতি। এবং চ পুনরাকাশম্। অতোঽপি ন নানাদেশেষু। অপি চ ঐকরূপ্যে সতি দেশভেদেন কামং দেশা এব ভিন্না ন তু শব্দঃ - .১.১৫ নং শা. ভা.

প্রকৃতি-বিকৃতি শব্দের অনিত্যত্বপক্ষে একটি অন্যতম কারণ হিসাবে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু মীমাংসকগণ বলেন বিকার অর্থাত্ পরিণাম কার্য নয়। সন্ধি বা অন্য কারণে যখন 'ই' কারের স্থানে 'য' কার হয়ে থাকে, তখন তা শুধুমাত্র অন্যবর্ণমাত্র। অর্থাত্ 'ই' কারাদি বর্ণের বিকার কার্য নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সূত্রটি হল – 'বর্ণান্তরমবিকারঃ'।[২৫] উচ্চারণস্থানের সাম্য থাকলেও প্রকৃতি-বিকৃতিভাব হয় না। সাদৃশ্য থাকলেই যদি প্রকৃতি-বিকৃতিভাব হত তাহলে দধি ও পিটকের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব থাকত।[২৬] সমানস্থান থেকে উচ্চারিত হলেও 'ই' কার ও 'য' কারের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব নেই। পুনরায় বলা যেতে পারে 'ইকো যণচি'[২৭] সূত্রের অর্থও এমন নয় যে 'য' কার 'ই' কারের বিকৃতি বা কার্য। সংহিতায় নৈকট্যবশতঃ 'ই' কারের স্থানে 'য' কারের প্রয়োগ হয়। যদি 'ই' কার 'য' কারের বিকৃতি হত তাহলে কুম্ভকার যেমন ঘট প্রভৃতির জন্য মৃত্তিকা গ্রহণ করে থাকে, লোকেও সেরূপ 'য' কারের উদ্দেশ্যে 'ই'কার গ্রহণ করত কিন্তু কেউ তা করে না। অতএব বর্ণসকলের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব নেই বর্ণসকল নিত্য।

শব্দের নিত্যত্ব বোঝাতে গিয়ে মীমাংসকগণ অপর একটি সূত্রের অবতারণা করেছেন - 'নাদবৃদ্ধিপরা'।[২৮] অর্থাত্ শব্দ নিত্য, শব্দের কোনও হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে না। উচ্চারণকারী ব্যক্তিদের বাহুল্যে শব্দের যে বৃদ্ধি বা আধিক্য অনুভূত হয় তা

---

[২৫] মী. সূ. - ১/১/১৬

[২৬] ন চ সাদৃশ্যমাত্রং দৃষ্ট্বা প্রকৃতির্বিকৃতির্বা উচ্যতে।

ন হি দধিপিটকং দৃষ্ট্বা কুন্দপিটকং চ প্রকৃতিবিকারভাবোঽবগম্যতে। - ১.১.১৬ নং শা. ভা.

[২৭] পা. - ৬/১/৭৭

[২৮] মী. সু. - ১/১/১৭

হল ধ্বনি বা নাদের বৃদ্ধি। শব্দ নিরবয়ব।[২৯] যে সমস্ত বস্তু সাবয়ব তাদেরই একমাত্র হ্রাস বা বৃদ্ধি সম্ভব। যেমন বস্ত্রাদির অবয়ব তন্তু সকল এবং তা সকলেরই উপলব্ধিযোগ্য। শব্দের অবয়ব কেহ কখনই শব্দমধ্যে অনুস্যূত দেখেনি। অনুমানের দ্বারা শব্দের অবয়ব সিদ্ধ হয় না। শব্দের অবয়বের কোন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য চিহ্ন নেই। সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের দ্বারাও শব্দের অবয়ব সিদ্ধ হয়না। শব্দ যেহেতু বিভু তার অবয়ব থাকতেই পারে না। অতএব বর্ণাত্মক শব্দসকল নিরবয়ব হওয়ায় তাদের মধ্যে আধিক্য বা অল্পত্ব থাকতে পারে না। পুনরায় বলা যেতে পারে শব্দের যে বৃদ্ধি হয় তার কারণ কী? উত্তরে বলা হয়েছে বৃদ্ধি হল শব্দের ঔপধিক ধর্ম। যেমন পুষ্করিণী ভূ-গর্ভস্থ নিরবকাশ, আকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নয়, খনিত-মৃত্তিকারূপ উপাধির অল্পত্ব বা মহত্ব আরোপণের দ্বারা আকাশাত্মক পুষ্করিণীকে ছোট বা বড় বলা হয় ঠিক তেমনই শব্দাভিব্যঞ্জক নাদ বা ধ্বনির আধিক্যকে শব্দে আরোপিত করে শব্দকেও অধিক বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলা হয়। বস্তুতঃ শব্দ নিত্য, বিভু, কূটস্থ, আধিক্য বা অল্পতা বলে তার কিছুই নেই। নৈয়ায়িকরাও শব্দের বৃদ্ধি বা হ্রাসকে ভ্রম বলে থাকেন কারণ তাঁদের মতে শব্দ আকাশের গুণ, যা গুণ তার আর গুণ থাকতে পারেনা। তাই তাঁরা বলেন ধ্বনির সংস্কারবশতঃ জ্ঞান থেকে শব্দের মহত্ত্ব বা অল্পত্ব ভ্রম জন্মায়। নাদেরই বৃদ্ধি বর্ণাত্মক শব্দের ওপর আরোপিত হয়ে থাকে।

[২৯] নিরবয়বো হি শব্দঃ – ১.১.১৭ নং শা. ভা.

ধ্বনি বা নাদ হল নিরন্তরভাবে উত্পাদিত শব্দাভিব্যঞ্জক বায়বীয় সংযোগ-বিভাগ বিশেষ। নাদের নৈরন্তর্যই শব্দের আধিক্য সৃষ্টি বা ভ্রমের কারণ।[৩০] নিরন্তরভাবে বহু ব্যক্তি যুগপত্ উচ্চারণের মাধ্যমে সঞ্জাত নাদ শ্রোতার কর্ণপটহে অবস্থিত স্থানকে ব্যপ্ত করে থাকে বলে শব্দ ও ধ্বনি অবিরাম বহুবার গৃহীত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারে নাদ যদি বায়বীয় সংযোগবিভাগাত্মক হয় তাহলে তার শ্রবণ-প্রত্যক্ষ কীভাবে হতে পারে? উত্তরে বলা যায়- পুষ্পাদি দ্রব্য যেমন নাসিকা গ্রাহ্য না হলেও পুষ্পাদির গন্ধ নাসিকা গ্রাহ্য তা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে বায়ু শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হলেও বায়ুর গুণস্বরূপ যে নাদ বা ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে। শুধুমাত্র শব্দ নয় শব্দের সঙ্গে ধ্বনিও গৃহীত হয়ে থাকে। উপরিউক্ত বক্তব্য ছাড়াও বলা হয় শব্দ বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। বর্ণাত্মক শব্দ কারও গুণ নয় তা শুধুমাত্র দ্রব্য ও নিরবয়ব। ধ্বন্যাত্মক শব্দ মীমাংসক মতে আকাশের গুণ নয় বায়ুর গুণ।

এইভাবে মীমাংসকগণ পূর্বপক্ষীগণ বা নৈয়ায়িকগণ প্রভৃতি আচার্যগণের শব্দের অনিত্যতার যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করে নিত্যত্বপক্ষে যথাযথ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

৩.৩. শব্দের অনিত্যতা পরিহারে মীমাংসকদের স্বকীয় যুক্তি:

পূর্বপক্ষীয় আপত্তি পরিহারের পর মীমাংসক দার্শনিকরা শব্দ নিত্য, অনিত্য নয় এই দৃষ্টান্ত নিশ্চিতভাবে প্রতিস্থাপনের জন্য আরও কতগুলি যুক্তির অবতারণা

---

[৩০] সংযোগবিভাগা নৈরন্তযেণ ক্রিয়মাণাশ্চ শব্দমভিব্যঞ্জন্তো নাদশব্দবাচ্যাঃ| তেন নাদস্যৈষা বৃদ্ধিঃ, ন শব্দস্যেতি। – ১.১.১৭ নং শা. ভা.

করেছেন। সেগুলি নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। পূর্ববর্তী ছয়টি সূত্রের মাধ্যমে নৈয়ায়িক প্রভৃতিগণের আপত্তির পরিহার হলেও শব্দ যে নিত্য তা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় না। এই বিষয়ে তাঁরা নিজস্ব কিছু যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। প্রথম যে যুক্তির অবতারণা তাঁরা করলেন তা হল – 'নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাত্'।[৩১] অর্থাত্ সকল বা প্রয়োজনীয় অর্থবোধ করানোই শব্দের উচ্চারণের মূল কাজ, তাই শব্দ নিত্য। শব্দ অনিত্য হলে অর্থবোধ হতে পারত না। অর্থপ্রতীতিই শব্দের উচ্চারণের মূল উদ্দেশ্য।[৩২] নিত্যতা বা অনিত্যতা শব্দের ধর্ম। অর্থপ্রতীতি সম্বন্ধজ্ঞান বিনা সম্ভব নয়। শব্দকে যদি আমরা ক্ষণিক বলে মনে করি তাহলে আবার সম্বন্ধবোধও সম্ভবপর হয়ে উঠবেনা। কারণ অন্বয়ব্যাতিরেক দ্বারা সম্বন্ধপ্রতীতি হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন দুই, তিনবার দর্শন ব্যতীত অন্বয়ব্যতিরেক গ্রহণ হয় না, শব্দ ক্ষণিক হওয়ায় শব্দের একাধিকবার গ্রহণও অসম্ভব। বিভিন্ন শব্দের গ্রহণের দ্বারা সম্বন্ধপ্রতীতি হতে পারে না, কারণ প্রত্যেকটি শব্দ পরস্পর ভিন্ন, একের দর্শনে অন্যের জ্ঞান অকল্পনীয়। যেমন– গো- শব্দের দ্বারা কখনই অশ্ববোধ হয় না। পুনরায় বর্ণসকল নিরবয়ব হওয়ায় তাদের মধ্যে সাদৃশ্যনিবন্ধন সম্বন্ধবোধ হয় না। সকল শব্দই যেহেতু ক্ষণিক ফলে অর্থহীন হওয়ায় কোনওটিরই সাদৃশ্যনিবন্ধন সম্বন্ধ-জ্ঞান দেখা যায় না।

শব্দকে ক্ষণিক হিসেবে কল্পনা করেও তার সাদৃশ্য-নিবন্ধনের দ্বারা অর্থবোধ হলে শব্দজ্ঞান ভ্রম হিসেবে পর্যবসিত হয়। কারণ 'শালা' শব্দ শ্রবণজ্ঞান হওয়া মাত্রই

---

[৩১] মী. সূ. - ১/১/১৮

[৩২] দর্শনমুচ্চারণং তত্ পরার্থম্, পরমর্থং প্রত্যায়য়িতুম্ – ১.১.১৮ নং শাবরভাষ্য

সাদৃশ্যনিবন্ধন 'মালা' হিসেবে অবগত হলে তা বাষ্পকে ধূম বলে মনে করার ন্যায় ভ্রম জন্মায়।[৩৩] যদি বলা হয় 'শালা' ও 'মালা' শব্দের মধ্যে ভেদ রয়েছে বলে অর্থবোধ ভ্রম হিসেবে নিশ্চিত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে অভেদে সাদৃশ্য হয়না, কিন্তু সাদৃশ্যস্থলে ভেদ থাকবেই। যদি তা না হয় তাহলে পূর্বশব্দ ও পরে উচ্চারিত শব্দ অভিন্ন হওয়ায় শব্দ নিত্যই হয়ে থাকে। একই কালে শব্দের উচ্চারণ, জ্ঞান ও অর্থবোধ হওয়াও সম্ভব নয় কারণ উচ্চারণ, জ্ঞান ও অর্থবোধ – এর পারম্পর্যই হল যুক্তি – এই কারণে শব্দ ক্ষণিক নয়।

শব্দের অনিত্যত্বরূপ ধর্ম কল্পনা করলে শব্দের প্রধান প্রয়োজন যা হল অর্থপ্রতীতি, তা সম্পাদনের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। তাই শব্দের নিত্যত্বধর্মই স্বীকার্য। কুমারিলভট্ট শ্লোকবার্ত্তিকগ্রন্থে শব্দনিত্যতাধিকরণে বলেছেন–

"স ধর্ম্মোঽভ্যুপগন্তব্যো যঃ প্রধানং ন বাধতে
ন হ্যঙ্গানুরোধেন প্রধানফলবাধনম্
যুজ্যতে নাবিপক্ষে চ তদেকান্তাত্ প্রসজ্যতে।" (শ্লো. বা. – ২৪০, ২৪১)

শব্দের নিত্যত্ব ও বিনাশিত্ব এই দুই ধর্মের মধ্যে সেই ধর্মই স্বীকার করা উচিত যা প্রধানের পথে বাধা না সৃষ্টি করে। কারণ অঙ্গের যে অঙ্গ তার অনুরোধে অর্থাত্ তাকে রক্ষা করার জন্য প্রধানীভূত ফলের বাধা সৃষ্টি করা যুক্তিসঙ্গত নয়। অর্থাত্ শব্দ অর্থবোধের অঙ্গ এবং শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতা শব্দের অঙ্গ। শব্দকে যদি বিনাশী বা অনিত্য বলা হয় তাহলে তা প্রধান ফলের ক্ষেত্রে বাঁধা নিশ্চিত করে

[৩৩] সদৃশ ইতি চাবগতে ব্যামোহাত্ প্রত্যয়ো ব্যবর্ত্তেত, শালাশব্দান্মালাপ্রত্যয় ইব – ১.১.১৮ নং শা. ভা.

থাকে। অতএব শব্দ নিত্য না হলে অর্থপ্রতীতি উত্পন্ন হয় না বলে শব্দকে নিত্য হিসেবেই ধরতে হয়। এরপরে মীমাংসকবাদী আচার্যগণ বলেছেন – 'সর্বত্র যৌগপদ্যাত্'।[৩৪] অর্থাত্ সর্ব বিষয়ে শব্দের যুগপদ্ জ্ঞান হয়ে থাকে। যেমন – 'গো' শব্দ উচ্চারণ করলে সমস্ত গোবিষয়ক জ্ঞানই শব্দের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে 'গো' শব্দের অর্থ জাতি।[৩৫] গরু বললে কোনও বিশেষ গো ব্যক্তিকে বোঝায় না। সমগ্র পৃথিবীতে বিদ্যমান গো ব্যক্তিরই প্রতীতি হয়ে থাকে। জাতিই শব্দের বাচ্য। জাতিই যে শব্দের বাচ্য তা মীমাংসকগণ 'আকৃতিস্তু ক্রিয়ার্থত্বাত্' (মী. সূ. – ১.১.৩৩) সূত্রে উপপাদন করেছেন। অতএব আকৃতিই যখন শব্দের অর্থ তখন শব্দের সঙ্গে আকৃতির সম্বন্ধজ্ঞান হতে পারে না। কোনও সম্বন্ধজ্ঞ ব্যক্তি অঙ্গুলিহেলনের মাধ্যমে যখন একটি গরুকে 'গো' শব্দ বাচ্য বলে নির্দেশ করেন তখন অব্যুত্পন্ন ব্যক্তি 'গো' শব্দের অর্থে একটি গরুকে না বুঝে গো জাতিকেই বুঝে থাকে। যদি তা না হয় তাহলে পরে অভিন্ন গরুর প্রত্যক্ষজ্ঞান হলেও তার শব্দজ্ঞান সম্ভব নয়। শব্দ যদি অনিত্য হয় তা হলে আকৃতির সাথে সম্বন্ধজ্ঞান অসম্ভব কারণ সকল শব্দ ক্ষণিক বলে কোনওরূপ অর্থই গৃহীত হয় না। কিন্তু শব্দ নিত্য হলে একই শব্দ পূর্ব অপর উভয়কালে থাকে বলে বারবার শ্রবণজ্ঞানের

---

[৩৪] মী. সূ. - ১/১/১৯

[৩৫] গো শব্দ উচ্চরিতে সর্বগবীষু যুগপত্ প্রত্যয়ো ভবতি। অতঃ আকৃতিবচনোঽয়ম্ – ১.১.১৯ নং শা. ভা.

মাধ্যমে অব্যুত্পন্ন ব্যক্তি অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা সম্বন্ধবোধ করতে পারে। অতএব শব্দ নিত্য।[৩৬]

পুনরায় বলা যায় শব্দের যেহেতু সংখ্যামূলক প্রয়োগ নেই তাই শব্দ নিত্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সূত্রটি হল – 'সংখ্যাঽভাবাত্'।[৩৭] পদার্থের বেলায় 'আটটি গরু কিনল' বা 'দশটি ঘট বিনষ্ট হল' – এরূপ বলা হয়ে থাকে কিন্তু শব্দের প্রসঙ্গে দেবদত্ত আটটি 'গ' শব্দ উচ্চারণ করল না বলে আটবার 'গো' শব্দ উচ্চারণ করল এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।[৩৮] এই কারণেও শব্দ নিত্য। শব্দের অনিত্যতা পক্ষে অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞা বিরোধ হয়ে থাকে বলেই শব্দের নিত্যতা আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়। যেমন– দশজনকে খাওয়ান হয়েছে বললে ব্যক্তিভেদ বুঝিয়ে থাকে এবং দশবার বললে ক্রিয়াভেদ বুঝিয়ে থাকে। একই রকম ভাবে দশবার 'গো' শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে উচ্চারণ ক্রিয়ারই ভেদ বোঝায় এবং 'গো' শব্দ যে অভিন্ন তা প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। একই ব্যক্তি বিভিন্ন পরিচয় ধারণ করলেও যেমন ভিন্ন হয় না তেমনই 'গ' কার দ্রুত, মধ্য বা বিলম্বিতভাবে উচ্চারণের দ্বারা বা ভিন্ন সময়ে উচ্চারণের মাধ্যমে তাকে পৃথক বলা যায় না। যদি এই যুক্তির দ্বারা কেউ 'গ' কারের পার্থক্য অনুমান করে থাকে তাহলে পৃথক্ পৃথক্ পরিচ্ছেদ পরিহিত এবং বিভিন্ন সময়ে দৃষ্ট একই ব্যক্তির বিভিন্নতা অনুমানের ন্যায় বিরোধী

---

[৩৬] নিত্যে তু সতি গোশব্দে বহুকৃত্ব উচ্চারিতঃ শ্রুতপূর্বশ্চাঽন্যাসু গোব্যক্তিষ্বন্বয়তিকারেকাভ্যামাকৃতিবচনমবাময়িষ্যতি। তস্মাদপি নিত্যঃ। – ১.১.১৯ নং শা. ভা.

[৩৭] মী. সূ. - ১/১/২০

[৩৮] অষ্টকৃত্বো গো শব্দ উচ্চারিতঃ ইতি বদন্তি, নাষ্টৌ গোশব্দা ইতি – ১.১.২০ নং শা. ভা.

দোষে দুষ্ট হবে। কারণ 'ইনি সেই একই ব্যক্তি' এরূপ প্রত্যভিজ্ঞার এটি বিরোধী বলে মনে করা হবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন প্রকার পরিচ্ছেদের ন্যায় যেমন দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত ধর্মের ভেদ 'গ' কারে প্রতীত হলে বা বিভিন্ন সময়ে 'গ' কার উচ্চারিত হলেও 'গ' কার সম্বন্ধে 'ইহা সেই গ' কার এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়ে থাকে। এই কারণে অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞা বলে বর্ণের নিত্যতাকেই স্বীকার করতে হয়।

আবার বলা হয়ে থাকে বর্ণবিষয়ক যে প্রত্যভিজ্ঞা তা সাদৃশ্য নিবন্ধন হয়ে থাকে, যেমন বিভিন্নকালীন একজাতীয় ঔষধকে 'এটি সেই ঔষধ' বলে একপ্রকার সাদৃশ্যমূলক প্রত্যভিজ্ঞা করা হয়। অনুরূপভাবে বর্ণ সম্বন্ধেও যে প্রত্যভিজ্ঞা তাকেও সজাতীয়মূলক বলে মনে করতে হয় কিন্তু ঔষধের ক্ষেত্রে অবয়ব-প্রত্যক্ষের দ্বারা ভেদ প্রত্যক্ষ হয় বলে তা অভেদ প্রত্যভিজ্ঞার বাধক হয়ে পড়ে। বর্ণের কোনও অবয়ব নেই বলে বারবার উচ্চারণে 'গ' কারের ভেদ প্রত্যক্ষ হয় না। কুমারিলভট্ট স্ফোটবাদ প্রকরণে এ প্রসঙ্গে বলেছেন –

"স এবেতি মতিনাপি সাদৃশ্যং ন চ তত্ ক্বচিত্

বিনাবয়বসামান্যাদ্ বর্ণেষ্ববয়বা ন চ"।[৩৯]

অর্থাত্ 'এটি সেই গ কার' ইত্যাদি জ্ঞান সাদৃশ্যমূলক জ্ঞান নয়। কারণ উভয়ানুগত অবয়বের বহুভাবে একরূপতা বিদ্যমান না থাকায় সাদৃশ্য হয় না।

---

[৩৯] শ্লো. বা, - ১৮ (স্ফোটবাদ)

কিন্তু বর্ণসকলের অবয়ব নেই। সুতরাং সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের মাধ্যমে ভেদ সিদ্ধ না হলে অনুমানের দ্বারা ভেদ সিদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ অনুমান অপ্রমাণ বলে তার দ্বারা কখনই প্রত্যক্ষের বাধ সিদ্ধ হতে পারে না। পুনরায় বলা হয় কোনও ব্যক্তির দ্বারা সূর্যের গতি প্রত্যক্ষ বা নৌকারূঢ় ব্যক্তির দ্বারা নদীতটস্থিত বৃক্ষাদির গতি প্রত্যক্ষ অনুমানাদির দ্বারা যেমন বাধিত হয়, সেরূপ বর্ণবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষাত্মক হলেও বাধিত হবে। সেক্ষেত্রে বলা হয় যে, যে প্রত্যক্ষপ্রমাণে বিষয়গত বা ইন্দ্রিয়গত কোনও দোষ উপলব্ধ হয়, সেখানে প্রত্যক্ষ অনুমানের দ্বারা বাধিত হয়ে থাকে। কিন্তু তীরস্থিত বৃক্ষাদি বা সুর্যের গতিমত্ব যে প্রত্যক্ষের কথা এখানে বলা হচ্ছে সেখানে নৌকার বা পৃথিবীর গতিমত্বই দোষ, যা বৃক্ষাদি বা সূর্যে আরোপিত হয়। শব্দবিষয়ক যে অভেদ প্রত্যক্ষ, তার মধ্যে কারণগত বা অন্য কোন প্রকার দোষ নেই বলে অনুমানাদি তার বাধক হতে পারে না।

গোত্ব জাতি স্বীকার্য কারণ প্রত্যেকটি গরু পরস্পর ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ হলে একজাতীয় জ্ঞানের বিষয় হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বর্ণাত্মক শব্দ পরস্পর ভিন্ন হলেও সেক্ষেত্রে ব্যক্তিবিষয়ক ভেদ ও ধর্মবিষয়ক অভেদবশতঃ একত্ব বুদ্ধির দ্বারা শব্দত্ব জাতি স্বীকার্য হয়ে থাকে। কিন্তু দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত উচ্চারণভেদে ‘গ’ ব্যক্তির ভেদ অনুভূত হয় বলে গত্বাদি জাতি স্বীকার করা যায় না। এইপ্রকার ভেদবুদ্ধির নিয়ামক হিসেবে বলা যায গত্ব জাতি এক বা এর কোনও ভেদ নেই। জাতির জাতি স্বীকার করলে অনবস্থা দোষ হয়ে থাকে। অথচ

গোত্বাদি জাতি দ্রুতবিলম্বিতাদিভেদে ভিন্ন প্রতীতি ঘটায়। এই স্থানে জাতির ব্যঞ্জক যে ব্যক্তি তার মধ্যে দ্রুতাদিভেদ ভাসমান হয়, তাই নিত্য এবং অভিন্ন জাতিতে আরোপিত হয়ে থাকে বলে দ্রুতাদিভেদে গোত্বাদি জাতির যে ভেদ তা উপাধিক। মীমাংসকরা এ প্রসঙ্গে বলেন – 'গ' কারাদি বর্ণ মূলতঃ এক ও অভিন্ন, কিন্তু ব্যঞ্জক নাদ অর্থাত্ ধ্বনির যে দ্রুতাদিভেদ, তাই নিত্য এবং বিভু ও একবর্ণে আরোপিত হয়ে থাকে। এটি মীমাংসকদের ক্ষেত্রে কল্পনালাঘবযুক্ত হলেও নৈয়ায়িকদের ক্ষেত্রে কল্পনাগৌরব দোষে দুষ্ট। তাই নৈয়ায়িকদের জাতির কল্পনা সত্ত্বেও পুনরায় তার ঔপাধিক ভেদ স্বীকার করায় তাঁদের জাতি কল্পনা বৃথা। এইজন্য কুমারিলভট্ট স্ফোটবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন –

'ত্বয়াপি ব্যঞ্জকব্যক্তিভেদাদ্ ভেদোঽভ্যুপেয়তে

মমাপি ব্যঞ্জকৈ র্নাদৈর্ভেদবুদ্ধির্ভবিষ্যতি।।

তেন যত্ প্রার্থ্যতে জাতেস্তদ্বর্ণাদেব লভ্যতে

ব্যক্তিলভ্যং তু নাদেভ্য ইতি গত্বাদিধীর্বৃথা।।[৪০]

অর্থাত্ 'গ' কারাদি জাতিত্ববাদী নৈয়ায়িকগণ জাতির ব্যঞ্জক যে ব্যক্তি, তার ভেদবশতঃ জাতির যে ভেদ প্রকাশিত হয়ে থাকে তাকে ঔপাধিক বলে স্বীকার করে থাকেন। মীমাংসকগণের মতে শব্দের ব্যঞ্জক যে নাদ, তার দ্বারাই বর্ণে ভেদবুদ্ধি আরোপিত হয়ে থাকে। অতএব জাতির কাছ থেকে নৈয়ায়িক যা প্রার্থনা

[৪০] শ্লো. বা. ২৫, ২৬ (স্ফোটবাদ)

করেন অর্থাত্ জাতি দ্বারা যা প্রতিপাদিত করেন তা বর্ণব্যক্তি দ্বারাই চরিতার্থ হয়। অতএব গত্বাদি জাতিবিষয়ক যে বুদ্ধি তা নিরর্থক। সুতরাং শব্দ ক্ষণিক নয়, কিন্তু নিত্য। এমনকি বৌদ্ধগণও শব্দকে ক্ষণিক বলে প্রমাণিত করতে পারেন না, কারণ প্রত্যেক পদার্থের বিনাশ দর্শন করে তাঁরা মনে করেন যা সত্ অর্থাত্ সত্তাবিশিষ্ট, সেই সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক। কিন্তু শব্দের দোষ নেই, তার অবক্ষয়ও পরিলক্ষিত হয় না। এটি সেই শব্দ - এরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান শব্দে হয়ে থাকে। আবার এই শব্দটি পূর্বে উপলব্ধ শব্দের ন্যায় এরূপ আনুমানিক জ্ঞানও হয়ে থাকে। ফলে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ অনুমানেরও উদয়ও হয়না এবং স্বকার্যও সিদ্ধ হয় না, তাই শব্দ নিত্য।[৪১] সুতরাং ক্ষণকালবাদী বৌদ্ধগণও শব্দকে ক্ষণিক বলে প্রতিপাদিত করতে সক্ষম হয় না। অতএব শব্দ নিত্য।

মীমাংসকগণ শব্দের নিত্যতা পক্ষে পরবর্তী যে সূত্রটির অবতারণা করলেন সেটি হল – 'অনপেক্ষত্বাত্'।[৪২] অর্থাত্ অপেক্ষা নেই যার, তা হল অনপেক্ষ। শব্দের বিনাশক কোনও কারণ নেই। শব্দের জনক কোন সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ নয়, যার কারণে শব্দের বিনাশ হতে পারে, সেই কারণে শব্দ নিত্য। বিনাশের কোন কারণ থাকলে, উত্পত্তি আছে কি না তা জানলেও বস্তুর বিনাশ স্বীকার করে নিতে হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্রাগভাব উত্পত্তিবিহীন হলেও নাশক

---

[৪১] ন চ শব্দস্যান্তোন চ ক্ষয়ো লক্ষ্যতে। 'স ইতি' প্রত্যক্ষঃ প্রত্যয়ঃ, সদৃশ ইত্যানুমানিকঃ। ন চ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধমনুমানমুদেতি, স্বকার্যং বা সাধয়তি তস্মান্নিত্য। – ১.১.২০ নং শা. ভা.

[৪২] মী. সূ. - ১/১/২১

কারণ বিদ্যমান থাকায় প্রাগভাব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শব্দের নাশক কারণ না থাকায় শব্দের বিনাশ স্বীকার করা যায় না। যে সমস্ত পদার্থের উত্পত্তি কোন কারণবশতঃ হয়ে থাকে অথবা কোন সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণের বিনাশেই ওই পদার্থের বিনাশ হয়ে থাকে। পুনরায় বলা যায় তন্তু বস্ত্রের সমবায়ী কারণ এবং তন্তুসংযোগ বস্ত্রের অসমবায়ী কারণ। অতএব তন্তুর বিনাশে বা তন্তুসংযোগের বিনাশে বস্ত্রের ধ্বংস বা বিনাশ হয়ে থাকে।[৪৩] শব্দ নিরবয়ব। শব্দের কোন সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ নেই। তাই শব্দের নাশও সম্ভব নয়। অতএব শব্দ নিত্য। এরপর মীমাংসকগণ বলেছেন – শব্দের প্রত্যক্ষাত্মক প্রত্যভিজ্ঞা নেই বলে এবং শব্দের মধ্যে বায়বীয় সংযোগের অভাব বিদ্যমান বলে শব্দ বিনাশী নয়। শব্দই নিত্য। এ প্রসঙ্গে মীমাংসকগণ যে সূত্রটির উল্লেখ করেছেন- প্রখ্যাভাবাচ্চ যোগস্য।[৪৪] 'বায়ুরাপদ্যতে শব্দতাম্' অর্থাত্ বায়ু শব্দাকারে পরিণত হয়। সুতরাং বায়ু যদি শব্দজন্য হয় তাহলে বায়ুর অবয়বের নাশে শব্দেরও ধ্বংস হতে পারে। শব্দকে বায়বীয় কখনই বলা যাবে না। শব্দ যদি বায়বীয় হত তাহলে বর্ণাত্মক শব্দের প্রত্যক্ষের সঙ্গে বায়বীয় অবয়বেরও প্রত্যক্ষদর্শন সম্ভব হত এবং তার প্রত্যভিজ্ঞাও হত, শব্দ স্পর্শযুক্ত হত| কিন্তু তা কখনই হয় না তাই বর্ণাত্মক শব্দকে স্পর্শহীন হওয়ায় বায়বীয় বলা যায় না।

---

[৪৩] তন্তুব্যতিষঙ্গজনিতোঽয়ম্, তন্তুব্যতিষঙ্গবিনাশাত্ তন্তুবিনাশাদ্বা বিনশ্যতীত্যবগচ্ছতি – ১.১.২১ নং শা. ভা.

[৪৪] মী. সূ. - ১/১/২২

অতএব বায়বীয় অবয়বের সংযোগনাশবশতঃ শব্দের বিনষ্টীভূত হওয়া যুক্ত তাও বলা যাবে না। পুনরায় তাই শব্দ বিনাশশীল নয়, শব্দ নিত্য।[৪৫]

শব্দ যে নিত্য তা যুক্তি উপপাদন করে শ্রুতি দ্বারা তাকে সমর্থনের জন্য মীমাংসকগণ পরবর্তী ও শেষ সূত্রটি করেছেন তা হল – 'লিঙ্গদর্শনাচ্চ'।[৪৬] অর্থাত্ বেদে নিত্যতাজ্ঞাপক বাক্য দৃষ্ট হয় বলে বেদ শব্দ নিত্য। যে বাক্য অন্য অর্থে তাত্পর্যবিশিষ্ট তা হল লিঙ্গ। অর্থাত্ লিঙ্গ অন্য অর্থের দ্যোতক। শ্রুতিতে 'বাচা বিরুপনিত্যয়া'[৪৭] – এরূপ বাক্য লক্ষ্য করা যায়। এটি অগ্নিস্তুতিমূলক। প্রয়োজনান্তরে প্রজ্জ্বলিত অন্য বস্তুর প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে সেরূপ এই বাক্যটিও বেদের নিত্যতার দ্যোতক।[৪৮] 'বিরূপনিত্যবাক্যের দ্বারা অগ্নির স্তব কর' – উক্ত বাক্যটির এটিই তাত্পর্য। রূপ শব্দের অর্থ কর্ত্তা, যিনি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত বা উচ্চারণ করে থাকেন। বিরূপ শব্দের অর্থ এখানে কর্তৃহীন। যা কর্তৃহীন অথচ নিত্য তাই হল বিরূপনিত্য। আবার প্রাগভাব কর্তৃহীন হলেও বিনাশী বা অনিত্য। কর্তৃহীন হলেই যে নিত্য হবে তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। একারণেই বলা হয়েছে– উত্পত্তি এবং বিনাশবিহীন। এখানে বেদবাক্যের নিত্যতা বেদবচনের

---

[৪৫] বায়বীয়শ্চেচ্ছব্দো ভবেদ্, বায়োঃ সন্নিবেশবিশেষঃ স্যাত্| ন চ বায়বীয়ান্ অবয়বান্ শব্দে যতঃ প্রত্যভিজ্ঞানীমঃ| যথা পটস্য তন্তুময়ান্, ন চৈবং ভবতি। স্যাচ্চেদেবং স্পর্শনেনোপলভেমহি। ন চ বায়বীয়ানবয়বান্ শব্দগতান্ স্পৃশামঃ। তস্মান্ন বায়ুকারণকঃ। অতো নিত্য – ১.১.২২ নং শা. ভা.

[৪৬] মী. সূ. - ১/১/২৩

[৪৭] ঋ. স. - ৮/৭৫/৬

[৪৮] অন্যপরং হীনং বাক্যং বাচো নিত্যতামনুবদতি। তস্মান্নিত্যঃ শব্দঃ – ১.১.২৬ নং শা. ভা.

দ্বারাই প্রসঙ্গক্রমে প্রতিপাদিত হয়েছে। বর্ণাত্মক শব্দের উৎপাদকসামগ্রীর অভাবহেতু সবসময়ে, সর্বস্থানেই তার অপরোক্ষাবভাস হয়ে থাকে, সেই কারণে বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য।

বর্ণের নিত্যতা প্রতিপাদিত হলেও যদি কেউ পদের নিত্যতা আশঙ্কা করেন সেক্ষেত্রে বার্ত্তিককার কুমারিলভট্টপাদ সমাধানকল্প আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বর্ণসকল নিত্য হলেও পদ নিত্য নয় যেহেতু ক্রমবিশিষ্ট বর্ণসমষ্টিই পদ। ফলে ক্রম দ্বারাও পদ ও পদার্থের সম্বন্ধের অনিত্যতা প্রতিপাদিত হয়। উত্তরে বলা যায় ক্রম কোথাও স্বতন্ত্র নয়, তা শুধুমাত্র ক্রমবিশিষ্ট পদার্থের অঙ্গ। বর্ণসকলের ভিত্তি বিশেষকেই ক্রম হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। পদবিষয়ে বর্ণসকলের যে ক্রম ব্যবহারিক জগতে পরিলক্ষিত হয়, তাতে কারও স্বতন্ত্রতা প্রকাশ পায় না। তাই ক্রমের কোনো কর্ত্তা নেই, সকলেই ক্রমের ব্যবহর্তা মাত্র। যাতে পুরুষের স্বাতন্ত্র্য থাকে, সে যথেচ্ছভাবে যা করতে পারে তাকে সেই বস্তুর কর্ত্তা বলা হয়। কিন্তু বর্ণবিষয়ে কোন ব্যক্তিই স্বতন্ত্রতা কল্পনা করা সম্ভব নয়। এই জন্য কুমারিল ভট্ট বলেছেন –

> "যত্নতঃ প্রতিষেধ্যা ন পুরুষাণাং স্বতন্ত্রতা'।
>
> বর্ণানাম্ অপি নন্বেবমকৌস্ত্যেঽপি সেত্স্যতি।।[৪৯]

[৪৯] শ্লো. বা. – ২৮৯ (শব্দনিত্যতাধিকরণ)

অর্থাৎ বৈদিকপদানুগত ক্রমের মধ্যে পুরুষের কোনও স্বতন্ত্রতা আছে বলা হলে তা যত্নসহকারে নিষেধ করা হবে। সুতরাং পদানুগত যে ক্রম তা ব্যবহারবশতঃ অনাদি বলে বর্ণের ন্যায় কূটস্থ, নিত্য না হয়ে প্রবাহরূপে নিত্য বলে বিবেচিত হয়। কুমারিল ভট্টপাদ আরও বলেছেন –

পরোঽপ্যেবমতশ্চাস্য সম্বন্ধবদনিত্যতা।

তেনৈব ব্যবহারাত্ স্যাদ্‌কৌটস্থ্যেঽপি নিত্যতা'।।[৫০]

পদগত ক্রমে কূটস্থতা না থাকলেও তা ব্যবহারতঃ নিত্য। ধ্বনিরূপ উপাধির ক্রমই বর্ণে আরোপিত হয়ে থাকে বলে বর্ণ নিত্য ও বিভু হলেও তার ঔপধিক ক্রম থাকতে কোনও বাধা থাকে না। কেউ কেউ বলেন ক্রম কাল ছাড়া অন্য কিছু নয়। কাল নিত্যই। সুতরাং ক্রমও বর্ণের ন্যায় নিত্য। সূর্যের গতিক্রিয়াদিরূপ উপাধি দ্বারা কালের ঔপাধিকভাব হয়ে থাকে এবং তাই ক্রমে আরোপিত হয়। সুতরাং বর্ণের ন্যায় তদাশ্রিত ক্রমও নিত্য হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় ক্রম দ্বারাও শব্দের অনিত্যতা স্বীকৃত হয় না। অতএব এখানেও শব্দ নিত্য হিসেবেই বিবেচিত হয়।

৩.৪. মীমাংসাসূত্র উল্লেখপূর্বক বেদের অনিত্যতা সাধনের মাধ্যমে শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদন :

[৫০] শ্লো. বা. – ২৯০ (শব্দনিত্যতাধিকরণ)

মীমাংসা দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে বেদের অর্থাত্ শব্দের নিত্যতার বিপক্ষে কতকগুলি যুক্তিকে পূর্বপক্ষ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল – যেমন – বেদ অপৌরুষেয় বা নিত্য বলে প্রমাণিত হলে শব্দও নিত্য বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু বেদে বিভিন্ন শাখার নাম দেখে মনে হয়, সেগুলি মনুষ্য কর্তৃক রচিত। কঠ, কলাপ, পিপ্পলাদ প্রভৃতি ব্যক্তিদের দ্বারা উক্ত হওয়ায় ঐ সকল শাখা কাঠক, কালাপক, পৈপ্পলাদ প্রভৃতি নামে খ্যাতিলাভ করেছে। সায়ণাচার্য এ বিষয়ে তাঁর পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করেছেন।[৫১] এ বিষয়ে পূর্বপক্ষ হিসাবে মহর্ষি জৈমিনি যে সূত্রটি করেছেন – "বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যা।"[৫২] অতএব বেদ কোনও না কোনও ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হওয়ায় বেদকে নিত্য বলা চলে না তাই বেদ অনিত্য। বেদ অনিত্য বলে প্রমাণিত হওয়ায় শব্দও অনিত্য হয়ে পড়ে।

'ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত'[৫৩], 'কুসুরবিন্দ ঔদ্দালকিরকাময়ত'[৫৪] প্রভৃতি বৈদিক বাক্য থেকে বোঝা যায় প্রবাহণের পুত্র ববর বা উদ্দালকের পুত্র কুসুরবিন্দের পরবর্তী সময়ে বেদ রচিত হয়েছে। সুতরাং বেদের আদি না থাকায় বেদ অনিত্য।

---

[৫১] বেদকর্ত্তৃত্বেন পুরুষা আখ্যায়ন্তে। বৈয়াসিকং ভারতং বাল্মীকীয়ং রামায়ণমিত্যত্র যথা ভারতাদিকর্তৃত্বেন ব্যাখ্যাদয় আখ্যায়ন্তে তথা কাঠকং কৌথুমং তৈত্তিরিয়মিত্যেবং তত্তদ্বেদশামাকর্তৃত্বেন কঠাদীনাম্ আখ্যাতত্বাত্ বেদাঃ পৌরুষেয়াঃ। - সায়ণ, ঋ. ভা. ভূ. – পৃ. ৫৭।

[৫২] মী. সূ. - ১.১.২৭

[৫৩] তৈ. সং. ৭/১/১০/২

[৫৪] তৈ. সং. ৭/২/২/১

বেদের অনিত্যের সাথে সংযোগ থাকার কারণে শব্দও অনিত্য। এ প্রসঙ্গে মীমাংসকদের উল্লিখিত সূত্রটি হল – 'অনিত্যদর্শনাচ্চ'।[৫৫] 'বেদে বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত', 'সর্পাঃ সত্রমাসত' ইত্যাদি উক্তি দৃশ্যমান। সায়ণাচার্যের ব্যাখ্যাতেও এই ধরণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৬] ব্যাখ্যা করে দেখা যায় বৃক্ষ অচেতন পদার্থ এবং সর্পও শাস্ত্রজ্ঞানহীন প্রাণী। যজ্ঞ করবার উপযোগী বুদ্ধি বা কর্মক্ষমতা এদের কারও মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। বেদের এই সমস্ত উক্তি বালভাষিতের ন্যায়। এইরূপ উক্তির দ্বারা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বা নিত্যতা কখনওই সিদ্ধ হতে পারে না। এইরকম উক্তি কেবলমাত্র কোনও অজ্ঞ পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত হওয়া সম্ভব। অতএব বেদের অনিত্যতা স্বীকৃত। বেদ অনিত্য হওয়ায় শব্দের অনিত্যতাও স্বীকার্য। বেদে বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞক্রিয়া বা উপাসনা দেখা যায়। কিন্তু বেদে এমন কতকগুলি বাক্য দেখা যায়- যেমন – 'সোঽরোদীত্। যদরোদীত্ তদ্ রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্'[৫৭], 'প্রতাপতিরাত্মনো বপামুদমিত্'[৫৮], 'দেবা বৈ দেবযজনমধাবসামদিশো ন প্রজানন্'[৫৯] – প্রভৃতি যেগুলির উপাসনা বা যজ্ঞে কোন ভূমিকা নেই। বেদ যদি

---

[৫৫] মী. সূ. - ১/১/২৮

[৫৬] ননু বেদে ক্বচিদেবং শ্রুয়তে 'বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত' 'সর্পাঃ সত্রমাসত' ইতি। তত্র বনস্পতীনামচেতনত্বাত্, সর্পাণাং চেতনত্বেঽপি বিদ্যা রহিতত্বাত্ ন তদনুষ্ঠানং সম্ভবতি। - সায়ণ, ঋ. ভা. ভূ. পৃ - ৫৯

[৫৭] তৈ. সং. - ১/৫/১/১

[৫৮] তৈ. সং. - ২/১/১/৪

[৫৯] তৈ. সং. - ৬/১/৫/১

নিত্য হত তাহলে এরূপ অনর্থক উক্তির উল্লেখ কখনওই থাকত না। অতএব বেদ যা শব্দময়, তা অনিত্য। অর্থাত্ শব্দও অনিত্য।

বেদে শাস্ত্রবিরোধ, দৃষ্টবিরোধ এবং শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ এই ত্রিবিধ বিরোধ দেখা যায়। বেদ অপৌরুষেয় বা নিত্য হলে এই ত্রিবিধ বিরোধের কোনটিই থাকতে পারত না।[৬০] অতএব বেদ অনিত্য। একইরকম ভাবে শব্দও অনিত্য।

বেদে বহুল পরিমাণে অনর্থক বা মিথ্যা উক্তি দৃষ্ট হয়। যথা – 'পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি'[৬১], 'তরতি মৃত্যুং তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে, য উ চৈনমেবং বেদ'[৬২] ইত্যাদি। সাধারণতঃ গৃহস্থ ব্যক্তিরা অগ্নিহোত্রাদি যাগেই সর্বদা পূর্ণাহুতি প্রদান করে থাকেন। যদি পূর্ণাহুতির দ্বারাই সকল-কামনা সিদ্ধ হয় তাহলে উত্তরকালীন অগ্নিহোত্রাদি কর্মের বিধি অনর্থক। অথবা যে ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সে পাপ থেকে উত্তীর্ণ হয় এবং ব্রহ্মহত্যা থেকে তাকে প্রথমে বেদ অধ্যয়ন করতে হয়। অধ্যয়নকালেই অশ্বমেধের স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া সম্ভব বলে 'অশ্বমেধেন যজতে' এই প্রকার বিধি অনর্থক হয়ে পড়ে। ফলে পুনরায় যজ্ঞানুষ্ঠান করার কোন প্রয়োজন থাকে না। এক্ষেত্রে যে সমস্ত অর্থবাদে পারলৌকিক

---

[৬০] শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চ। মী. সূ. - ১/২/২

[৬১] তৈ. ব্রা. - ৩/৮/১০/৫

[৬২] তৈ. ব্রা. - ৫/৩/১২/৭

বিষয়কীর্তিত রয়েছে সেগুলি অনর্থক বলে অপ্রমাণ হিসাবে নির্ধারিত হয়। ফলে বেদের নিত্যত্ব ব্যাহত হয় এবং শব্দের নিত্যত্বও ব্যাহত হয়ে পড়ে।[৬৩]

বেদে বিভিন্ন বিধান চোখে পড়ে যার কোন নির্দিষ্ট প্রয়োগস্থলই পাওয়া যায় না। যেমন – 'ন পৃথিব্যামন্নিশ্চেতব্যো নান্তরীক্ষে ন দিবি'[৬৪]। এই বাক্যে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গ সব স্থানেই অগ্নিচয়ন নিষিদ্ধ হয়েছে। সাধারণত অন্তরীক্ষে অগ্নিচয়ন সম্ভব নয়, এছাড়া স্বর্গেও অগ্নিচয়ন কখনই সম্ভবপর নয়। আবার পৃথিবীতে অগ্নিচয়ন যদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয় তাহলে বেদ যে যজ্ঞের বিধান দিয়ে থাকে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। অতএব এই প্রকার উক্তি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞতা-প্রসূত। তাই বেদকে নিত্য বলার ক্ষেত্রে সঙ্গত কোনও কারণ নেই।[৬৫] অতএব শব্দও অনিত্য।

বেদে এমন কিছু অর্থবাদের উল্লেখ রয়েছে যেগুলিতে এমন সব ফলের বিষয় বর্ণিত আছে যা হতে পারে না। যেমন – 'শোভতেঽস্য মুখং য এবং বেদ'[৬৬]। অর্থাত্ যে ব্যক্তি এইরূপ জানে, তার মুখ শোভিত হয়। বস্তুতঃ কোন বিষয় জানার ফলে কখনওই কারও মুখ শোভিত হতে দেখা যায় না। ফলে উক্তিটি নিষ্ফল বলে

---

[৬৩] অন্যানর্থক্যাত্ – মী. সূ. - ১/২/৪

[৬৪] তৈ. সং. - ৫/২/৭/১

[৬৫] অভাগিপ্রতিষেধাচ্চ – মী. সূ. ১/২/৫

[৬৬] তা. মহা. - ২০/১৬/৬

প্রমাণিত হয়। নিষ্ফল উক্তি কখনওই নিত্য হতে পারে না। ফলতঃ শব্দও অনিত্য বলে প্রমাণিত।

৩.৫. বেদের নিত্যতা সম্পাদনে উত্তরপক্ষীয় যুক্তিসমূহ :

মীমাংসকগণ শব্দের অনিত্যতার এই যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করেছেন এবং তত্সমন্বিত কতগুলি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। বেদের প্রত্যেকটি শাখা যে ব্যক্তিরা অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের নামানুসারে পরবর্তীকালে শাখাগুলি কাঠক, কালাপক, পৈপ্পলাদ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কঠ, কলাপ, পিপ্পলাদ প্রভৃতি মুনিগণ বেদের অংশগুলি প্রচার করেন মাত্র, তাঁরা মূলত রচয়িতা নন।[৬৭] সায়ণাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেছেন – বেদরূপী যে শব্দ কঠ প্রভৃতির পুরুষ অপেক্ষা প্রাচীনত্ব ও অনাদিত্ব পূর্ববর্তীগণ সূত্রের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। শব্দের পূর্বত্ব ও নিত্যত্ব অনাদিকাল থেকে প্রচলিত হয়ে এসেছে।[৬৮] সায়ণাচার্য মীমাংসা সূত্র (১/১/২৯) এর পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন – ''তু' শব্দো বেদানামনিত্যত্ব বারয়তি'[৬৯] অর্থাত্ 'তু' শব্দটি বেদসমূহের অনিত্যত্ব নিষেধ করছে।

---

[৬৭] আখ্যা প্রবচনাত্ – মী. সূ. - ১/১/৩০

[৬৮] উক্তং তু শব্দপূর্বত্বম্ – মী. সূ. ১/১/২৯

[৬৯] সায়ণ – ঋ. ভা. ভূ. পৃ.- ৫৮

'ববর প্রাবাহণি' উক্তিতে ববর কেবলমাত্র শব্দসামান্যের বিষয়।[৭০] 'প্রাবাহণি' – এর অর্থ হল প্রকৃষ্টভাবে যে বহন করে। 'ববর' বলতে কোন মানুষের কথা এখানে বলা হয়নি, ববর ধ্বনিযুক্ত প্রবহণশীল বায়ুর কথাই এখানে বলা হয়েছে।[৭১] বেদে বৃক্ষেরা যজ্ঞ করেছিল বা তির্য্যগ্‌যোনিজাত সর্পগুলিও যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিল' এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থবাদ বাক্য দেখা যায়। এগুলিকে উন্মত্তের ন্যায় তাত্‌পর্যশূন্য মনে করার কোনও প্রয়োজন নেই। বরং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বৃক্ষ, সর্প প্রভৃতি সকলে যদি যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ হয় তাহলে বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য বা ব্রাহ্মণগণের তা অবশ্য কর্ত্তব্য, সত্রে যাতে ব্রাহ্মণগণের প্রবৃত্তি জন্মে তাই এই অর্থবাদবাক্যের তাত্‌পর্য। এর দ্বারা বেদরূপী শব্দের নিত্যতা বা অপৌরুষেয়তা ব্যাহত হয় না।[৭২]

'বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্'[৭৩] – এই বাক্যে 'বর্হি' নামক যজ্ঞে রজত দান নিষেধিত হয়েছে। ঠিক এর পরেই 'সোঽরোদীত্', 'যদরোদীত্ তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্। তস্য যদশ্র শীর্য্যন্ত'[৭৪] ইত্যাদি অর্থবাদবাক্যে বলা হয়েছে যে তিনি রোদন করেছিলেন, তাই তিনি রুদ্র এবং রোদনকালে তিনি যে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন তা হল রজত অর্থাত্ কোনও ব্যক্তি যদি বর্হি নামক যাগে রজতরূপী দক্ষিণা দেয় তাহলে তাকে

---

[৭০] পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রম্ – মী. সূ. - ১/১/৩১

[৭১] ন তু মনুষ্যো ববরনামকোঽত্র বিবক্ষিতঃ, ববরধ্বনিযুক্তস্য প্রবহণস্বভাবস্য বায়োরত্র বক্তুং শক্যত্বাত্ - সায়ণ - ঋ. ভা. ভূ. পৃ.- ৫৯

[৭২] কৃতে বা বিনিয়োগঃ স্যাত্ কর্মণঃ সমত্বাত্। মী. সূ. - ১/১/৩২

[৭৩] তৈ. সং. - ১/৫/১/১

[৭৪] তৈ. সং. - ১/৫/১/২

নিয়ত রোদন করতে হয়। এরূপে রজত দানের নিন্দা বিষয়টি তুলে ধরে রজত না দেওয়ার প্রশংসাই করা হল। পুনরায় 'যঃ প্রজাকামঃ পশুকামঃ স্যাত্ স এতং প্রাজাপত্যমজং তপরমালভেত'[৭৫] – এই বিধিবাক্যের অর্থ প্রজাকামী এবং পশুকামী ব্যক্তি প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশ্যে শৃঙ্গহীন ছাগপশু দ্বারা যজ্ঞ করবে। এরপরে শ্রুতিতে উল্লেখ পাওয়া যায়– 'প্রজাপতিরাত্মনো বপামুদমিদত্' অর্থাত্ বিশিষ্ট প্রয়োজনার্থে নিজ বপা কর্তন করে যে কর্মানুষ্ঠান প্রজাপতি করেছিলেন, ধনাদি বাহ্য বস্তু ব্যয় করেও মানুষের সেই কর্ত্তব্য পালন করা উচিত। একই রকম প্রকারে 'আদিত্যঃ প্রায়ণীশ্চরুঃ'[৭৬] ইত্যাদি স্থানে অদিতি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রায়ণীয় প্রভৃতি নামক যজ্ঞে চরুর বিধান পঠিত, একই সঙ্গে 'দেবা বৈ দেবযজনকালে দিশো ন প্রাজানন্'[৭৭] এই শ্রুতিবাক্যটিও পঠিত হয়েছে। এই বাক্যটির তাত্পর্য হল যজ্ঞ বা উপাসনাস্থলে সম্পূর্ণ একাগ্রচিত্ত হওয়াটা অত্যন্ত আবশ্যক। এটিও একটি বিধিবাক্য। উপরি উল্লিখিত বাক্যসমূহের কোন বাক্যকেই ভ্রমাদিদুষ্ট বা প্রলাপ বলা যায় না। বেদের যে সব স্থানে উপাসনা বিধি আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে উক্তপ্রকারের বাক্যগুলির অর্থ নির্ণয় করতে হবে।[৭৮] তাই এক্ষেত্রে এদের নিত্যত্বও ব্যাহত হয় না। সুতরাং শব্দের নিত্যত্বও অব্যাহত থাকে।

---

[৭৫] তৈ. সং. - ২/১/১/৪,৫

[৭৬] তৈ. সং. - ৬/১/৫/১

[৭৭] তৈ. সং. - ৬/১/৫/১

[৭৮] বিধিনাত্ত্বেববাক্যত্বাত্ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ, মী. সূ. ১/২/৭

পূর্বপক্ষবাদীগণ শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধ প্রদর্শন করার জন্য ‘স্তেনং মনঃ অনৃতবাদিনী বাক্’[৭৯] – এই অর্থবাদটির উল্লেখ করেছেন। এখানে প্রায়িকতারূপ সাদৃশ্য অনুসারে গৌণভাবে ‘মনকে’ স্তেন এবং ‘বাক্‌কে’ অনৃতবাদিনী বলা হয়েছে।[৮০] কিন্তু মনের স্তেনত্ব এবং বাকের অনৃতবাদিত্ব বিবক্ষিত নয়। মানুষ ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ না হলে তার অসংযত মন চৌর্যের মত নিন্দনীয় কার্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে – এই রকম সতর্কতাই উক্ত বাক্য দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দৃষ্টবিরোধের উদাহরণরূপে যে অর্থবাদটি উল্লেখ করা যেতে পারে সেটি হল – “তস্মাদ্ ধূম এবাগ্নের্দিবা দদৃশে নার্চ্চিঃ। তস্মাদর্চ্চিরেবাগ্নের্নক্তং দদৃশে ন ধূমঃ’[৮১]। এই অর্থবাদটি ‘অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহেতি সায়ং জুহোতি সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহেতি প্রাতঃ’;[৮২]’’– এই বিধিদ্বয়ের অঙ্গ অর্থবাদটি বিধিদ্বয়ের প্রশংসাসূচক। সায়ংকালে অগ্নিমন্ত্রে এবং প্রাতঃকালে সূর্য্যমন্ত্রে হোম করার জন্য বেদের অন্যত্র বিধান রয়েছে। বিধানের সমর্থক হেতুরূপে অর্থবাদটি প্রযুক্ত হয়েছে। দূরত্ববশতঃ রাত্রিকালেই কেবলমাত্র অগ্নি দেখা যায়, তদ্ধেতু অগ্নিমন্ত্রে রাত্রিতে আহুতি প্রদান করবে এবং দিবাকালে শুধুমাত্র সূর্য্যকেই দেখা

---

[৭৯] মৈ. সং. - ৪/৫/২

[৮০] রূপাত্ ত্রায়াত্| মী. সূ. - ১/২/১১

[৮১] তৈ. ব্রা - ২/১/২/৯

[৮২] তৈ. ব্রা. - ২/১/২/১০

যায় তাই সূর্য্যমন্ত্রের দ্বারা আহুতি প্রদান করা হবে – এটি বেদবাক্যের তাত্পর্য।[৮৩] আচার্য্য সায়ণ তাঁর ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকাতে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।[৮৪]

পূর্বপক্ষীগণ 'শোভতেঽস্য মুখং য এবং বেদ'[৮৫] ইত্যাদি অর্থবাদের যে ফলহীনতা বলেছেন অর্থাত্ বেদবাক্যকে যে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করার প্রয়াস করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত নয়। উক্ত বাক্যটি দ্বারা বিদ্যাপ্রশংসা ব্যক্ত হয়েছে। এই অর্থবাদটি গর্গত্রিরাত্র বিধির শেষ অংশ। এই বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় সাধারণ লোকের মুখমন্ডল কর্ণাভরণ দ্বারা শোভিত হয়ে থাকে, কিন্তু শিষ্যদের সম্মুখে বিদ্বান ব্যক্তিগণের মুখ সাধু পদের উচ্চারণের মাধ্যমে বিনা কর্ণাভরণেও শোভিত হয়ে থাকে। অতএব প্রত্যেক ব্রাহ্মণের বেদবিদ্যা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করা উচিত। এইভাবে বিধিবিহিত কর্মের প্রশংসা করা হয়েছে।[৮৬] অতএব এর দ্বারাও বেদের

---

[৮৩] দূরভূয়স্তাত্। – মী. সূ. - ১/২/১১

[৮৪] যস্মাদ্ অর্চ্চির্দিবা ন দৃশ্যতে তস্মাত্ সূর্যমন্ত্র এব প্রাতঃ প্রযোক্তব্যঃ। যস্মাদ্ রাত্রাবর্চিরেব দৃশ্যতে তস্মাদগ্নিমন্ত্রো রাত্রৌ প্রযোক্তব্য সূর্যমন্ত্রশচ দিবা। ইত্যেবং তয়োঃ মন্ত্রয়োঃ স্তুতিঃ - সায়ণ - ঋ. ভা. ভূ. পৃ.- ৪৬

[৮৫] তা. ব্রা. - ২০/১৬/৬

[৮৬] বিদ্যাপ্রশংসা। মী. সূ. - ১/২/১৫

নিত্যত্ব বা শব্দের নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না। এ সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকাতে দিয়েছেন।[৮৭]

পূর্ণাহুতি, পশুবন্ধযাগ প্রভৃতির প্রশংসার পরিপ্রেক্ষিতেই বাক্যগুলি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। 'পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বান্ কামানাপ্নোতি'[৮৮] – এই অর্থবাদ বাক্যটি 'পূর্ণাহুতিং জুহুযাত্'[৮৯] বিধির শেষ অংশ হওয়ায় সেই অধিকারে কামনার সামর্থ্য অর্থাত্ সর্বত্ব বিবক্ষিত।[৯০] সকল ব্রাহ্মণকে খাওয়াবে বললে যেমন সকল শব্দ দ্বারা পৃথিবীর সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে বোঝায় না উপরন্তু গৃহে সমাগত ব্রাহ্মণকেই বোঝায়, ঠিক তেমনই যে সব ফলদানে পূর্ণাহুতির সামর্থ্য আছে, 'সর্ব' শব্দটির দ্বারা সেইসকল ফলকেই বোঝানো হয়েছে। এই পূর্ণাহুতি ত্রিবিধ ফলদায়ক, তাই একে সর্বফলদাতা বলা হয়েছে। সায়ণাচার্য ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা গ্রন্থের যে – তিন রকমের ফলের উল্লেখ করেছেন তা হল – প্রথমটি হল – পূর্ণাহুতির অভাবে আধানরূপ কর্ম অঙ্গবৈকল্য যুক্ত হয়, দ্বিতীয়টি হল আধান কর্ম সম্পূর্ণ হলে আহবনীয় ইত্যাদি অগ্নি অগ্নিহোত্রাদি কর্মের যোগ্য হয়ে থাকে, তৃতীয়টি হল ঐ

---

[৮৭] গর্গত্রিরাত্রবিধেঃ শেষঃ। তদ্বিষয়ং বেদনমপি মুখশোভাহেতুঃ কিমুত অনুষ্ঠানমিতি স্তুয়তে। যথা কর্ণাভরণদিশা মুখং শোভিতং ভবতি, এবং বেদিত্তুরুত্স্যহেন বিকসিতং বদনং শোভিতমিব শিষ্যেরুত্বীক্ষতে। অতঃ শোভাসাদৃশ্যগুণযোগাত্ শোভতে ইত্যুচ্যতে। সায়ণ - ঋ. ভা. ভূ. পৃ.- ৫২

[৮৮] তৈ. ব্রা. ৩/৮/১০/৫

[৮৯] তদেব

[৯০] মী. সূ. - ১/২/১৬

সকল কর্মের দ্বারা তত্ত্ববিষয়ক ফলপ্রাপ্তি ঘটে থাকে।[৯১] সুতরাং অর্থবাদ বাক্যটি মিথ্যা নয়।" অতএব বাক্যগুলির আনর্থক্য প্রকাশিত না হওয়ায় শব্দের নিত্যত্বের কোনও হানি ঘটে না।

চয়নকালে হিরণ্যধারণ অবশ্যকর্ত্তব্য। এই জন্য বলা হয়ে থাকে পৃথিবীতে অগ্নিচয়ন নিষিদ্ধ। 'ন পৃথিব্যামগ্নিশ্চেতব্যো নান্তরিক্ষে ন দিবি'[৯২] এই অর্থবাদটি 'হিরণ্য নিধায় চেতব্যম্'[৯৩] এই বিধির শেষাংশ। অন্তরিক্ষে অগ্নিচয়নের প্রসঙ্গতা নেই বলে তার নিন্দা নিত্যানুবাদ হোক। মহর্ষি জৈমিনি 'অন্ত্যয়োর্থযোক্তম্' (মীমাংসাসূত্র ১/২/১৮) সূত্রটির মাধ্যমে এরূপ উত্তর দিয়েছেন। এছাড়া শবরস্বামী, সায়ণাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণ সকলেই উপরিউক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে তা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন। অতএব অর্থবাদ সকলের প্রামাণ্য অব্যাহতই থাকে যার ফলে বেদের বা শব্দের নিত্যত্বও ব্যাহত হয় না।

এইভাবে মীমাংসকগণ বিভিন্ন যুক্তির খণ্ডন দ্বারা স্বকীয় যুক্তির প্রতিপাদনের মাধ্যমে শব্দের নিত্যতাকে উপস্থাপন করেছেন।

---

[৯১] পূর্ণাহুতেরভাবে সতি আধানরূপং কর্ম অঙ্গবিকলং ভবতি। তচ্চ বৈকল্যং পূর্ণাহুত্যা সমাধীয়তে ইত্যেকঃ কামঃ। তস্মিন্ সমাহিতে সতি আহ্বনীয়াদ্যগ্নরোঽগ্নিগ্নিহোত্রাদিকর্মসু যোগ্যা ভবন্তি ইত্যয়মন্যঃ কামঃ। তৈশ্চ কর্মভিস্তত্তত্ ফলং প্রাপ্যতে ইতি কামান্তরম্। ঈদৃশী সর্বকামাব্যপ্তিহৃত্যন্তরেষ্বপি বিদ্যতে ইতি চেত্, বিদ্যতাম্ নাম, কিং নশ্ছিন্নম্, ন খলু এতাবতা পূর্ণাহুতিস্তুতেঃ কাচিদ্‌হানিরস্তি। সায়ণ - ঋ. ভা. ভূ. পৃ.- ৫৩

[৯২] মৈ. সং. - ৬/২/৬

[৯৩] মৈ. সং. - ৬/২/৬

চতুর্থ অধ্যায়

বৈয়াকরণ মতানুযায়ী শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিচার

৪.১. মহাভাষ্য অনুসারে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রতিপাদন :

শব্দের দুটি রূপ একটি ব্যঙ্গ্য এবং অপরটি ব্যঞ্জক। ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধিতে বলা হয়েছে– "ব্যঞ্জকব্যঙ্গ্যভেদেন কার্যনিত্যয়োবর্ণাখন্ডস্ফোটাত্মকয়োর্দ্বয়ম্"। দু'য়ের মধ্যে ব্যঙ্গ্য স্বরূপটি নিত্য এবং ব্যঞ্জক স্বরূপটি কার্য। বর্ণাত্মক শব্দ কার্য এবং অখন্ডস্ফোট নিত্য। বর্ণাত্মক শব্দ বলতে প্রকৃতি প্রত্যয় প্রভৃতি বোঝায়। ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রকৃতি প্রত্যয়াদিবিভাগ দ্বারা অখন্ড স্ফোটের প্রতিপাদন করা হয়েছে। প্রকৃতি প্রত্যয় প্রভৃতি নিত্য অখন্ড স্ফোটের ব্যঞ্জক। যা থেকে অর্থ অভিব্যক্ত হয় তাই হল স্ফোট। স্ফুট্ ধাতুর উত্তর অপাদানে ঘঙ্ প্রত্যয়ে স্ফোট শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে - 'স্ফুটতি প্রকাশতে অর্থ অস্মাদিতি স্ফোটো বাচক ইতি যাবত্' (পদার্থদীপিকা)। বৈয়াকরণদের মতানুসারে শব্দের স্ফোটরূপ প্রবৃত্তি নিত্য এবং স্ফোটের অভিব্যঞ্জক ধ্বনি বা বর্ণরূপ শব্দ অনিত্য রূপে প্রদর্শিত হয়।

বৈয়াকরণদের অনেকের মতানুসারে পরা বা পশ্যন্তী বাক্ নিত্য, মধ্যমা ও বৈখরী অনিত্য। মূলাধারস্থ শব্দব্রহ্মরূপ স্পন্দন শূন্য বিন্দুরূপিণী বাক্ হল পরা, নাভি পর্যন্ত আগত বায়ুর দ্বারা অভিব্যক্ত বাক্ কে বলা হয় পশ্যন্তী, হৃদয় পর্যন্ত আগত বায়ুর দ্বারা অভিব্যক্ত জপাদিতে বুদ্ধির গ্রাহ্য বাক্ কে বলা হয় মধ্যমা, মুখ পর্যন্ত আগত বায়ুর দ্বারা অভিব্যক্ত অপরের শ্রোত্রের দ্বারা গ্রাহ্য শব্দকে বলা হয়

বৈখরী। পরা বাক্ মূলচক্রে অবস্থিত, পশ্যন্তী নাভিতে স্থিত, মধ্যমা হৃদি স্থিত এবং বৈখরী কণ্ঠদেশস্থ।

বৈয়াকরণেরা বাক্যস্ফোটকে নিত্য বলে স্বীকার করেছেন। কারণ বাক্যস্ফোট মূলতঃ অখণ্ড আবার কোনও কোনও বৈয়াকরণ নিত্য বর্ণস্ফোটও স্বীকার করে থাকেন, আবার কেউ কেউ বর্ণব্যতিরিক্ত নিত্য পদস্ফোট স্বীকার করেন। কৈয়ট তাঁর প্রদীপ টীকায় বলেছেন – 'কেচিত্ ধ্বনিব্যঙ্গ্যং বর্ণাত্মকং নিত্যং শব্দমাহুঃ। অন্যে বর্ণব্যতিরিক্তং পদস্ফোটমিচ্ছন্তি, বাক্যস্ফোটমপরে সংগিরন্তে।' (মহাভাষ্যপ্রদীপ১/১/১পৃ.৫৮)

এবার শব্দ নিত্য না অনিত্য তা নিয়ে বৈয়াকরণদের বিভিন্ন মতামতের পর্যালোচনাতে আসা যাক। বৈয়াকরণদের মধ্যে সর্বপ্রথম মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মতামত নিয়ে আলোচনা করব।

শাব্দিক মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি 'চত্বারি শৃঙ্গা'[১] মন্ত্রটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন– 'দ্বে শীর্ষে। দ্বৌ শব্দাত্মানৌ নিত্যঃ কার্যশ্চ'।[২] শব্দ দুটি ভাগে বিভক্ত যথা– নিত্য শব্দ ও কার্যশব্দ। স্ফোট নামক অখণ্ড শব্দের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তা শব্দের নিত্য স্বরূপ। ব্যাকরণশাস্ত্রে যে প্রকৃতি প্রত্যয়াদির বিভাগ প্রদর্শিত হয়ে থাকে তা শব্দের কার্যস্বরূপ। যে ধ্বনিকে বৈয়াকরণসম্প্রদায় নিত্য স্ফোটের অভিব্যক্তির কারণ বলেছেন তাকে শব্দের কার্যস্বরূপ হিসাবেও গণ্য করা হয়।

---

[১] ঋ. সং – ৪/৫৮/৩, বা. সং, ১৭/১৯, মৈ: সং, ১/৫/২

[২] প. ব্যা. মহা.ভা. ১/১/১ পৃ.৪০

শব্দ নিত্য না কার্য – এরূপ বিবদমান পরিস্থিতিতে ভাষ্যকার নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন – 'কিং পুনর্নিত্যঃ শব্দ আহোস্বিত্ কার্যম্'।[৩] শব্দ নিত্য বা কার্য এই সংশয় নিরসনকল্পে আচার্য ব্যাড়িকৃত 'সংগ্রহ' গ্রন্থের আলোকে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব উভয়পক্ষকেই ভাষ্যকার প্রয়োজনীয় বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী পাণিনি নিত্য ও অনিত্য উভয়বিধ শব্দকেই স্বীকার করে ব্যাকরণশাস্ত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন। শব্দের সাধনকালে তিনি বর্ণের লোপ, আগম, আদেশ প্রভৃতি বিকারের বিধান করেছেন। শব্দ যদি অবিকারী নিত্য হয় তাহলে বর্ণলোপাদির বিধান ব্যর্থ হয়। কিন্তু আচার্য পাণিনির বিধান ব্যর্থ হতে পারে না। তাই শব্দের অনিত্যত্বকে স্বীকার করতে হয়। আকর শব্দ যদি সদা অনিত্যই হয় তাহলে দুই বর্ণের পররূপসংহিতা উপপন্ন হয় না। ফলতঃ 'পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা'[৪] বিধান ব্যর্থ হয়ে পড়ে। সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব উভয়পক্ষেই দোষ ও প্রয়োজন উপলব্ধ হওয়ায় শব্দের সাধুত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উভয়পক্ষকে সমাদর করতে হবে। এই অভিপ্রায়ে পতঞ্জলি পূর্ববর্তী প্রামাণিক লক্ষসূত্রসংবলিত সংগ্রহগ্রন্থে বলেছেন - 'সংগ্রহ এতত্ প্রাধান্যেন পরীক্ষিতম্'– 'নিত্যং বা স্যাত্ কার্যো বেতি। তত্রোক্তাঃ দোষাঃ প্রয়োজনান্যপ্যুক্তানি। তত্র ত্বেষ নির্ণয়ঃ যদেব নিত্যঃ তথাপি কার্য্যঃ, উভয়থাপি লক্ষণং প্রবর্ত্ত্যমিতি'।[৫] সংগ্রহ গ্রন্থে শব্দকে পূর্বেই নিত্য ও বলা হয়েছে আবার কার্যও বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি

---

[৩] ব্যা.মহা.ভা. ১/১/১ পৃ.৫৭

[৪] পা. ১/৪/৯

[৫] ব্যা.মহা.ভা. ১/১/১ পৃ-৫৮

প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে যে, ভগবান পাণিনি কীরূপে ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রবৃত্ত হয়েছেন?[৬] বলা হয় তিনি শব্দের ব্যুত্পাদনের জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র রচনা করেছেন। শব্দ যদি নিত্য বলে পরিগণিত হয়ে থাকে তাহলে তিনি শব্দের স্রষ্টা হতে পারেন না, কিন্তু শব্দ যদি কার্য হয় তাহলে তিনি শব্দের স্রষ্টা হতে পারেন। এই সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে ভাষ্যকার নিজেই একটি বার্ত্তিক বাক্যের অবতারণা করেন– "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে লোকতেঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মো, যথা লৌকিকবৈদিকেষু" – বার্ত্তিকগ্রন্থ (১)।

ভাষ্যকার এই বাক্যটিকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগটি হল 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে'। অর্থাৎ শব্দ, অর্থ ও তাদের সম্বন্ধ নিত্য। এতে প্রমাণিত হয় যে তিনটিই সিদ্ধ অর্থাৎ নিত্য। বাক্যস্ফোটাত্মক শব্দও নিত্য এবং পদস্ফোটাত্মক শব্দ ও নিত্য। জাতিস্ফোটও নিত্য বলে প্রমাণিত। কখনও কখনও নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকরা শব্দকে কার্য বলেন। আবার বৈয়াকরণদেরও কেউ কেউ বর্ণাত্মক ধ্বনিকে কার্য বলে থাকেন। সেক্ষেত্রে শব্দ কীরূপে নিত্য বলে প্রমাণিত হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে কৈয়ট প্রদীপ টীকায় বলেছেন - কার্যরূপ শব্দ স্বরূপত নিত্য না হলেও প্রবাহ রূপে নিত্য।[৭] যাঁরা জাতিকে শব্দের অর্থ বলে থাকেন তাঁদের মতে জাতি নিত্য হওয়ায় অর্থও নিত্য। আর যাঁদের মতে ব্যক্তিই শব্দের অর্থ তাঁদের মতানুসারে ব্যক্তি মূলত অনিত্য হলেও প্রবাহ রূপে নিত্য।[৮] অতএব সেক্ষেত্রে

---

[৬] কথং পুনরিদং ভগবতঃ পাণিনেরাচার্যস্য লক্ষণং প্রবৃত্তম্, ব্যা.মহা. ভা. ১/১/১ পৃ-৫৮

[৭] কার্যশব্দিকানামপি মতে প্রবাহনিত্যতযার্থস্যাপি জাতিলক্ষণস্য নিত্যত্বম্ – মহা.ভা.প্র. পৃ-৫৯

[৮] দ্রব্যপক্ষেঽপি সর্বশব্দানামসত্যোনাধ্যবচ্ছিন্নং ব্রহ্মতত্ত্বং বাচ্যমিতিনিত্যতা প্রবাহ নিত্যতয়া বা- তদেব

অর্থও নিত্য বলে প্রমাণিত হল। শব্দ ও অর্থ নিত্য হওয়ায় তাদের সম্বন্ধও নিত্য। ভাষ্যকার এরপর আক্ষেপভাষ্যে প্রশ্ন উত্থাপিত করে নিজেই বলেছেন – 'অথ সিদ্ধশব্দস্য কঃ পদার্থ'[৯] অর্থাৎ সিদ্ধ শব্দের অর্থ কী? সমাধান ভাষ্যে তিনি বলেছেন – 'নিত্যপর্যায়বাচী সিদ্ধ শব্দঃ'।[১০] সাক্ষাত্ 'সিদ্ধ' শব্দটি নিত্য পর্যায়বাচক। কারণ 'সিদ্ধ' শব্দটি কূটস্থ অবিচালী, অতএব এটি নিত্য পদার্থে বর্তমান, নিত্য পদার্থকেই এটি বোঝায়। যেমন – স্বর্গ সিদ্ধ, পৃথিবী সিদ্ধ, আকাশ সিদ্ধ এরূপ ব্যাবহারিক প্রয়োগ দেখা যায়। ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক ভেদে নিত্যতা দ্বিবিধ হওয়ায় কোনও কোনও ব্যক্তি যাজ্ঞিক স্বর্গকে নিত্য বলে স্বীকার করে থাকেন। অতএব পৃথিবী, স্বর্গ, আকাশ প্রভৃতিতে যখন 'সিদ্ধ' শব্দ প্রযুক্ত হয় তখন 'সিদ্ধ' শব্দ যে 'নিত্য' অর্থেই প্রযুক্ত হয় তা স্বীকার করে নিতে হবে। পুনরায় 'সিদ্ধ' শব্দটি যেমন নিত্য অর্থে প্রযুক্ত হয় ঠিক তেমনই 'অনিত্য' বা 'কার্য' বস্তুকে বোঝানোর জন্যও 'সিদ্ধ' শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে, যেমন – 'সিদ্ধ ওদনঃ', 'সিদ্ধঃ সূপঃ', 'সিদ্ধঃ যবাগূ' প্রভৃতি। পূর্বপক্ষীর দ্বারা এরূপে দ্বিপাক্ষিক আশঙ্কার সৃষ্টি হলে মহাভাষ্যকার তাঁর সংশয় নিরসনকালে বলেন – "সংগ্রহে তাবত্ কার্যপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবান্ মন্যামহে নিত্যপর্যায়বাচিনো গ্রহণমিতি।"[১১] কার্যপ্রতিদ্বন্দ্বিভাব হেতুক নিত্য পর্যায়বাচক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ সংগ্রহ গ্রন্থে করা

---

[৯] ব্যা.মহা., ভা. ১/১/১ পৃ-৫৯

[১০] ব্যা. মহা, ভা.১/১/১ পৃ- ৬০

[১১] তদেব

হয়েছে।[১২] কার্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হল নিত্য। 'সিদ্ধ' শব্দ কার্যের প্রতিপক্ষভূত পদার্থকে বোঝানোর জন্য কেবলমাত্র নিত্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

মহাভাষ্যকার 'সিদ্ধ' শব্দের নিত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে যুক্তির অবতারণা করেছেন সেটি হল – 'অথবা সন্ত্যেকপদান্যবধারণানি...সিদ্ধ এব সাধ্য ইতি'।[১৩] 'সিদ্ধ' শব্দটি একপদ। অবধারণবাচী 'এব' শব্দের উল্লেখ ছাড়াই যে শব্দ স্বসামর্থ্যবশতঃ অবধারণের দ্যোতক হয় তাকে একপদ সাধারণত বলা হয়ে থাকে।[১৪] যেমন – অবভক্ষ বায়ুভক্ষ প্রভৃতি শব্দ একপদ। এখানে অবধারণবাচক কোনও শব্দ না থাকলেও এখানে অবধারণ অর্থ দ্যোতিত হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে 'সিদ্ধ' শব্দের অর্থ হবে 'সিদ্ধ এব' – সিদ্ধই এরূপ অবধারণ অর্থাৎ সাধ্য নয়। ব্যাখ্যাবলে বুঝতে হবে – শব্দ, অর্থ ও তাদের সম্বন্ধ সিদ্ধই, সাধ্য নয়। কার্য অর্থের ব্যবর্তক হচ্ছে সিদ্ধ শব্দটি। কার্য অর্থাৎ অনিত্য পদার্থের প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব থাকায় সিদ্ধতা নেই।[১৫] সুতরাং বার্ত্তিকে 'সিদ্ধ' শব্দটি নিত্য অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে কার্য অর্থে নয় এটিই হল মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায়।

---

[১২] তত্র কার্যপ্রতিপক্ষার্থাভিধায়ী সামর্থ্যাৎসদ্ধশব্দ ইতি স্মিতম্ – মহা.ভা.প্র ১/১/১ পৃ-৬১

[১৩] ব্যা. মহা, ভা. ১/১/১পৃ-৬০

[১৪] যদা তু দ্যোতকমন্তরেণ সামর্থ্যাদবধারণং গম্যতে তদা তদেকপদমিত্যুচ্যতে - মহা.ভা.প্র.১/১/১ পৃ-৬০

[১৫] কার্যাণাং তু পদার্থানাং প্রাগভাবপ্রধ্বংসভাবয়োরপি প্রাকৃতধ্বংসাবস্হযোঃ সিদ্ধতা নাস্তীতি ন তে সিদ্ধা এব। তদেব

নিত্য ও অনিত্য উভয় অর্থের বাচক 'সিদ্ধ' শব্দটির নিত্যত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষ্যকার যে চতুর্থ যুক্তির অবতারণা করেছেন, সেটি হল – "অথবা পূর্বপদলোপোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ..... সত্যভামা ভামেতি"।[১৬]

অনেক সময় লোকে শব্দের একাংশ প্রয়োগ করে সেই অর্থকে বুঝিয়ে থাকে। ভাষ্যকার এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন যে 'দেবদত্ত' একজন ব্যক্তির নাম। 'দেবদত্ত' শব্দের 'দেব' এই পূর্বপদলোপ করে শুধুমাত্র 'দত্ত' অংশের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বোঝায়। একইভাবে সত্যভামা শব্দে ভামা অংশের দ্বারাও একইভাবে বোঝানো সম্ভব। পূর্বেও শব্দের একাংশ নিয়ে সম্পূর্ণ শব্দের অর্থ বোঝানো হয়েছে- 'বিনাপি প্রত্যয়ং পূর্বোত্তর বদয়োর্বালোপোবাচ্যঃ (বা. ৩২৯৯)'। প্রত্যয়ের লোপ না হলেও পূর্ব বা উত্তর পদের বিকল্পে লোপ দেখা যায়। এরূপে 'সিদ্ধেশব্দার্থসম্বন্ধে' বার্ত্তিকে বার্ত্তিককার 'অত্যন্তসিদ্ধে' পদটির 'অত্যন্ত' পদটির লোপ ঘটিয়ে 'সিদ্ধে' এই একাংশের দ্বারা অত্যন্তসিদ্ধের অর্থকে বুঝিয়েছেন। 'সিদ্ধ' শব্দের অর্থ নিত্য এবং কার্য উভয়াপি স্থির হলেও বার্ত্তিকে 'অত্যন্তসিদ্ধ' পদার্থকে নির্দিষ্টরূপে বোঝাবার জন্যই বার্ত্তিককার 'সিদ্ধ' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। 'অত্যন্তসিদ্ধ' অর্থ অবিনাশী 'সিদ্ধ'। কার্য পদার্থ বিনাশী হওয়ায় তা অত্যন্তসিদ্ধ হতে পারে না। অতএব 'অত্যন্তসিদ্ধ' শব্দের একদেশ 'সিদ্ধ' শব্দের দ্বারা এখানে নিত্য পদার্থকেই বোঝানো হয়েছে, কার্য পদার্থকে বোঝানো হয়নি।

---

[১৬] ব্যা মহা.ভা. ১/১/১ পৃ-৬১

পূর্বে উক্ত যুক্তি প্রমাণের দ্বারা নিত্য অর্থ প্রমাণিত হলেও 'সিদ্ধ' শব্দ যে কখনও কার্য অর্থ বোঝাতেও ব্যবহৃত হতে পারে সে আশঙ্কার নিরসন হয় না। এরূপ সন্দেহের নিরসনকল্পে ভাষ্যকার চতুর্থ যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন – 'অথবা ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্ন হি সন্দেহাদলক্ষণম্।[১৭]

অর্থাৎ কোনও লক্ষণবাক্যে বা সূত্রে অর্থবিষয়ে সন্দেহের উপস্থিত হলে সেই লক্ষণবাক্যকে বা সূত্রকে ব্যাখ্যা করে নিশ্চয় করতে হবে। বিশেষ নিশ্চয় সন্দেহের নিবর্তক হয়ে থাকে। তাই আপ্তরচিত কোনও লক্ষণবাক্যে সন্দেহ উপস্থিত হলে তাকে পরিত্যাগ করা যাবে না, বরং তাকে ব্যাখ্যা করে তার বিশেষ অর্থ নিশ্চিত করে সন্দেহকে নিরসন করতে হবে।[১৮] শুধুমাত্র সন্দেহের কারণে কখনই কোনও আপ্তবাক্য বা অনুশাসনবাক্য অপ্রমাণ হয়ে যায় না। 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে এটি বার্ত্তিককারের অনুশাসনবাক্য। এই বার্ত্তিকস্থিত 'সিদ্ধ' শব্দটিকে নিত্য অর্থের পর্যায়বাচী বলে ব্যাখ্যা করতে হবে। বৃদ্ধ ব্যবহার থেকেও পদ, অর্থ ও উভয়ের সম্বন্ধের নিত্যতা প্রমাণিত হয়। সংগ্রহ গ্রন্থে তাই সিদ্ধ শব্দকেই নিত্য অর্থে ব্যবহৃত বলা হয়েছে।[১৯] ফলে সিদ্ধ এই শব্দটি যে নিত্যার্থক তা নিশ্চয় হয়ে যাবে এবং এই বিষয়ে সন্দেহের নিবৃত্তিও হবে।

---

[১৭] তদেব

[১৮] ন হি সন্দেহমাত্রাদলক্ষণা ভবতি পুনঃ প্রমাণান্তরেণ নিশ্চয়োৎপাদনাত্– মহা.ভা.প্র. ১/১/১/পৃ-৬১

[১৯] বৃদ্ধব্যবহারাদেব পদার্থসম্বন্ধানাং নিত্যত্বং সংগ্রহাদৌ স্থিতমিতি ব্যাখ্যানতঃ সিদ্ধ শব্দেন তদেবোপাত্ত মিত্যর্থঃ। তদেব

পুনরায় মহাভাষ্যকার আক্ষেপভাষ্যে উল্লেখ করেছেন– 'কিং পুনরনেন বর্ণ্যেন।..... যস্মিন্নুপাদীয়মানেঽসন্দেহঃ স্যাত্'।[২০] অর্থাৎ 'সিদ্ধ' শব্দ যেহেতু নিত্য ও কার্য দ্ব্যর্থক বোধক, তাই সন্দেহনিরসনকল্পে বার্ত্তিককার নিত্য শব্দের প্রয়োগ করে 'নিত্যে শব্দার্থসম্বন্ধে' প্রয়োগ করলে শব্দ নিত্য, অর্থ নিত্য ও তাদের সম্বন্ধ ও নিত্য বলে প্রমাণিত হত। সুতরাং বার্ত্তিককারের দৃঢ়তার সঙ্গে নিত্য শব্দের প্রয়োগ না করে সংশয়াত্মক 'সিদ্ধ' শব্দের প্রয়োগ করলেন কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে ভাষ্যকার নিজেই বলেছেন– মঙ্গলার্থম্।[২১] এটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। এই সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন – 'মাঙ্গলিক আচার্যো .... যথা স্যুরিতি'। কৈয়ট মাঙ্গলিক শব্দের আলোচনা করতে গিয়ে প্রদীপ টীকায় বলেছেন- 'অগর্হিতাভিষ্টার্থ সিদ্ধিঃ মঙ্গলং, তত্ প্রয়োজনমাচার্যো মাঙ্গলিকঃ'।[২২] মাঙ্গলিক শব্দটি আচার্যের বিশেষণ হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে। মাঙ্গলিক শব্দের অর্থ যিনি সর্বদা শিষ্যদের মঙ্গল করে থাকেন। কোন গ্রন্থের রচনার প্রাক্কালে তার মঙ্গলাচরণ অবশ্যকর্তব্য একটি রীতি। বার্ত্তিককারও একইরকম ভাবে এই রীতি অবলম্বন করেছিলেন। মঙ্গলের দ্বারা গ্রন্থসমাপ্তি হয় অথবা গ্রন্থসমাপ্তির বিঘ্ন ধ্বংস হয়। শাস্ত্রের আদিতে মঙ্গলাচরণ করা হলে শাস্ত্র জগতে প্রচারিত হয়ে থাকে, শাস্ত্রের অধ্যয়নকারীর জয় সুনিশ্চিত হয়, আবার তিনি দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়ে অভীষ্ট ফল লাভ করে থাকেন। বার্ত্তিককার এইসব উপযোগিতার কথা মাথায় রেখেই আদিতে

---

[২০] তদেব

[২১] তদেব

[২২] মহা.ভা.প্র. ১/১/১ পৃ-৬২

'নিত্য' শব্দের প্রয়োগ না করে 'সিদ্ধ' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। পূর্বপক্ষী এখানে প্রশ্ন তুলে বলতে পারেন মঙ্গলের জন্য 'অথ' শব্দের প্রয়োগ করে 'অথ নিত্যে শব্দার্থসম্বন্ধে' এরূপে গ্রন্থটি রচিত হলে মঙ্গলাচরণের সঙ্গে নিত্য অর্থও প্রকাশিত হত।

ভাষ্যকার এর উত্তরে বলেছেন 'সিদ্ধ' শব্দের ন্যায় 'নিত্য' শব্দেরও দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশিত। 'নিত্য' শব্দ কখনও আত্মার অবিনশ্বরত্বকে আবার কখনও পৌনঃপুন্যরূপ অর্থকেও উপস্থাপিত করে। নিত্য শব্দ আভীক্ষ্ণ্যার্থ বোঝানোর জন্য প্রয়োগ হয়েছে। তাই নিত্য শব্দটি কখনওই সন্দেহমুক্ত নয়। আভীক্ষ্ণ্য কথার অর্থ বারবার অর্থে যে শব্দ প্রযুক্ত হয়, বিরলার্থে নয়, আভীক্ষ্ণ্য শব্দের দ্বারা তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। কৈয়ট বলেছেন - "আভীক্ষ্ণ্যেণ যে শব্দাঃ যুজ্যন্তে আগোপালাঙ্গনং তেষামেবা স্বাখ্যানং স্যাদ্ ন বিরল প্রয়োগাণাম্"।[২৩] অতএব বার্ত্তিককার যদি 'নিত্য' শব্দ প্রয়োগ করতেন, তাহলে 'নিত্য' শব্দও দ্ব্যর্থক হওয়ায় আশঙ্কার সৃষ্টি হত। যেহেতু 'নিত্য' শব্দ মঙ্গলবাচক নয় 'সিদ্ধ' শব্দ মঙ্গলবাচক, তাই বার্ত্তিককার আদিতে 'সিদ্ধ' শব্দের প্রয়োগ করে শব্দের, অর্থের ও সম্বন্ধের নিত্যতা ও মঙ্গলাচরণ উভয়কার্য সম্পাদন করতে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

বার্ত্তিককার দ্বারা প্রযুক্ত 'সিদ্ধ' শব্দ যে শুধুমাত্র নিত্য অর্থেরই দ্যোতক তা বোঝাতে মহাভাষ্যকার পূর্বেই নানা যুক্তি দেখিয়েছেন। 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' এই

---

[২৩] তদেব

বাক্যের ‘সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ’ এরূপ বিগ্রহবাক্যও তিনি প্রদর্শন করেছেন। শব্দার্থসম্বন্ধে এই পদটি একটি সমাহারদ্বন্দ্বসমাসযুক্ত পদ। এই পদটির পূর্বে ‘সিদ্ধে’ পদটি রয়েছে। দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়- এই নিয়ম অনুসারে সিদ্ধে এই পদটি শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ এই তিনের সঙ্গেই সম্বন্ধযুক্ত হবে। ফলে শব্দ ও নিত্য, অর্থও নিত্য এবং সম্বন্ধও নিত্য বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এখানেই মহাভাষ্যকার পূর্বপক্ষীর আক্ষেপ প্রশ্ন তুলে বলেছেন – “অথ কং পুনঃ পদার্থং .... অর্থে সম্বন্ধে চ ইতি”[২৪] অর্থাৎ অর্থ কে নিত্য বললে সেটি জাতি বা ব্যক্তি এই দুইয়ের মধ্যে কাকে বোঝাবে? এর উত্তরে মহাভাষ্যকার নিজেই সমাধানে বলেছেন – ‘আকৃতিমিত্যাহ’ অর্থাৎ তিনি আকৃতিকেই পদের অর্থ বলে উপস্থাপনা করেছেন কারণ আকৃতি নিত্য। ব্যক্তি বা দ্রব্যকে তিনি পরিত্যাগ করেছেন, কারণ ব্যক্তি কখনই নিত্য হতে পারে না। যা নিত্য হতে পারে না তা শব্দের অর্থও হতে পারে না। - এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – ‘আকৃতির্হিনিত্যা দ্রব্যমনিত্যম্’।[২৫] ব্যক্তিকে পদার্থ বলে মনে করলে ‘সিদ্ধে অর্থে’ এরূপ অন্বয় অসিদ্ধ হয়ে পড়বে।

অনন্তর ভাষ্যকার ব্যক্তিকে যদি পদের অর্থ বলে গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রেও ‘সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে’ এই বার্ত্তিক গ্রন্থের সমন্বয় করা যাবে সে বিষয়ে পূর্বপক্ষের প্রশ্ন উঠিয়ে বললেন – ‘অথ দ্রব্যে পদার্থে কথং বিগ্রহঃ কর্তব্য’[২৬] অর্থাৎ দ্রব্য বা

---

[২৪] তদেব

[২৫] তদেব

[২৬] তদেব

ব্যক্তিকে যদি পদার্থ বলে মনে করা হয় তাহলে 'সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে' এক্ষেত্রে কীরূপে বিগ্রহ করা যাবে। উত্তরে তিনি বলেন – 'সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চ ইতি' – এইরূপ বিগ্রহে 'সিদ্ধে' শব্দটির 'শব্দ' এই শব্দের সঙ্গে এবং 'অর্থসম্বন্ধ' এই শব্দের সঙ্গে 'সম্বন্ধ' করতে হবে। 'শব্দার্থসম্বন্ধ' পদটিকে প্রথমে ষষ্ঠী তত্পুরুষ সমাস ও পরে সমাহার দ্বন্দ্বসমাসের দ্বারা নপুংসকলিঙ্গে শব্দার্থসম্বন্ধম্ এরূপ সমাসবদ্ধপদে পরিণত করলে তার উত্তর সপ্তমীর একবচনে 'শব্দার্থসম্বন্ধে' পদটি সিদ্ধ হবে। এরপর বার্ত্তিকবাক্যের অন্তর্গত 'সিদ্ধে' পদটির 'নিত্য' অর্থ 'শব্দার্থসম্বন্ধে' এই শব্দের অন্তর্গত 'শব্দ' এই শব্দের অর্থে এবং 'অর্থসম্বন্ধ' এই শব্দের অর্থে অন্বিত হবে। কিন্তু অর্থসম্বন্ধের অন্তর্গত 'অর্থ' এই শব্দের অর্থে অন্বিত হবে না। কারণ একটি পদের অর্থ অপর পদের প্রধান অর্থের সঙ্গে অন্বিত হয়, পদার্থের একাংশের সঙ্গে অন্বিত হয় না। দ্বন্দ্বসমাসে পূর্ব ও উত্তর উভয়পদের প্রাধান্য হওয়ায় 'সিদ্ধঃ শব্দঃ' অর্থাৎ নিত্য শব্দ এবং 'সিদ্ধঃ অর্থসম্বন্ধের' নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ নিত্য অর্থসম্বন্ধ এভাবে শব্দের এবং অর্থসম্বন্ধের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব পদের অর্থ অনিত্য হলেও সিদ্ধ শব্দের অর্থের অন্বয় না হওয়ায় কোনও দোষ হয় না।

এর পরেও আরও একটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। 'অর্থ' পদের অর্থ অনিত্য ব্যক্তি হলে অর্থসম্বন্ধ নিত্য হতে কীভাবে? অনিত্য অর্থের সম্বন্ধ অনিত্যই হয়। এই আপত্তির উত্তরে কৈয়ট প্রদীপ টীকায় বলেছেন – অর্থ অনিত্য হলেও অর্থের সঙ্গে শব্দের যে সম্বন্ধ তা হল যোগ্যতা এবং সেই যোগ্যতার আশ্রয় হল শব্দ। শব্দ

নিত্য হওয়ায় তাতে আশ্রিত যোগ্যতারূপ সম্বন্ধও নিত্য হতে পারে।[২৭] এই যোগ্যতাই অর্থজ্ঞানজনকত্ব যোগ্যতা বলে পরিচিত। নাগেশ এ প্রসঙ্গে বলেছেন – দ্রব্য বা ব্যক্তি অনিত্য হলেও শব্দ সেই অনিত্য অর্থের জ্ঞানের সৃষ্টি করে বলে অনিত্য পদার্থও বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়। সেই বুদ্ধিতে উপস্থিত অর্থের সঙ্গে শব্দের তাদাত্ম্য সম্বন্ধও নিত্য হয়ে থাকে। শব্দে স্থিত সম্বন্ধটি অর্থে স্থিত সম্বন্ধ থেকে অভিন্ন বলে শব্দের নিত্যতা নিবন্ধন তাদাত্ম্য সম্বন্ধটিও নিত্য হয়। আকাশ যেমন নিত্য সেরূপ আকাশবৃত্তি শব্দও নিত্য।[২৮] এ প্রসঙ্গে মহাভাষ্যকার বলেছেন – 'নিত্যেহ্যর্থবতামর্থৈরভিসম্বন্ধঃ'।[২৯] অর্থাৎ যে শব্দসমূহের অর্থ আছে সেই শব্দসমূহের অর্থের সাথে সম্বন্ধও নিত্য।

মহাভাষ্যকার 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় জাতিকে পদের অর্থ স্বীকার করেই বিগ্রহব্যাখ্যা করেছেন। আকৃতি বা জাতির নিত্যতা নিবন্ধন – এর ক্ষেত্রে সিদ্ধ এই বিশেষণের সঙ্গে অন্বয় দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রে দ্রব্যকে যদি পদের অর্থ স্বীকার করা হয় তাহলে দ্রব্যে 'সিদ্ধ' এই বিশেষণের সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্য বিধান হবে? সে প্রসঙ্গে তিনি – অথবা দ্রব্যে এব পদার্থে' ইত্যাদি যুক্তির

---

[২৭] অনিত্যেঽর্থে কথং সম্বন্ধস্য নিত্যতেতি চেত্, যোগ্যতালক্ষণত্বাত্ সম্বন্ধ্যস্য। তস্যাশ্চ শব্দাশ্রয়ত্বাচ্ছশব্দস্য চ নিত্যত্বাদদোষঃ। মহা.ভা.প্র.১/১/১ পৃ-৬২

[২৮] ননু তাদাত্মস্য সম্বন্ধে কথং তস্য নিত্যত্বমিতি চেন্ন। নষ্টভাবিবস্তুনোঽপি শব্দেন বোধাদ্বৌদ্ধার্থেন তস্য তাদাত্ম্যং নিত্যমিত্যাশয়াত্। শব্দবৃত্তিধর্মস্যৈবার্থবৃত্তিধর্মাভেদসাপন্নস্য তাদাত্ম্যত্বেনাদোষাচ্চ। শব্দস্য চ নিত্যত্বাদি'তি। আকাশবত্তন্নিষ্ঠশব্দোঽপি নিত্যঃ। মহা.ভা.ষ্য.প্রদীপোদ্দ্যোত প-৬২

[২৯] ব্যা.মহা.ভা.১/১/১ পৃ-৬২

অবতারণা করেছেন। মহাভাষ্যকার পূর্বে দ্রব্যকে অনিত্য এবং আকৃতিকে নিত্য বললেও আপাতত তিনি ঠিক বিপরীত মত পোষণ করে দ্রব্যকে নিত্য ও আকৃতিকে অনিত্য বলেছেন- 'দ্রব্যং হি নিত্যামাকৃতিরনিত্যা'।[৩০] এখন আকৃতি শব্দে আকার বা সংস্থান এবং দ্রব্য শব্দে কার্যের উপাদান দ্রব্যকে বুঝিয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেছেন – ঘটাদি কার্যের উপাদান মৃত্তিকাদি দ্রব্য নিত্য এবং কপালাদির আকারবিশেষ রূপ অনিত্য। মৃত্তিককে তিনি নিত্য দ্রব্য মনে করেছেন। পিন্ড, চূর্ণ, কপাল, ঘট প্রভৃতি আকৃতিগুলি বিনষ্ট হলেও মৃত্তিকা সর্বত্র একইভাবে বিরাজ করে। অনুরূপভাবে মূল উপাদান সুবর্ণ দ্রব্যরূপে নিত্য কিন্তু কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি আকৃতি অনিত্য। ভাষ্যকার নিজেই এখানে গভীরে প্রবেশ করে বলেছেন এই নিত্যতা হল আপেক্ষিক নিত্যতা, বাস্তব নিত্যতা এটি নয়। কপালাদির আকার, মৃত্তিকা বা সুবর্ণ অপেক্ষা ক্ষণকালস্থায়ী হওয়ায় অনিত্য। তুলনামূলকভাবে মৃত্তিকা বা সুবর্ণ অধিক কালস্থায়ী হওয়ায় নিত্য। বিশেষভাবে অবগত হলে দেখা যায় মৃত্তিকা, জল, তেজঃ প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ শেষ পর্যন্ত তাদের মূল কারণ শব্দভিন্ন অন্য কিছু নয়। এই শব্দব্রহ্মই সত্য বা নিত্য, বাকি সব কিছুই অনিত্য। আর এই শব্দব্রহ্মকেই মহাভাষ্যকার 'দ্রব্য' শব্দের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন এবং শব্দব্রহ্মের সমস্ত কার্যকে আকৃতি শব্দের দ্বারা বুঝিয়েছেন। সমস্ত শব্দের অর্থ ব্রহ্মতত্ত্ব হওয়ায়, অর্থ নিত্য হতে পারে। ঘট শব্দের অর্থ ঘটোপাধ্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। মৃত্তিকা শব্দের অর্থ মৃত্তিকাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম।

---

[৩০] ব্যা. মহা, ভা. ১/১/১ পৃ-৬৩

এইভাবে অসত্য উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মতত্ত্ব দ্রব্য পদ থেকে জ্ঞাত হওয়ায় দ্রব্য নিত্য এবং ব্রহ্মতত্ত্বে আরোপিত সংস্থানরূপ আকৃতি অনিত্য।

'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' বার্ত্তিক গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার প্রথমে 'জাতি' অর্থে 'আকৃতিকে' পদার্থ বলেছেন আবার পরে 'দ্রব্যকে' নিত্য ধরে পদার্থ বলে স্বীকার করেছেন। এখন 'আকৃতি' পদের অবয়বসংস্থান ধরে মহাভাষ্যকার 'আকৃতিকে' পদার্থরূপে স্বীকার করে নিয়ে কীভাবে পূর্বোক্ত বিগ্রহ সিদ্ধ হয় তা প্রমাণ করতে গিয়ে 'আকৃতাবপি পদার্থ এষ বিগ্রহো সম্বন্ধে... চেতি'[৩১] বাক্যের অবতারণা করেছেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে পূর্বপক্ষীর আক্ষেপকে অযৌক্তিক প্রমাণ করে বলেছেন – 'নৈতদস্তি নিত্যাকৃতিঃ'।[৩২] অর্থাৎ আকৃতি নিত্য। তিনি এখানে সংস্থানরূপ আকৃতির অনিত্যতার নিষেধ করে নিত্যতার কথা বলেছেন। ভাষ্যকার বলেছেন – কোনও দ্রব্যে বা ব্যক্তিতে অবয়বসংস্থান উপরত বা উপলব্ধ না হলেও অন্যত্র উপলব্ধ বা জ্ঞানের বিষয় হতে পারে। অর্থাৎ একই আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে থাকে, এক ব্যক্তি ধ্বংস হলেও অন্য ব্যক্তিতে সেই আকৃতি উপলব্ধ হয়। সংস্থানকে আকৃতি বলে গ্রহণ করলে সংস্থান এক না হওয়ায় ভাষ্যের বচনে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। সে প্রসঙ্গে ভাষ্যকারের বক্তব্য ব্যক্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন হলেও 'এটি গরু', 'এটি গরু' এরূপ অনুগত জ্ঞান হয়। এখানে অনুগমক এই জাতি। এই জাতিই আবার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বসংস্থানেরও অনুগমক। প্রতিটি গরুর

---

[৩১] তদেব

[৩২] তদেব

অবয়বসন্নিবেশের মধ্যে এমন একটি সাদৃশ্য আছে যা অন্য কোনও মহিষ প্রভৃতি অবয়বসন্নিবেশ থেকে ভিন্ন অথচ একজাতীয় বলে বোঝা যায়। অবয়বসন্নিবেশগুলি এক অনুগতজাতি বিশিষ্ট হওয়ায় কোন মৃত গো ব্যক্তিতে অবয়বসন্নিবেশরূপ আকৃতি না দেখা গেলেও অন্য গো ব্যক্তিতে অবয়বসন্নিবেশসদৃশ অবয়বসন্নিবেশ দেখা যায়। ফলে অবয়বসন্নিবেশ (সংস্থান) রূপ আকৃতিও নিত্য বলে ধরা যেতে পারে।" এই অবয়বসংস্থানের নিত্যতা বলতে প্রবাহনিত্যতা বা ধারা নিত্যতাকেই বুঝতে হবে। পারমার্থিক নিত্যতা নয়। যেমন সমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ বিনষ্ট হলে অপর তরঙ্গগুলি প্রবাহরূপে বা ধারারূপে নিত্য, ঠিক তেমনই গো ব্যক্তি বিনষ্ট হলেও অপর গো ব্যক্তি উত্পন্ন হয়ে বিনষ্ট হতে থাকলেও অন্য গো ব্যক্তি থেকে যায় – এইভাবে দ্রব্য বা ব্যক্তির ন্যায় অবয়বসন্নিবেশও প্রবাহরূপে নিত্য।

কোনও কোনও ব্যক্তি প্রবাহনিত্যতাকে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে উত্পত্তিবিনাশরহিতত্ব হল নিত্যত্ব। ভাষ্যকার এর উত্তরে বলেছেন – 'অথবা নেদমেব নিত্যলক্ষণম্.....যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে'।[৩৩] যা সম্বন্ধবিনাশেও অবিনাশী এবং জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশরূপ ষড়্ভাববিকারশূন্য তা নিত্য। তিনি আবারও বলেছেন যা বিনষ্ট হলেও তত্ত্বের বিনাশ হয় না তাও নিত্য।[৩৪] অর্থাৎ ধ্রুব, কূটস্থ লক্ষণদ্বারা লক্ষিত ব্রহ্মবস্তু নিত্য। গোত্বাদি জাতিও

---

[৩৩] তদেব

[৩৪] যস্মিন্বিহতেঽপি তদ্বৃত্তিধর্মো ন ভন্যতে তদিত্যর্থঃ। মহা.ভা.প্রদীপোদ্যোত১/১/১পৃ- ৬৪

নিত্য। এরূপ সংস্থানও নিত্য। শব্দব্রহ্মবাদী বৈয়াকরণদের মতানুয়ায়ী শব্দব্রহ্ম পারমার্থিক নিত্য। গোত্বাদি ব্যাবহারিক নিত্য। সংস্থান বা অবয়বসন্নিবেশ প্রবাহরূপে নিত্য। মহাভাষ্যকার এইভাবে প্রবাহরূপ আকৃতিনিত্যকে 'সিদ্ধ' শব্দের অর্থ ধরে 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' এই বার্ত্তিকের ব্যাখ্যা করেছেন। মহাভাষ্যকার 'যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে'[৩৫] 'বাক্যে তত্ত্বম্' শব্দটির উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে পূর্বপক্ষী তত্ত্বের স্বরূপ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে ভাষ্যকার উত্তরে বলেন – 'তস্য ভাবস্তত্ত্বম্'[৩৬] ধর্মিরূপবস্তুর প্রকারীভূত ধর্মকে ভাব বলে। সেই প্রকারীভূত ধর্মই বস্তুর তত্ত্ব। যেমন ঘটত্বই ঘটের তত্ত্ব। বস্তুবৃত্তি ধর্মই এখানে তত্ত্ব। মহাভাষ্যকার এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন – 'আকৃতাবপি তত্ত্বং ন বিহন্যতে'।[৩৭] অর্থাৎ আকৃতি বিনষ্ট হলেও তত্ত্ব বিনষ্ট হয় না। গরুর অবয়বসন্নিবেশ বিনষ্ট হলেও অবয়বসন্নিবেশ বৃত্তি গোত্বরূপ ধর্ম বিনষ্ট হয় না। সমবায় সম্বন্ধে গোত্ব জাতি গোব্যক্তিতে থাকলেও সামানাদিকরণ্য সম্বন্ধে গো এর অবয়বসংস্থানেও থাকে। গরুর সংস্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও তার তত্ত্ব অর্থাৎ গোত্ব নষ্ট হয় না বলে অবয়বসন্নিবেশরূপ আকৃতিও নিত্য হতে পারবে। এটি হল মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায়।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' বার্ত্তিক গ্রন্থের ব্যাখ্যাকালে কখনও দ্রব্যকে বা কখনও আকৃতিকে পদের অর্থ দেখিয়েছেন। তিনি আকৃতি

---

[৩৫] ব্যা.মহা, ভা. ১/১/১পৃ-৬৪

[৩৬] তদেব

[৩৭] তদেব

শব্দের অর্থকে জাতি ও সংস্থান দু'প্রকারে দেখিয়েছেন আবার দ্রব্য শব্দকেও ব্যক্তি ও উপাদান দ্ব্যর্থক অর্থে প্রকাশ করেছেন। 'সিদ্ধ' শব্দটির নিত্যত্ব প্রকাশে কখনও জাতির নিত্যতা কখনও সংস্থানের প্রবাহরূপ নিত্যতা কখনও বা দ্রব্যের আপেক্ষিক নিত্যতাকে তিনি তুলে ধরেছেন। কিন্তু বার্ত্তিকের 'সিদ্ধ' শব্দটির নিত্য অর্থ গ্রহণ করলে পদের অর্থ বস্তুত নিত্য না হওয়ায় অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হয়। তা পরিহার করার জন্য মহাভষ্যকার নিজেই বলেন – 'অথবা কিং ন এতেন .,.,. ইদং নিত্যম্ .... সম্বন্ধে চেতি'।[৩৮] অর্থাৎ জগতে নিত্য কিছু বস্তু রয়েছে। যে বস্তু নিত্য তাকেই পদের অর্থ বলে গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে মহাভাষ্যকার স্পষ্ট করে কিছু না বললেও কৈয়ট বলেছেন – যখন যখন কোনও শব্দ উচ্চারণ করা হয় তখন তখন অর্থাকার বুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞান উত্পন্ন হয়ে থাকে।[৩৯]

নাগেশ বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে বললেন – বাহ্য পদার্থ পদের অর্থ নয়, অর্থাকার বুদ্ধিতে যে বৌদ্ধ পদার্থ উপস্থিত হয় তাই বৌদ্ধ পদার্থ। কৈয়ট এবং নাগেশ উভয়ই বৌদ্ধ পদার্থের প্রবাহরূপ নিত্যতার কথা বলেছেন।[৪০] কৈয়ট ও নাগেশের এই বক্তব্যের সম্বন্ধে বলা হয় যে তাঁরা প্রবাহরূপে ব্যক্তি বা সংস্থান বা দ্রব্যকে পদের অর্থ বলে গ্রহণ করলেন কেন? 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' বার্ত্তিকের

---

[৩৮] তদেব

[৩৯] বুদ্ধিপ্রতিভাসঃ পদার্থঃ, যদা যদা শব্দ উচ্চারিতস্তদার্থকারা বুদ্ধিরুপজায়তে ইতি প্রবাহনিত্যত্বাদর্থস্য নিত্যত্বম্। মহা.ভা.প্র.১/১/১ পৃ-৬৪

[৪০] বাহ্যঃ পদার্থো ন শাব্দবোধে বিষয়ঃ কিন্তু বৌদ্ধঃ, স চ প্রবাহনিত্য ইতি ভাবঃ। মহা.ভা.প্রদীপোদ্দ্যোত১/১/১ পৃ-৬৪

ভাষ্যের ব্যাখ্যায় কৈয়ট বলেছেন – জাতিরূপ অর্থ নিত্য। ব্রহ্মতত্ব নিত্য হওয়ায় পদের অর্থও নিত্য হয়ে থাকে। অসত্য উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মতত্ত্বকেই পদের অর্থবলে গ্রহণ করলে পদের অর্থ যে নিত্য তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় (অর্থস্যাপি জাতিলক্ষণস্যনিত্যত্বম্, দ্রব্যপরেহপি সবর্বশব্দানামসত্যোপাধ্যবচ্ছিন্নং ব্রহ্মতত্ত্বং বাচ্যমিতি নিত্যতা, প্রবাহ নিত্যতয়া বা। মহা.ভা.প্র ১/১/১ পৃ-৫৯)। যাইহোক মহাভাষ্যকার 'সিদ্ধ' শব্দে 'নিত্য' অর্থই গ্রহণ করেছেন এবং শব্দ নিত্য, অর্থ নিত্য এবং তাদের সম্বন্ধও যে নিত্য সে প্রসঙ্গে তিনি 'লোকতঃ' এই বার্ত্তিকটির উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ অনাদি লোকব্যবহার থেকে শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যতার কথা জানা যায়। এখানে লোক শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে 'অনাদিলোকব্যবহার পরম্পরা' লোকের ব্যবহার বলতে বৃদ্ধদের ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে(শাব্দশ্চ ব্যবহারেহনাদিবৃদ্ধব্যবহার পরম্পরাব্যুৎপত্তিপূর্বকং ইতি শব্দাদীনাং নিত্যত্বম্।মহা.ভা.প্র.১/১/১ পৃ-৬৫)। শব্দার্থভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই একমাত্র কোন শব্দের সঙ্গে কোন অর্থের সম্বন্ধ রয়েছে তা জেনে শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন। লোকব্যবহার দ্বারা কীভাবে নিত্য শব্দার্থসম্বন্ধের জ্ঞান হয়, সে প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলেছেন – 'যল্লোকেঽর্থ মর্থমুপাদয়.....তাবত্যেবার্থমুপাদায় শব্দান্ প্রযুঞ্জতে'।[৪১] বক্তা শব্দোচ্চারণের মাধ্যমে শব্দকে অভিব্যক্ত করেন মাত্র, বক্তা কখনই অর্থকে উত্পাদন করেনা, শ্রোতার মধ্যে অর্থজ্ঞান উত্পাদন করেন। এর থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় শব্দ নিত্য, অর্থও নিত্য এবং তাদের সম্বন্ধও নিত্য। মহাভাষ্যকার

[৪১] ব্যা.মহা, ভা.১/১/১ পৃ-৬৩

আরও বলেছেন লোকে কার্য বা অনিত্য বস্তুকে ব্যবহার করার জন্য বস্তুর উত্পাদনে যত্ন করেনা। শব্দপ্রয়োগকারী বৈয়াকরণের গৃহে না গিয়ে বা শব্দের নির্মাণ বিষয়ে কোনও প্রযত্ন না করেই শব্দের প্রয়োগ করেন। এইভাবে শব্দের ব্যবহার থেকে জানা যায় শব্দ নিত্য এবং শব্দব্যবহার থেকে অর্থ বা সম্বন্ধের নিত্যতাও বোঝা যায়।

৪.২. বাক্যপদীয়ানুসারে শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিচার

ভর্তৃহরি ছিলেন অদ্বৈতবাদী বৈয়াকরণ দার্শনিক। তাঁর মতে উপনিষদে বর্ণিত আত্মতত্ত্বের ন্যায় 'শব্দতত্ত্ব'ই একমাত্র সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতানুযায়ী শব্দ হল ব্রহ্ম। উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মের ন্যায় শব্দতত্ত্বও সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ। এই শব্দতত্ত্বের চারটি রূপ বর্তমান– স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম। লোকব্যবহারে অর্থপ্রতিপাদনের জন্য শব্দের স্থূলরূপ-ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বৈয়াকরণগণ শব্দের দুটি রূপ স্বীকার করে থাকেন একটি হল নিমিত্ত ও অপরটি হল অর্থবোধক। নিমিত্ত শব্দ হল স্ফোট এবং অর্থবোধক বৈখরী শব্দ হল ধ্বনি। এদের মধ্যে স্ফোটকে অভিব্যঙ্গ্য এবং অপরটিকে অর্থাৎ ধ্বনিকে অভিব্যঞ্জক মনে করা হয়। বাক্যপদীয় গ্রন্থে শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে বিশাল প্রপঞ্চকে তিনি শব্দাত্মক ব্রহ্মেরই বিবর্তরূপে উল্লেখ করেছেন-

"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ"।।[১]

ভর্তৃহরি শ্রোত্রগ্রাহ্য স্থূল শব্দকেই ব্রহ্ম বলে উল্লেখ করেননি, তিনি নিত্য স্ফোটাত্মক শব্দকেই ব্রহ্মের স্বরূপ বলে চিহ্নিত করেছেন। ব্যাকরণাগম শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূলীভূত উপাদান শব্দের দ্বিবিধ প্রকারকে স্বীকার করে। একপ্রকার শব্দকে নিমিত্ত বলে মনে করে এবং অন্য প্রকারকে মনে করে শব্দ অর্থের বোধক। অর্থপ্রত্যায়ক শব্দ অভিব্যঙ্গ্য কারণ তা স্ফোটাত্মক। জ্ঞান যেমন

[১] বা. প. – ১/১

নিজেকে প্রকাশিত করে বিষয়কে প্রকাশ করে, অর্থপ্রত্যায়ক শব্দও তেমন নিজ স্বরূপকে প্রকটিত করে অর্থকে অর্থাৎ যা অভিধেয় তাকে প্রকটিত করে। স্ফোটাত্মক শব্দই নিত্য এবং কালাতীত। বুদ্ধি বা ধ্বনিরূপ উপাধিভেদবশতঃ স্ফোটের বিভিন্ন ভেদ কল্পিত হয়। ধ্বনি দু'প্রকারের – প্রাকৃত এবং বৈকৃত। স্থানকরণের অভিঘাত থেকে উৎপন্ন প্রাকৃত ধ্বনি স্ফোটাত্মক শব্দের গ্রহণ বা অভিব্যক্তির কারণ। শব্দের অভিব্যক্তি যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁদের মতে, শব্দ নিত্য। শব্দের যতক্ষণ না অভিব্যক্তি ঘটে ততক্ষণ তার উপলব্ধি হয় না।

ব্যাকরণদর্শনে শব্দ নিত্য, অর্থনিত্য ও তাদের সম্বন্ধও নিত্য রূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে। বাক্যপদীয় গ্রন্থে ভর্তৃহরি এই বিষয়ে যে শ্লোকটির অবতারণা করেছেন সেটি হল –

"নিত্যাঃ শব্দার্থসম্বন্ধাস্তত্রাম্নাতা মহর্ষিভিঃ।
সূত্রাণামতনুন্ত্রাণাং ভাষ্যণাঞ্চ প্রণেতৃভিঃ"।।[২]

'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' বার্তিকে ভাষ্যকার পূর্বেই বিস্মৃতভাবে শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধের নিত্যতা সম্বন্ধে বিচার করেছেন। পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে শব্দকে নিত্য বলে স্বীকার করেছেন। নিত্য শব্দের দ্বারা বাচ্য অর্থ অর্থাৎ শব্দার্থকেও নিত্য হতে হবে, তবেই শব্দের নিত্যত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। সম্বন্ধিদ্বয় যেখানে নিত্য, সেখানে তার সম্বন্ধ অনিত্য হতে কখনওই পারেনা। বাক্যপদীয়কার এই মতের সমর্থনে কারিকাটি উল্লেখ করেছেন। সূত্রকার, বার্ত্তিককার, ভাষ্যকার, পাণিনি সম্প্রদায়ের

[২] বা.প. – ১/২৩

মূর্ধন্য এই তিনজন আচার্য যাঁরা মুনিত্রয় বলে পরিগণিত, যাঁদের নামানুসারে পাণিনি ব্যাকরণ ত্রিমুনি ব্যাকরণ রূপে পরিচিত তাঁদের প্রত্যেকেরই শব্দ, অর্থ ও তাদের সম্বন্ধের নিত্যতা বিষয়ে একমত। এই বিষয়টিকে বোঝাবার জন্য কারিকাটিতে 'আম্নাত' পদটির প্রয়োগ করা হয়েছে, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ক্রমে যা গুরু শিষ্য পরম্পরায় অনুশিষ্ট হয়ে আসছে। শব্দ বলতে এখানে শব্দজাতি বা শব্দাকৃতি, অর্থ বলতে এখানে অর্থাকৃতি বা অর্থজাতিকে বুঝতে হবে, কারণ শব্দব্যক্তি অর্থাৎ প্রতিটি উচ্চার্যমান শব্দ পুরুষভেদে, কালভেদে, অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন এবং বিনাশশীল সুতরাং অনিত্য। সুতরাং ঘটাদি অর্থও ব্যক্তিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ও অনিত্য কিন্তু তা জাতিরূপে নিত্য অর্থাৎ জাতিতেই শক্তি স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে শব্দকে বা শব্দজাতিকে নিত্য বলে স্বীকার করলে শব্দের বাচ্যার্থও কি নিত্য হবে? শব্দ নিত্য এবং তার অর্থ যদি অনিত্য হয় তাহলে শব্দের নিত্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না, অতএব শব্দের নিত্যতার সঙ্গে অর্থের নিত্যতাও স্বীকার করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। শব্দ ও অর্থের নিত্যত্ব শুধুমাত্র জাতিপক্ষ স্বীকারের দ্বারাই সম্ভব। ভর্তৃহরি প্রকীর্ণকান্ডের 'জাতিসমুদ্দেশে' শব্দজাতি এবং 'অর্থজাতি'-র মধ্যে বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন –

সা জাতিঃ প্রথমং শব্দৈঃ সর্বৈরেবাভিধীয়তে।

ততোঽর্থজাতিরূপেষু তদধ্যারোপকল্পনা।।[৩]

---

[৩] বা. প. ৩/৬

ভর্তৃহরি বলতে চেয়েছেন- শব্দনিত্য, অর্থনিত্য। শব্দ বলতে শব্দাকৃতিকেই বুঝতে হবে। আকৃতি অর্থাৎ জাতির নিত্যত্ব হেতু শব্দ নিত্য। এই প্রসঙ্গে স্বোপজ্ঞবৃত্তি উল্লেখ্য।[৪] শব্দাকৃতির সঙ্গে অর্থাকৃতির বাচ্যবাচকভাব স্পষ্ট বিদ্যমান। শব্দ ও অর্থের নিত্যতা স্বীকৃত হওয়ায় শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধও নিত্য। শব্দ ও অর্থ ও সম্বন্ধের নিত্যতা যদি স্বীকৃত না হয় তবে যে সকল শব্দ সাধুশব্দরূপে শিষ্টগণকর্তৃক পরিগৃহীত হয়ে থাকে সেগুলিকে অসাধুরূপে এবং যে সমস্ত শব্দ অসাধু সেগুলিকে সাধুরূপে স্বীকার করতে হবে এবং তাদের অর্থের বিপর্যাস সাধন করতে কোনও বাধাই থাকবে না, ফলে ব্যাকরণের কোনও সার্থকতা রক্ষা করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। তাই ব্যাকরণের সার্থকতা প্রতিপাদনের জন্য আমাদের স্বীকার করতেই হবে শব্দ, অর্থ ও উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য। অনাদিশিষ্টাচার-পরম্পরা এবং ব্যাকরণাগম উভয়ই শব্দের অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদনে সক্ষম। আচার্য ভর্তৃহরি শব্দের নিত্যত্বকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদনের জন্য অপর একটি কারিকার অবতারণা করেছেন সেটি হল–

নিত্যত্বে কৃতকত্বে বা তেষামাদির্ন বিদ্যতে।

প্রাণিনামিব সা চৈষা ব্যবস্থানিত্যতোচ্যতে।।[৫]

অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্বপক্ষ বা অনিত্যত্বপক্ষ, যে পক্ষই স্বীকার করতে আমাদের হোক না কেন, প্রাণিগণের ন্যায় শব্দের ব্যবস্থানিত্যতা আমাদের মানতে হবে।

---

[৪] "নিত্যঃ শব্দো নিত্যোঽর্থঃ নিত্যঃ সম্বন্ধঃ ইত্যেষা শাস্ত্রব্যবস্থা। তত্র হি শব্দ ইত্যনেন শব্দাকৃতিরভিধীয়তে। এবং হ্যাহ – 'আকৃতিনিত্যত্বাত্ নিত্যঃ শব্দঃ ইতি। বা.প. ১/২৩, স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

[৫] বা. প. ১/২৮

নিত্যত্ব দু'প্রকারের হতে কূটস্থনিত্যতা এবং ব্যবহারনিত্যতা।[৬] 'কূটস্থ' শব্দটি স্থির, অপরিণামী, একরূপ পদার্থকে বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গীতাকে 'কূটস্থ অচল ধ্রুব'[৭]– এটি পরব্রহ্ম বা অক্ষরের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যে সব ব্যক্তি কূটস্থ নিত্যতা স্বীকার করেন তাঁদের মতে স্থানকরণাভিঘাতরূপ কারণপ্রসূতঃ শব্দের অভিব্যক্তি ঘটে। যাঁদের মতে শব্দ উৎপত্তির পূর্বে অসৎ ছিল অনন্তর উৎপত্তির পরে শব্দের সোপাখ্যত্ব ঘটে, আবার ধ্বংসের ফলে তার পুনরায় শব্দ নিরুপাখ্য-দশা প্রাপ্ত হয়– তাঁদের মতে শব্দ অনিত্য। শব্দের অনিত্যত্ব এভাবে স্বীকৃত হলেও এমন কখনওই বলা যায় না যে, শব্দের ব্যবহার পূর্বে কোনও কালে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ কোনও কাল কল্পনা করা সম্ভব নয় যাতে শব্দ ব্যবহার থাকবে না। কারণ শব্দব্যবহার অনাদি ও অনন্ত। তাই শব্দ নিত্য। এরূপ নিত্যতাকেই ভর্তৃহরি ব্যবস্থানিত্যতা বা ব্যবহারনিত্যতা বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যবহারনিত্যতাকে বোঝানোর জন্য ভর্তৃহরি প্রাণিদৃষ্টান্তকে উক্ত কারিকাতে তুলে ধরেছেন। প্রাণিদেহের উত্পত্তি বিনাশ জীবজগতে স্বীকৃত। জন্মান্তর-পরিগ্রহবশতঃ প্রবাহরূপে তার নিত্যত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। প্রত্যেক প্রাণিসমাজও অনাদি ও অনন্ত, প্রাণিসমজের লোকব্যবহার আমাদের নিত্য বলে প্রকাশিত। ব্যক্তিবিশেষ থাকুক বা না থাকুক মনুষ্য বা পশু-পক্ষী সমাজ প্রথমেও ছিল এবং পরবর্তী কালেও থাকবে। প্রত্যেক শব্দ পূর্ব পূর্ব পরম্পরাক্রমে আগত

---

[৬] কুটস্থনিত্যতায়া অন্যা ব্যবস্থানিত্যতা ইতি সংজ্ঞিতা। ব্যবহারনিত্যতেতি যাবত্। - হরিবৃষভ টীকা।

[৭] গীতা ১২/৩

এবং পরবর্তী কালেও শব্দ ব্যবহৃত হবে। শব্দকে কৃতক মনে করা হলে বা শব্দের আদি, অন্ত না থাকলেও শব্দ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে ব্যবহার নিত্য বলে প্রতিপাদিত হবে। ভর্তৃহরি তাঁর স্বোপজ্ঞটীকায় যথাযথ উল্লেখ করেছেন।[৮]

শব্দব্যবহারের মূলে তিনটি পদার্থ রয়েছে – শব্দ, অর্থ এবং উভয়ের সম্বন্ধ। শব্দ ব্যক্তবাক্ মানুষের সর্বব্যবহারের মূল আবার অব্যক্তবাক মানুষেরও শ্রুতিগোচর হয়ে থাকে। আমরা অচেতন মেঘ, নদী, জড়পদার্থেরও গর্জন উপলব্ধি করে থাকি। লোকব্যবহারে সবকিছুই শব্দরূপে নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু কি জাতীয় শব্দের অনুশাসন ব্যাকরণশাস্ত্রে হয়ে থাকে তা বোঝাবার জন্য ভর্তৃহরি বলেছেন –

"দ্বাবুপাদানশব্দেষু শব্দৌ শব্দবিদো বিদুঃ।
একো নিমিত্তং শব্দানামপরোঽর্থে প্রযুজ্যতে।।"[৯]

চেতন মনুষ্য যে ধরণের শব্দ ব্যাবহার করে তাকে উপাদান শব্দ বলে। এ প্রসঙ্গে বৃত্তিকার হরি বৃষভ বলেছেন– 'শব্দশব্দস্য নদীঘোষাদাবপি দর্শনাদবচ্ছিন্নত্তি উপাদান শব্দেষু ইতি উপাদান বাচকঃ।' প্রযোক্তা দ্বারা বিবক্ষিত উপাদান শব্দের উচ্চারণ আপাত দৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন রূপে প্রতীত হলেও শব্দবিদ্ বা শব্দতত্ত্বজ্ঞ বৈয়াকরণরা এ স্থলে শব্দের দুটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। উভয়ের মধ্যে একটি শব্দ ও অপরটি শব্দের নিমিত্ত। দ্বিতীয়টি অর্থের প্রতীতির কারণরূপে

---

[৮] যে চৈকত্বাহনতিক্রমেণ সমুচ্চিতবিরুদ্ধাঽপরিণামশক্তিরূপনির্ভাসপরিগ্রহঃ পূর্বাপরং বিশ্বমাচক্ষতে, তেষাং সর্বেষাং নাস্তি কশ্চিত্ অপ্রবৃত্তপ্রাণিব্যবহারঃ প্রথমা নাম কালাধ্বা। সা চেযনাদিরবিচ্ছিন্না প্রবৃত্তিনিত্যতা। মা হ্যুক্তম্ – 'তদপি নিত্যং যস্মিস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে' ইতি। - বা.প. ১/২৮.স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

[৯] বা. প. ১/৪৪

স্বীকৃত। বৈয়াকরণ সম্প্রদায়েরও দুইটি শব্দ যথাক্রমে ধ্বনি ও স্ফোটরূপে পারিভাষিক সংজ্ঞার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। ধ্বনি ও স্ফোট ব্যঙ্গও ব্যঞ্জক রূপে লোকব্যবহারে প্রতিভাত হয়। ব্যক্তবাক্ মানুষের ক্ষেত্রে ধ্বনি ও স্ফোট উভয়ই গৃহীত হয় এবং অব্যক্তবাক্ প্রাণীদের ক্ষেত্রে ধ্বনিই শুধুমাত্র গৃহীত হয়ে থাকে। মহাভাষ্যকার 'তপরস্তত্কালস্য'[১০] – সূত্রের ভাষ্যে এই বিষয়ে একটি বিশেষ কারিকার মাধ্যমে তা ব্যাখ্যাও করেছেন।[১১] স্থান ও করণের সংঘাতের দ্বারা যে বর্ণের উচারণ হয়ে থাকে সেই বর্ণ ক্ষণিক, ক্রমবিশিষ্ট, অর্থহীন হলেও তার দ্বারা অখণ্ড, নিত্য, অক্রম আন্তর শব্দের বোধ জন্মায় এবং এই নিত্য শব্দই বিবক্ষিত অর্থের বোধগম্যতার প্রতি কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং ধ্বনিরূপ যে একপ্রকার শব্দ, সেটি স্ফোট রূপে দ্বিতীয় প্রকার শব্দের কারণ বা নিমিত্ত। পুনরায় দ্বিতীয় প্রকার নিত্য স্ফোটরূপ অর্থের প্রতীতির কারণ। কারিকাটির দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাখ্যায় ভর্তৃহরি যথাযথভাবে বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন।[১২]

---

[১০] পা. সূ. ১/১/৭০

[১১] ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে।

অল্পো মহাংশ্চ কেষাঞ্চিদুভয়ং তত্স্বভাবতঃ।। ব্যা.মহা.ভা কারিকা (তপরস্তত্কালস্য)পৃ-৫৬৪

[১২] একে নিমিত্ত শব্দানাম্। যদধিষ্ঠানা যদুপাশ্রয়া যদাধারাঃ শ্রুতয়ঃ প্রত্যয্যামর্থে প্রতিপদ্যন্তে তস্য নিমিত্তত্বম্। অপরোঽর্থে। কারণব্যাপারাত্তু প্রতিলব্ধবিক্রিয়াবিশেষঃ শ্রোতানুপাতী প্রকাশকভাবেন নিত্যং প্রত্যাপরতন্ত্রোঽর্থেষু প্রযুজ্যতে। লব্ধানুসংহারো নিমিত্তম্, উপজানিতক্রমস্তু প্রত্যায়ক ইত্যেকে। তস্যাপি ক্রমরূপপ্রত্যয়স্তময়েনৈব প্রতিপত্তৃষু প্রাপ্তসমাবেশস্য প্রত্যায়কত্বমাচক্ষতে। অপর আহ – ক্রমবানক্রমনিমিত্তম্। অক্রমে তু বাগাত্মনি শ্রুত্যর্থশক্তী সংসৃজ্যেতে। বা.প.১/৪৪. স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

বাক্যপদীয়কার গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই স্ফোটাত্মক নিত্য শব্দের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়ে থাকে যে, স্ফোট যদি এক ও নির্বিভাগ এবং নিত্যই হয়, তাহলে তা থেকে ভিন্ন ভিন্ন ঘট-পটাদি শ্রুতির উদ্ভব কীভাবে হয়ে থাকে? এই প্রসঙ্গে তিনি যে কারিকাটির অবতারণা করেছেন –

বিতর্কিতঃ পুরা বুদ্ধ্যা ক্বচিদর্থে নিবেশিতঃ।

করণভ্যো বিবৃতেন ধ্বনিনা সোঽনুগৃহ্যতে।।[১৩]

প্রযোক্তপুরুষের বুদ্ধিতে বীজাকারে স্থিত শব্দভাবনা যখন বিশেষ কোন অর্থের প্রতীতি জন্মাবার প্রয়াস করে তখন তা বুদ্ধির দ্বারা বিতর্কিত হয়ে থাকে। শব্দভাবনা সূক্ষ্মবীজাকারে প্রথমে নির্বিশেষ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। উচ্চারণের পূর্ব মুহূর্তে তা বিশেষ অর্থাৎ ঘটপটাদি শব্দরূপে বুদ্ধির বিষয়ীকৃত হয়, সেইকালে ঘটপটাদিরূপ অর্থের সঙ্গে তার সম্বন্ধও স্থাপিত হয়। বৈয়াকরণ মতানুসারে শব্দ নিত্য, অর্থ নিত্য ও তাদের সম্বন্ধও নিত্য। শব্দের এই সম্বন্ধও তাদাত্ম্যরূপ। বুদ্ধির দ্বারা এই তাদাত্ম্য পুনরায় উজ্জীবিত হয়। একেই শব্দের অর্থবিশেষে নিবেশ বলা হয়েছে। এই অবস্থায় শব্দই অর্থ এবং অর্থই শব্দ হিসেবে প্রতীত হয়। স্থান ও করণের স্পন্দনের দ্বারা অভিঘাতের ফলে ‘ক’ ‘খ’ প্রভৃতি বর্ণ উচ্চারিত হয়ে থাকে। অর্থবিশেষে নিবেশিত শ্রুয়মান বর্ণের পরিণাম ঘটলে তা শব্দের বিবর্ত রূপে কথিত হয়। ‘অবিবৃত্ত’ শব্দবীজ এভাবে ‘বিবৃত্ত’ ভাব প্রাপ্ত হয়। এই বিবৃত্ত শব্দসমূহ ক্রমভাবী, উত্পত্তিবিনাশশীল, পরস্পর বিভক্ত হলেও বুদ্ধিস্থিত অখন্ড

[১৩] বা. প. ১/৪৭

শব্দভাবনাকে তা অভিব্যক্ত করে এবং সেই অভিব্যক্ত শব্দ স্বভাবতঃ অক্রম, নির্বিভাগ, এক এবং নিত্য। কিন্তু ব্যঞ্জক ধ্বনির ক্রমবত্ব, উৎপত্তিবিনাশশালিত্ব প্রভৃতি ধর্মের দ্বারা তার উপরক্ত হয়ে প্রতীতি ঘটায় বলে তা সক্রম, উৎপত্তিবিনাশশালী, অনিত্য ও বিভাগযুক্ত রূপে প্রতীয়মান হয়।

বুদ্ধিস্থিত স্ফোটাত্মক শব্দ এক ও নিত্য। নিত্য স্ফোটাত্মক উচ্চার্যমান ধ্বনিরূপ বৈখরী শব্দের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। যদি স্ফোটাত্মক শব্দ নিত্যই হয় তাহলে তার মধ্যে ক্রমপ্রতীতি কিভাবে সম্ভব? বলা হয় বর্ণস্ফোট যেহেতু নিত্য সেহেতু বর্ণসমূহের যৌগপদ্য জ্ঞান সম্ভব। অতএব ঘট স্ফোটাত্মক শব্দটির মধ্যে ঘকার, অকার, টকার, অকার – এরূপ ক্রম প্রতীতি হতে পারে এবং ঘট শব্দটির এককালিকত্ব নিবন্ধন হেতু অখণ্ডভাবে প্রতিপাদিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু স্ফোটাত্মক শব্দ বর্ণরূপ-ই হোক, পদরূপই হোক বা বাক্যরূপই হোক সর্বথা এক ও নিত্য হওয়ায় ভাগপ্রতীতি সম্ভব নয়। ফলে শব্দের নিত্যতা সম্পাদনে বাধার সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে ভর্তৃহরি সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত কারিকাটির উল্লেখ করেছেন –

নাদস্য ক্রমজন্মত্বাত্ ন পূর্বো ন পরশ্চ সঃ।

অক্রমঃ ক্রমরূপেণ ভেদবানিব জায়তে।।[১৪]

স্ফোটাত্মক শব্দের অভিব্যঞ্জক নাদ ক্রমিকভাবে উত্পন্ন হয়ে থাকে, সেহেতু বুদ্ধিস্থিত স্ফোটাত্মক শব্দ যা পূর্বও নয়, অপরও নয় অর্থাৎ যা ক্রমশূন্য, তা ক্রমরূপের দ্বারা যেন ক্রমবিশিষ্ট এবং ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। স্ফোটাত্মক

[১৪] বা. প. ১/৪৮

শব্দের বৈখরী ধ্বনি বা নাদের দ্বারাই অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। নাদাত্মক ধ্বনিগুলি নিত্য হলেও তাদের উচ্চারণ যুগপত্ হতে পারেনা, স্থান ও কারণের অভিঘাতের দ্বারাই তাদের অভিব্যক্তি ঘটে। বিশেষ কালপক্ষে যখন একটি ধ্বনির অভিব্যক্তি অভ্যনুজ্ঞাত হয়, অন্যান্য ধ্বনিগুলির অভিব্যক্তি তখন প্রতিবদ্ধ হয়ে যায়। প্রতিবদ্ধ ও অভ্যনুজ্ঞাতরূপ শক্তির সাহায্যে স্থান-করণাভিঘাতকে নিয়ন্ত্রণ করে বুদ্ধিস্থিত শব্দে ব্যঞ্জক ধ্বনির ভেদ ও পৌর্বাপর্য আরোপিত হয়। কিন্তু এই আরোপ সত্য নয় প্রতিভাস মাত্র। পদস্ফোটের ক্ষেত্রে যেমন ব্যঞ্জক বর্ণধ্বনিগত ক্রম ও ভেদ আরোপিত হয়, বাক্যস্ফোটের ক্ষেত্রেও পদধ্বনিজনিত পৌর্বাপর্য ও ভেদ আরোপিত হয়। এতে স্পষ্টতঃ হয় যে স্ফোটাত্মক শব্দ সর্বথা এক, নিত্য, ক্রমশূন্য এবং নির্বিভাগ, ধ্বনির ধর্মের দ্বারা রঞ্জিত হয় মাত্র। আচার্য ভর্তৃহরি স্বোপজ্ঞ বৃত্তিতে স্ফোটের এইরূপ বৈশিষ্ট্যের কথা স্পষ্টতঃই উল্লেখ করেছেন।[১৫]

স্ফোটরূপ নিত্য, অখণ্ড এবং দ্বৈতহীন শব্দ বিম্বস্থানীয়, স্থানকরণাভিঘাতবশতঃ বৈখরী নাদের দ্বারা তা অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। নাদ বা ধ্বনি প্রাকৃত বা বৈকৃত ভেদে আবার কখনও হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতভেদে মাত্রা ভিন্ন হয়ে

---

[১৫] ক্রমবতা হি ব্যাপারেণাপসংহ্রিয়মাণপ্রচয়রূপো নাদঃ সপ্রতিবন্ধাভ্যনুজ্ঞয়া বৃত্ত্যা স্ফোটাবদ্দ্যোতয়তি। স তদানীমেকোঽপি বিভক্তোদ্দেশাবচ্ছেদ ইব প্রত্যবভাসতে। তস্য তু ক্রমযৌগপদ্যে নিত্যত্বৈকত্বাভ্যাং বিরোধান্ন বিদ্যেতে। তেনাসাবেকত্বমনতিক্রমন্ সংসর্গিণোনাদস্য ভেদরূপমুপসংগৃহ্নাতি। সংসর্গিধর্ম এবায়মিত্থমংভূতঃ। তথা হ্যত্যন্তমভিন্নাত্মা ভিন্নরূপাবয়বোঽবয়বী নানাদেশস্থিতানেধারো বিচিত্র্যেণোপলভ্যতে – বা.প.১/৪৮.স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

থাকে এবং ফলে এতে বৃত্তিভেদও স্বীকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু উপরিউক্ত ভেদবশতঃ ধ্বনি দ্বারা অভিব্যক্ত স্ফোটরুপ অখন্ড, নিত্য, নির্বিভাগ এবং অদ্বৈত শব্দতত্ত্বের কোনো ভেদ ঘটে না।

এ প্রসঙ্গে ভর্তৃহরি বলেছেন –

প্রতিবিম্বং যথান্যত্র স্থিতং তোয়প্রিয়াবশাৎ ।

তৎপ্রবৃত্তিমিবানবেতি স ধর্মং স্ফোটনাদয়োঃ ।।[১৬]

অর্থাৎ নাদরূপ বৈখরী ধ্বনি স্ফোটরূপ নিত্য শব্দের অভিব্যঞ্জক এবং অভিব্যাঞ্জক ধ্বনির ক্রমহ্রস্ব, অনিত্যত্ব, সবিভাগত্ব প্রভৃতি ধর্ম অক্রম, নির্বিভাগ, অভিন্ন নিত্য স্ফোটাত্মক শব্দে উপরিউক্ত হয় বলে শব্দ এরূপ ধর্মবিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে। একটি তোয়রূপ আধারে আশ্রিতরূপে প্রতীয়মান প্রতিবিম্বের যেমন কোন ক্রিয়াদি ধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষ সম্ভব নয় তোয়ধর্ম কম্পন, স্পন্দনাদি যেমন প্রতিবিম্বে প্রতিফলিত হয় মাত্র ঠিক তেমনি সেরূপ ধ্বনি তা হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত বা দ্রুত, মধ্যম, বিলম্বিত যাই হোক না কেন নিত্য স্ফোটরূপে তা উপচরিত হয়ে থাকে। আচার্য ভর্তৃহরির স্বোপজ্ঞবৃত্তিতে কারিকাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ধ্বনি কীভাবে নিত্য স্ফোটরূপ শব্দে উপচরিত হয় তার স্পষ্টত প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৭]

---

[১৬] বা. প. ১/৪৯

[১৭] তত্ত্বপক্ষেঽন্যত্বপক্ষে বা চন্দ্রাদি প্রতিবিম্বং যত্রাধারে সংসৃষ্টমিবোপলভ্যতে ন হি তত্তথা। তত্তু নিষ্ক্রিয়মপি তোয়তরঙ্গাদিক্রিয়াধর্মোপগ্রহেণৈব তোয়াদিনাং ভিন্নাং প্রবৃত্তিমনুপতত্যেব। প্রাকৃতস্য

শব্দবিষয়ে একত্ব ও নানাত্ব নিয়ে আচার্যগণের মধ্যে নানাবিধ দার্শনিক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যে সকল আচার্যগণ শব্দের একত্ব বিষয়ে মতপোষণ করেন তা শব্দকে নিত্য বলে মনে করেন এবং যে সব ব্যক্তি শব্দের নানাত্বকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন তারা শব্দকে অনিত্য বলে মনে করেন। ভর্তৃহরি এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

কার্যত্বে নিত্যতায়াং বা কেচিদেকত্ববাদিনঃ।

কার্যত্বে নিত্যতায়াং বা কেচিন্নানাত্ববাদিনঃ।।[১৮]

অর্থভেদবশতঃ শব্দের মধ্যে ভেদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যেমন গোশব্দব্যক্তি পরস্পর ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে গোত্বজাতিরূপ বৈশিষ্ট্য বর্তমান, ফলে গোব্যক্তিদের মধ্যে ঐক্যপ্রতীতি সম্ভব। যারা শব্দের নানাত্মকে প্রধানভাবে ব্যক্ত করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে নানাত্বই মুখ্য এবং একত্ব গৌণ। অন্যদিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যাদের মতে গো শব্দ ভিন্ন ভিন্ন শক্তির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে থাকে, তাদের কাছে একত্বই মুখ্য ও নানাত্ব গৌণ। যারা শব্দের উৎপত্তি এবং বিনাশ স্বীকার করেন অর্থাৎ নৈয়ায়িক, বৈশেষিক প্রভৃতি আচার্যগন শব্দের একত্বকে কাল্পনিক ও নানাত্বকে প্রধান হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এবং বৈয়াকরণ দার্শনিকরা যারা শব্দের উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করেন না শব্দকে নিত্য বলে মনে করেন তারা শব্দের একত্বকে মুখ্য ও নানাত্মকে কাল্পনিক বলে

বৈকৃতস্য চ নাদস্য হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতেষু দ্রুতমধ্যবিলম্বিতাসু চ বৃত্তিসু তাবানেব স্ফোটো বিচিত্রাং বৃত্তিমনুবিধত্তে। - বা.প.১.৪৯.স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

[১৮] বা. প. ১/৭০

গণ্য করেছেন।[১৯] প্রকৃতপক্ষে প্রত্যভিজ্ঞা শব্দের একত্ব প্রমাণ করে থাকে। বস্তুর অভেদ প্রতিপন্ন হলেই প্রত্যভিজ্ঞা ঘটে থাকে। বিভিন্ন বক্তার উচ্চারিত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন নয়- সেই জন্য বলা হয় পাঁচটি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে একথা না বলে বলা হয় পাঁচবার একই শব্দের উচ্চারণ ঘটেছে। একজনের উচ্চারণ করা শব্দ অন্যের পক্ষে উচ্চারণ করা অসম্ভব। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির স্থান, করণ ইত্যাদি কারণগুলি নিজস্ব, ভিন্ন ভিন্ন। স্বোপজ্ঞবৃত্তিতে তাই উল্লেখিত হয়েছে – 'কার্যত্বে তু সকৃদুচ্চরিতস্য বর্ণস্য পদস্য বা পুনরুচ্চারণে স এবায়মিত্যব্যভিচারিপ্রত্যয়াভেদ উৎপদ্যমান একত্বম্ প্রকল্পয়তি। একত্ব দর্শনং চাশ্রিত্যোক্তম্ – একত্বাদকারস্য সিদ্ধম্' ইতি (বা. প.১/৭০. স্বোপজ্ঞ বৃত্তি)।

বাক্যপদীয় গ্রন্থে পূর্বে শব্দ ও অর্থ ও তাদের সম্বন্ধকে নিত্য বলে অঙ্গীকার করা হয়েছে। কিন্তু স্ফোটরূপ শব্দ নিত্য বা ধ্বনিরূপ শব্দ নিত্য ? যদি আমরা স্ফোটরূপ শব্দকে নিত্য বলে গ্রহণ করি তাহলে হ্রস্ব - দীর্ঘ - প্লুত, দ্রুত - মধ্যম - বিলম্বিত, চির - ক্ষিপ্র, ক্রম - যৌগপদ্য প্রভৃতি কালকৃত ভেদ উৎপন্ন হতে পারে। যা নিত্য তা সর্বপ্রকার ভেদের অতীত। শব্দ নিত্য হলে তাতে কালকৃত কোন ভেদ স্বীকার করা যায়না। তত্প্রসঙ্গে ভর্তৃহরি সমাধানকল্পে যে কারিকাটি উল্লেখ করেছেন সেটি হল–

স্ফোটস্যাভিন্নকালস্য ধ্বনিকালানুপাতিনঃ।

---

[১৯] যেষামেকশব্দত্বং তেষাময়ং জাতিব্যক্তিব্যবহারো ন সম্ভবতীতি জাত্যুপন্যাসাদনন্তরমিদমুপন্যস্তম্। তত্র নিত্যতায়ামত্যন্তমুখ্যম্ একত্বম্। বা.প.১/৭০.স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

গ্রহণোপাবিভেদেনো বৃত্তিভেদং প্রচক্ষ্যতে।।[২০]

পূর্বের ১.৩ কারিকায় বলা হয়েছে যে স্ফোটরূপ শব্দতত্ত্ব কালাতীত। স্ফোটরূপ শব্দের কালনিবন্ধন অসম্ভব। কিন্তু তাহলে হ্রস্ব অ-কার বা দ্রুত অ-কার কীভাবে উৎপন্ন হবে? তার উত্তরে ভর্তৃহরি বলেছেন যে স্ফোট যেহেতু অভিন্নকাল অর্থাৎ কালকৃতভেদরহিত, তাতে দ্রুতাদিবৃত্তিভেদ কখনই সম্ভব নয়, তথাপি স্ফোটের ব্যঞ্জক যে ধ্বনি স্থান করণের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় ব্যঙ্গ্যস্ফোটও উপরঞ্জিত হয়ে পরিস্ফুট হয়। ব্যঞ্জকধ্বনির দ্রুতাদি বৃত্তিভেদ ব্যঙ্গ্য স্ফোটের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভাসমান হয় বলে কালাতীত নিত্য স্ফোটও হ্রস্বাদি কালভেদরূপে প্রতীত হয়ে থাকে। স্ফোট যদিও নিত্য ও কালাতীত তবুও তাতে ধ্বনিরূপ উপাধিভেদ কালিক নিবন্ধন, দ্রুতাদি। বৃত্তিভেদ কল্পিত হয়ে থাকে। নিত্য স্ফোটরূপ শব্দতত্ত্বে দ্রুত-মধ্যম-বিলম্বিত রূপ উত্তরোত্তর ত্রিভাগোৎকর্ষ নিবন্ধন বৃত্তিভেদ প্রতিফলিত হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যঙ্গ্য স্ফোটের কোন বাস্তব কালভেদ প্রতীতি হয় না, ব্যঙ্গ্য স্ফোটে উপাধি কালপরিমাণ আরোপিত হয়ে থাকে।[২১]

---

[২০] বা. প. ১/৭৫

[২১] ইহ নিত্যত্বাদাত্মতত্ত্বস্য স্ফোটানাং স্থিতৌ নাস্তি কালপরিমাণবৃত্তেঃ স্বল্পোঽপি ব্যাপারঃ। ধ্বনিনা তু সংসৃষ্টং স্ফোটস্য স্বরূপমুপলভ্যতে যস্মাত্ তস্মাদ্ ধ্বনেঃ স্থিতিকালঃ স্ফোটোলব্ধিরূপং পরিবর্ততে। তেন চ স্ফোটবিষয়েণ গ্রহণেনোপধিনা ভিন্নাকালেন প্রকল্পিতভেদাঃ স্ফোটস্য দ্রুতমধ্যমবিলম্বিতা বৃত্তয়স্ত্রিভাগোৎকর্ষেণ যুক্তাঃ সমাখ্যায়ন্তে। বা.প.১/৭৫ স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

পুনরায় বলা হয় শব্দ নিত্য হলে কখনই তাতে কালকৃত ভেদ আরোপিত হতে পারেনা। তাহলে শব্দের দ্রুতা, মধ্যমা, ও বিলম্বিতা ভেদ কীভাবে সম্ভব? এর উত্তরে বলা যায় এটি বাস্তব নয়, কল্পিত। হ্রস্ব - অকার সম্বন্ধী যে সমস্ত কার্য, সেগুলি দীর্ঘ - প্লুত - অকারেও প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। যেমন 'অতো ভিস্ ঐস্'[22] সূত্রের দ্বারা হ্রস্ব - অকারান্ত অঙ্গের উত্তর তৃতীয়ার বহুবচনে 'ভিস্' বিভক্তির স্থানে 'ঐস্' আদেশ বিহিত হয়েছে এবং দীর্ঘ - আকারন্ত বা প্লুত অকারান্ত শব্দের ক্ষেত্রে একইরকমভাবে বিহিত হতে পারবে কিন্তু তা কাম্য নয়। এই আশঙ্কার উত্তরে ভর্তৃহরি যে কারিকাটির উল্লেখ করেছেন –

স্বভাবভেদান্নিত্যত্বে হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতাদিষু।
প্রাকৃতস্য ধ্বনেঃ কালঃ শব্দস্যেত্যুপচর্য্যতে ।।[২৩]

তিনি বলেছেন ধ্বনি দুই প্রকার। প্রাকৃত ও বৈকৃত।[২৪] প্রাকৃত ধ্বনি শব্দের পূর্বভাবী, শব্দের অভিব্যক্তির জন্য অপরিহার্য। তাই প্রাকৃত ধ্বনি স্ফোটের সঙ্গে অভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হয়। ফলে স্ফোটকে প্রাকৃত ধ্বনির প্রকৃতিস্বরূপ বলে মনে করা হয়। বৈকৃত ধ্বনি হল শব্দের অভিব্যক্তির উত্তরভাবী। স্ফোট থেকে ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয় বলে এই ধ্বনি স্ফোটের বিকৃতি রূপে প্রতিভাত হয়।

---

[২২] পা. সূ. ৭.১.৯

[২৩] বা. প. ১/৭৬

[২৪] ইহ দ্বিবিধো ধ্বনিঃ প্রাকৃতোবৈকৃতশ্চ। তত্র প্রাকৃতো নাম যেন বিনা স্ফোটরূপমনভিব্যক্তং ন পরিচ্ছিদ্যতে। বৈকৃতস্তু যেনাভিব্যক্তং স্ফোটরূপং পুনঃ পুনরবিচ্ছেদেন প্রচিততর কালমুপলভ্যতে। - বা.প.১/৭৬. স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

প্রাকৃত ও বৈকৃত ধ্বনির প্রভেদ স্পষ্টতর করার জন্য ভর্তৃহরি সংগ্রহকার ব্যাড়িকৃত একটি শ্লোককে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২৫] হ্রস্ব অ-কার দ্রুতা, মধ্যমা বা বিলম্বিতা যে বৃত্তিকেই অবলম্বন করুক না কেন, তাতে হ্রস্বত্ব স্বভাবের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। কিন্তু হ্রস্ব অকার, দীর্ঘ ও প্লুত অকারের অভিব্যঞ্জক প্রাকৃত ধ্বনি পরস্পর স্বভাবতঃ ভিন্ন হওয়ায় হ্রস্ব অকার দীর্ঘ ও প্লুত অকার থেকে অত্যন্ত বিলক্ষণরূপে ভাসমান হয়। সুতরাং বৈকৃত ধ্বনির কাল স্ফোট রূপ নিত্য শব্দে আরোপিত হয় না কারণ বৈকৃত ধ্বনি স্ফোট থেকে স্বতন্ত্ররূপে ভাসমান হয়। প্রাকৃত ধ্বনি প্রচয়াপ্রচয় ব্যঙ্গ্য স্ফোটে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে আরোপিত হয়ে থাকে। এবং অকারাদি স্ফোটও হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত ভেদে ভিন্নকাল বলে উপলব্ধ হয়। ব্যঞ্জক প্রাকৃত ধ্বনির সঙ্গে ব্যঙ্গ্য স্ফোটের ভেদ গৃহীত হয় না বলে ব্যঞ্জকের ফল স্ফোটেরই কাল বলে ব্যাকরণশাস্ত্রে নিশ্চিত হয়।[২৬]

পূর্বেও একবার নিশ্চিত করে বলা হয়েছে যে, যারা শব্দের অভিব্যক্তি স্বীকার করেন তারা শব্দের নিত্যবাদকে সমর্থন করেন। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, শব্দ যদি নিত্যই হয় তবে তা সর্বদাই উপলব্ধ হওয়া উচিত।

---

[২৫] শব্দস্য গ্রহণহেতুঃ প্রাকৃত ধ্বনিরিষ্যতে। স্থিতিভেদে নিমিত্তত্বং বৈকৃতঃ প্রতিপদ্যতে। - বা.প.১/৭৬ স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

[২৬] তথা স্বভাবভেদাদপচিতধ্বনিদ্যোতো হ্রস্বঃ। তাবতাভিব্যক্তিনিমিত্তেন স্বরূপস্য গ্রহিকা বুদ্ধিস্তত্রোত্পদ্যতে। প্রচিতধ্বনিদ্যোত্যস্তু দীর্ঘঃ। প্রচিততরধ্বনিপ্রতিপাদ্যস্তুঃ প্লুতঃ। স চ প্রাকৃতধ্বনিকালো ব্যতিরেকাগ্রহণাদধ্যারোপ্যমাণঃ স্ফোটে স্ফোটকাল ইত্যুপচর্যতে শাস্ত্রে। বা.প.১/৭৬.স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

কিন্তু তা হয় না। নিত্য বস্তুর সদা উপলব্ধি ঘটে থাকে। তাহলে শব্দ নিত্য নয়। সেক্ষেত্রে বৈয়াকরণেরা বলে থাকেন যে, শব্দ যদি অভিব্যক্ত থাকে, তবে তার উপলব্ধি হয় না, ধ্বনি শব্দকে অভিব্যক্ত করলেই শব্দের উপলব্ধি ঘটে থাকে, ঠিক যেমন গৃহে ঘট উপস্থিত থাকলেও অন্ধকারে তা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হয় না, কিন্তু প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হলে তার প্রকাশ ঘটে থাকে। শব্দের অভিব্যক্তি প্রসঙ্গে ভর্তৃহরি তিন রকম মতের উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত কারিকাটি নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে -

ইন্দ্রিয়স্যৈব সংস্কারঃ শব্দস্যৈবোভয়স্য বা ।
ক্রিয়তে ধ্বনিভির্বাদাস্ত্রয়োহভিব্যক্তিবাদিনাম্ ।।[২৭]

প্রথমতঃ ধ্বনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংস্কার সাধন করে। শব্দ হল উপলব্ধির বিষয় বা গ্রাহ্য, শব্দের গ্রাহ্যত্ব শক্তি বর্তমান থাকে আর শ্রবণেন্দ্রিয়ে গ্রাহকত্ব শক্তি বর্তমান থাকে। ধ্বনির দ্বারা শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সংস্কার সাধিত হলে শব্দরূপ বিষয় অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। এভাবে ধ্বনির দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সংস্কার সাধিত হয়। অনুরূপভাবে ধ্বনির দ্বারা শব্দের সংস্কার হয়ে থাকে এবং যুগপৎ শব্দ ও ধ্বনি উভয়েরই সংস্কার সাধিত হয়ে থাকে।[২৮] অতএব শব্দের অভিব্যক্তির মাধ্যমে

---

[২৭] বা. প. - ১.৭৮

[২৮] তত্র কেচিন্মন্যন্তে - ধ্বনিরুৎপদ্যমানঃ শ্রোত্রং সংস্করোতি, তচ্চ সংক্রিয়মাণং শব্দোপলব্ধৌ দ্বারতাং প্রতিপদ্যতে। অন্যেতু অভিব্যক্তিবাদিনো মন্যন্তে - শব্দ এব ধ্বনিসংসর্গাত্ প্রাপ্তসংস্কারঃ শ্রোত্রস্য বিষয়ত্বমুপগচ্ছতি। কেষাঞ্চিদ্ ধ্বনিরুভয়োঃ শব্দশ্রোত্রয়োরনুগ্রহে বর্ততে। তাভ্যামিন্দ্রিয়বিষয়াভ্যাং সহকারিণা নিমিত্তান্তরেণানুগৃহীতাভ্যাং শব্দবিষয়া বুদ্ধিরুত্পাদ্যতে। বা.প.১/৭৮.সোপজ্ঞ বৃত্তি।

শব্দের উপলব্ধি ঘটে থাকে তাই বৈয়াকরণদের মতানুযায়ী শব্দ নিত্য। নির্বিভাগ অখণ্ড স্ফোটাত্মক নিত্য শব্দের উপলব্ধি তখনই সম্ভব যখন তা সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধির বিষয় হয়ে থাকে। বৈয়াকরণদের বক্তব্য হল, অন্ত্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শব্দের নিশ্চিতরুপে উপলব্ধি হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে বাক্যপদীয়কারের উল্লিখিত কারিকাটি হল-

নাদৈরাহিতবীজায়ামন্ত্যেন ধ্বনিনা সহ।

আবৃত্তপরিপাকায়াং বুদ্ধৌ শব্দোহবধার্যতে[২৯]।।

পূর্ব পূর্ব ধ্বনিসমূহ বুদ্ধিতে বীজ আধান করে থাকে। ফলে বীজ কার্যোন্মুখ হয়। তখন বুদ্ধি 'আবৃত্তপরিপাক' হয়ে থাকে। পূর্ব পূর্ব নাদের দ্বারা অভিব্যক্ত উত্তরোত্তর স্ফোটে বীজের আধান হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি বর্ণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি হওয়ায় স্ফোটবিষয়ক সংস্কারটি দৃঢ় হয় এবং অন্ত্যধ্বনির দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তির সময় পূর্ব পূর্ব ধ্বনির দ্বারা আহিত বীজ যুগপত্ সকল বর্ণকে বুদ্ধির বিষয় করে থাকে।[৩০] এখানে প্রশ্ন হতে পারে যদি অন্ত্যধ্বনির সঙ্গেই নিত্য স্ফোটের উপলব্ধি ঘটে তাহলে রসঃ এবং সরঃ এই দুটির ক্ষেত্রে স্ফোটাত্মক নিত্য শব্দের পার্থক্য করা সম্ভব নয়। উভয় ক্ষেত্রেই বর্ণগুলি এক যথাক্রমে,

---

[২৯] বা. প. ১/৮৪

[৩০] নাদৈঃ শব্দাত্মানমবদ্যোতয়ড্ভির্যযোত্তরোত্কর্ষণাধীয়ন্তে ব্যক্তপরিচ্ছেদানুগুণসংস্কারভাবনাবীজানি। ততশ্চান্ত্যো ধ্বনিবিশেষঃ পরিচ্ছেদসংস্কারভাবনাবীজবৃত্তিলাভপ্রাপ্তযোগ্যতাপরিপাকায়াং বুদ্ধাবুপগ্রহেণ শব্দস্বরূপাকারং সন্নিবেশয়তি। বা.প.১/৮৪. স্বোপজ্ঞটীকা।

রকার, অকার, সকার, এবং বিসর্জনীয়। অন্ত্যবিসর্জনীয় ধ্বনির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটি বর্ণের যুগপৎ জ্ঞান হওয়ায় উভয়ের মধ্যে ভেদপ্রতীতি সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে বক্তব্য হল দুটি স্থলে বর্ণগুলি পরস্পর সমান হলেও, বর্ণের আনুপূর্বী ক্রম পৃথক। অন্ত্যধ্বনি যখন স্ফোটকে অভিব্যক্ত করে তখন শুধু বর্ণগুলিরই উপলব্ধি হয়না বর্ণগুলির ক্রমটিও ভাসমান হয়। উভয়ের মধ্যে বর্ণের ঐক্য থাকলেও আনুপূর্বীর ঐক্য না থাকায় স্ফোট স্বরূপতঃ ভিন্ন হয়ে যায়।

শব্দ বাস্তবে সভাগ না নির্ভাগ সে নিয়ে মীমাংসক ও বৈয়াকরণাদের মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নিত্যত্ব বিষয়ে উভয়ের একই মত। মীমাংসকরা শব্দের বর্ণ, পদ ইত্যাদি রূপ অবয়ব বা ভাগ স্বীকার করে থাকেন, অন্যদিকে বৈয়াকরণরা শব্দের নির্ভাগ ও নিরবয়ব রূপকে স্বীকার করেন। ভর্তৃহরি তাঁর স্বোপজ্ঞ ব্যাখ্যায় শব্দ এবং বর্ণ-পদরূপ অবয়বের পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[৩১] কোনও কোনও মীমাংসক বর্ণপদাদিভাগের অতিরিক্ত পদ বা বাক্যরূপ স্বতন্ত্র শব্দের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। যেমন ‘গৌ’ শব্দের ‘গ’-কার, ‘ঔ’-কার, ও ‘বিসর্জনীয়’ এই তিনটি বর্ণরূপ যে ভাগ তাদের সমুদায়ই হল শব্দ। মীমাংসকরা বর্ণের নিত্যতা মানেন বলেই ‘গৌ’ শব্দের ন্যায় ‘গাম আনয়’

---

[৩১] যেঽপি ভেদবাদিনো। গৌরিতি গকারোরৌকারবিসর্জনীয়মাত্রমেব প্রতিপন্নাঃ নান্যস্তদ্ব্যতিরিক্তো বর্ণরূপগ্রহণোপায়গ্রাহ্যেব নির্ভাগঃ শব্দাত্মা বিদ্যত ইতি মন্যন্তে নিত্যত্বং চ শব্দানামভ্যুপগচ্ছন্তি, তেষাং ক্রমেণাব্যপদেষ্য বর্ণতুরীয়াংশাভিব্যক্তৌ স্বরূপানবধারণমবিষয়ত্বং চান্ত্যস্য ব্যক্তরূপোপগ্রাহিণঃ পরিচ্ছেদস্য প্রসজ্যতে। যৌগপদ্যেন তু সর্বাবয়বাভিব্যক্তৌ শ্রুতবিশেষপ্রসঙ্গো গবে ইতি বেগ ইতি চ তেন ইতি চ নতে ইতি চ বা.প.১/৯২. স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

বাক্যটিও নিত্য। বর্ণসমূহের ব্যঞ্জকধ্বনি ক্রমিক হওয়ায় বর্ণসমূহের অভিব্যক্তিও ক্রমিক কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্ত্যবর্ণের অভিব্যক্তির সময় বর্ণসমুদায়াত্মক শব্দের উপলব্ধি হতে পারে না। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে বর্ণ নিত্য, নিত্য অভিব্যক্ত বর্ণসমূহের যৌগপদ্য হতে কোনো বাধা থাকেনা। আবার তা মেনে নিলে নদী-দীন, গবে-বেগ, নতে-তেন, শব্দযুগলের ক্ষেত্রে বর্ণের নিত্যত্ব, সমসংখ্যকত্ব, একরূপতা এবং যৌগপদ্য নিবন্ধন পরস্পর রূপভেদ অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় তা উপপন্ন হতে পারেনা। সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে শব্দের ভাগভূত বর্ণসমূহের ক্রমিকত্ববশতঃ পদ বা বাক্যের রূপভেদ সিদ্ধ স্বীকার করতে হবে। ভর্তৃহরি এ প্রসঙ্গে বলেছেন –

"ভাগবৎস্বপি তেষ্বেব রূপভেদো ধ্বনেঃ ক্রমাৎ।

নির্ভাগেষ্বভ্যুপায়ো বা ভাগভেদপ্রকল্পনম্"।।[৩২]

এখানে পুনরায় একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে সেটি হল ব্যঞ্জক ধ্বনির ক্রমিকত্ব বর্ণের অভিব্যক্তিকে ক্রমিক করে তুললেও অর্থাৎ ব্যঞ্জক ধ্বনির ভেদ সিদ্ধ হলেও ব্যঙ্গ্য পদ বা বাক্যের ভেদ সিদ্ধ হয় না। সেক্ষেত্রে বৈয়াকরণ মণ্ডূকবসার দ্বারা প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।[৩৩] মণ্ডুকবসার সঙ্গে সম্বন্ধবশতঃ ও ভেদবশতঃ অভিব্যঙ্গ্য রজ্জুতেও সর্পরূপ প্রতীতিভেদ ঘটে থাকে। অনুরূপভাবে অভিব্যঞ্জক ধ্বনির ক্রমিকত্ববশতঃ যে ভেদ দৃষ্ট হয়ে থাকে সেই

---

[৩২] বা. প. ১/৯২

[৩৩] তত্র শব্দান্তরেঽর্থান্তরসম্বন্ধিনি নৈবায়ং দোষঃ। তস্মিন্নিতি তু শব্দেঽভিব্যঞ্জকধ্বনিক্রমকৃতা ভেদেনপ্রতিপত্তিঃ। দৃষ্টো হি মণ্ডুকাদিবসাসম্বন্ধপ্রদীপভিব্যক্তেষু রজ্জাদিষু সর্পাদিপ্রতিপত্তিভেদঃ। বা.প.১/৯২স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

ভেদের দরুন গবে-বেগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বর্ণসাম্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অভিব্যঙ্গ্য পদের পরস্পর রূপভেদ উপপন্ন হয়ে থাকে। বৈয়াকরণ মতে স্ফোট নিত্য, নির্ভাগ এবং তার অমর কল্পনা অসত্য। কিন্তু বলা হয়ে থাকে অসত্যভাগকল্পনা সত্য স্ফোটের উপলব্ধির ক্ষেত্রে উপায় হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।[৩৪]

শব্দের বিষয়ে উৎপত্তি ও অভিব্যক্তিবাদরূপে দুটি বিরুদ্ধ মত পরিলক্ষিত হয়ে। নৈয়ায়িকদের মতানুসারে উৎপত্তি বিশিষ্ট ঘটাদি পদার্থের ন্যায় শব্দ অনিত্য। অপরপক্ষে বৈয়াকরণরা, মীমাংসক সম্প্রদায়ের আচার্যগণ অভিব্যক্তিপক্ষকে আশ্রয় করে বলেন শব্দ উৎপত্তিবিনাশরহিত, নিত্য। যে যে পদার্থের অভিব্যক্তি হয় তা নিত্য হয়, এরকম নিয়ম আছে তা বলা যায় না। ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় যেমন - ঘট, পট ইত্যাদি পদার্থকে প্রদীপ অভিব্যক্ত করে কিন্তু ঘটাদি পদার্থ নিত্য নয়, অনিত্য, উৎপত্তি, বিনাশ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ধ্বনি দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি ঘটে থাকলেও সেই অভিব্যক্তি স্ফোটের নিত্যতা প্রমাণিত করে একথা বলা যায় না বরং এক্ষেত্রে বলা যায় যে অভিব্যঙ্গ্য ঘটাদি পদার্থের ন্যায় তা অনিত্য। উৎপত্তিপক্ষকে এখানে আশ্রয় করলে সহজেই শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়ে যায়।[৩৫] এ প্রসঙ্গে ভর্তৃহরি শব্দের নিত্যত্বপক্ষে যে কারিকাটির উল্লেখ করেছন সেটি হল –

---

[৩৪] নির্ভাগেষু বা ভাগভেদপ্রকল্পনাকৃতশক্তিবিশেষপরিগ্রহা বুদ্ধয়ো যথোপায়ত্বং প্রতিপদ্যন্তে তদনন্তরশ্লোকেষু বর্ণিতম্। বা.প.১/৯২.স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

[৩৫] ইহ কেচিদ্ অভিব্যক্তিমেবানিত্যত্বসমধিগমহেতুত্বেন অপদিশন্তি। অনিত্যঃ শব্দোঽভিব্যঙ্গ্যত্বাদ্ ঘটকঃ। ইহা নিত্যানাং ঘটাদীনাং প্রদীপাদিভিরভিব্যক্তির্দৃষ্টা, শব্দশ্চায়ং ধ্বনিভিরভিব্যজ্যত ইত্যুপগম্যতে,

ন চানিত্যেষ্বভিব্যক্তির্নিয়মেন ব্যবস্থিতা ।

আশ্রয়ৈরপি নিত্যানাং জাতীনাং ব্যক্তিরিষ্যতে[৩৬]।।

অনিত্যত্ববাদীর আপত্তির উত্তরে শব্দনিত্যত্ববাদিগণ বলেন অভিব্যঙ্গ্য পদার্থ নিত্যও হতে পারে বা অনিত্যও হতে পারে যেমন ঘটাদি অভিব্যঙ্গ্য ও অনিত্য জাতিও কিন্তু অভিব্যঙ্গ্য। আশ্রয়ভূত ব্যক্তির দ্বারা নিত্য জাতির অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। অতএব অভিব্যঙ্গ্যত্ব ঘটাদি অনিত্য পদার্থেরও যেমন সম্ভব ঠিক তেমনই ঘটত্বাদি জাতিরূপ নিত্যপদার্থেরও সম্ভব। অভিব্যক্তি অনিত্যত্বের পক্ষে অনৈকান্তিক বা ব্যভিচারী হেতু। শব্দের অনিত্যত্ববাদী শব্দের নিত্যত্ববাদের বিরুদ্ধে অন্য এক প্রকার পূর্বপক্ষ উপস্থাপন করেছেন। অভিব্যঙ্গ্য ও অভিব্যঞ্জক যদি সমানদেশস্থ হয় তবেই অভিব্যক্তি সম্ভব। ঠিক যেমন গৃহের অভ্যন্তরে ঘটাদি পদার্থের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে অন্য গৃহের বা গৃহের বাইরে অবস্থিত ঘটাদি পদার্থ প্রকাশিত হয় না। এই ন্যায় অনুসারে ধ্বনির অবস্থান আস্যদেশ ও আস্যের অভ্যন্তরস্থিত তালু প্রভৃতি উচ্চারণস্থানবশতঃ ও অন্যান্য কারণবশতঃ ধ্বনি আস্যের অভ্যন্তরেই সৃষ্ট হয়। কিন্তু স্ফোটাত্মক শব্দ আন্তর, মুখের মধ্যে তার অবস্থান নয়। অতএব অধিকরণের বৈপরীত্যবশতঃ ধ্বনি অভিব্যঞ্জকও হয়না,

---

তস্মাদনিত্যং। অথ নাভিব্যজ্যতে, প্রাপ্তমিদমুত্তপদ্যত ইতি। অতোঽপ্যনিত্য এব। বা.প.১/৯৫.সোপজ্ঞ বৃত্তি।

[৩৬] বা. প. ১/৯৫

শব্দও অভিব্যঙ্গ্য হয়না। সুতরাং শব্দ যেহেতু অভিব্যঙ্গ্য নয় তাই শব্দ অনিত্য।[৩৭] এ প্রসঙ্গে বাক্যপদীয় গ্রন্থে উল্লেখ্য শ্লোকটি হল –

দেশাদিভিশ্চ সম্বন্ধো দৃষ্টঃ কায়বতামপিহ ।

দেশভেদবিকল্পে হপি ন ভেদো ধ্বনিশব্দয়োঃ [৩৮]।।

ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের সমানদেশতা মূর্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্যত্র নয় যেমন ঘট ও প্রদীপমূর্ত দ্রব্য। কিন্তু ধ্বনি ও শব্দ উভয়ই অমূর্ত। অতএব উভয়ের ক্ষেত্রে সমানদেশতা সম্ভব নয়। প্রশ্ন হতে পারে ধ্বনি ও শব্দ যদি অ-দেশ হয় তাহলে উভয়ের দেশভেদের উপলব্ধি কীভাবে সম্ভব। সেক্ষেত্রে ভর্তৃহরি বলেছেন এখানে দোষের কোনও সম্ভবনা নেই। এই স্থলে দেশভেদ প্রতীতি বিকল্প বা মিথ্যা জ্ঞান মাত্র।[৩৯] এর দ্বারা কোনও বাস্তবিক দেশভেদ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং শব্দের অভিব্যঙ্গ্যত্ব অসিদ্ধ না হওয়ায় শব্দের নিত্যত্বও সিদ্ধ হয়।

পূর্বপক্ষীরা নতুনভাবে শব্দের নিত্যতা প্রসঙ্গে আপত্তি করে বলতে পারেন যে একটি বিশেষ ব্যঙ্গ্যের প্রকাশের জন্য একটি বিশেষ অভিব্যঞ্জকই প্রয়োজন হয় থাকে। কিন্তু এমনটা সম্ভব নয়। ঘট শুধুমাত্র প্রদীপের দ্বারা প্রকাশিত হয় অন্য

---

[৩৭] অথাপরঃ পূর্বপক্ষ ইহোপাদীয়তে দেশভেদান্নাভিব্যজ্যতে শব্দঃ। সমানদেশস্থা হি ঘটাদয়ঃ প্রদীপাদির্ব্যজ্যন্তে। করণসংযোগবিভাগাভ্যাং তু ব্যঞ্জকাভ্যামন্যত্র শব্দোপলব্ধিরিতি। স চায়ং ধ্বনিষু ব্যঞ্জকেষ্বপ্রসঙ্গঃ। বা.প.১/৯৬. স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

[৩৮] বা. প. ১/৯৬

[৩৯] অমূত্তয়োস্তু ধ্বনিশব্দয়োর্দেশদেশিব্যবহারাতিক্রমাত্ সত্যপি, দেশভেদবিকল্পাভিমানে নৈবাসৌ তয়োর্ভেদেঃ বিদ্যত ইতি। বা.প.১/৯৬. স্বোপজ্ঞ বৃত্তি।

কিছু ঘটের প্রকাশক হয়না, তা বলা যায় না। মণি, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি ঘটকে প্রকাশিত করতে পারে। অপরপক্ষে ঘট মৃত্তিকা থেকেই উৎপন্ন হয়, তন্তু থেকে নয় আবার পট তন্তু থেকেই উৎপন্ন হয়, মৃত্তিকা থেকে নয়। এখানে পদার্থদ্বয়ের মধ্যে কার্যকারণভাব বর্তমান, ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক ভাব এখানে অনুপস্থিত। বৈয়াকরণদের মতে শব্দ বা স্ফোট ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত হয় অন্য কোন কিছু শব্দকে অভিব্যক্ত করতে পারেনা[৪০]। অতএব ধ্বনি ও স্ফোটের মধ্যে জন্যজনকভাব বর্তমান। অর্থাৎ ধ্বনি করণ ও শব্দ কার্য। সুতরাং স্ফোটের অনিত্যত্বই আমাদের মেনে নিতে হবে। পূর্বপক্ষের এই আশঙ্কার সমাধানে শব্দনিত্যত্ববাদিগণের যুক্তি হল –

গ্রহণগ্রাহ্যযোঃ সিদ্ধা যোগ্যতা নিয়তা যথা।

ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবেন তথৈব স্ফোটনাদয়োঃ[৪১]।।

বৈয়াকরণগণ গ্রাহক ও গ্রাহ্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের গ্রাহক ও বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। উভয়ের মধ্যে নিয়তযোগ্যতা বর্তমান। চক্ষুর রূপ গ্রাহকত্ব ও রূপের চক্ষুগ্রাহ্যত্ব নিয়ত, ব্যবস্থিত এবং চিরকালের মত নির্দিষ্ট। একই রকমভাবে শ্রবণেন্দ্রিয় ও শব্দ ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধ এদের মধ্যে একই

[৪০] অথাঽপরঃ পূর্বপক্ষঃ অভিব্যঞ্জকনিয়মান্নাভিব্যজতে শব্দঃ। ইহাঽভিব্যক্তব্যংনাভিব্যঞ্জকং নিয়তমপেক্ষতে। ঘটাদীনাং হি মণিপ্রদীপৌষধিগ্রহণক্ষত্রৈঃ সর্বৈঃ সর্বেষামাভিব্যক্তিঃ ক্রিয়তে।নিয়তনাদাঽভিব্যঞ্জকাশ্চাত্ত্যুপগম্যন্তে শব্দাঃ, বর্ণান্তরাভিব্যক্তিহেতুভির্নাদৈর্বর্ণান্তরাণামনভিব্যক্তেঃ। বা.প.১/৯৭. স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

[৪১] বা. প. ১/৯৭

নিয়মযোগ্যতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।[৪২] ধ্বনি ও শব্দের ক্ষেত্রে এই একই যোগ্যতার বিষয়টি আমাদের বুঝে নিতে হবে। ধ্বনিতেই শুধুমাত্র শব্দের অভিব্যক্তির যোগ্যতা আছে। উভয়ের মধ্যে ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক ভাব বর্তমান রয়েছে। অতএব ধ্বনি ও শব্দের মধ্যে ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক ভাবের ন্যায় গ্রাহ্যত্ব ও গ্রাহকত্ব নিয়ম লক্ষিত হওয়ায় শব্দ অনিত্য একথা বলা যায় না। তাই শব্দ নিত্য একথা সিদ্ধ হল। পূর্বপক্ষীরা পুনরায় অপর একটি আশঙ্কার কথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গুলিকে দুভাগে ভাগ করা হয় সদৃশগ্রাহক ও বিসদৃশগ্রাহক। সদৃশগ্রাহকের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ঘ্রাণ ও শ্রোত্র। ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবল পার্থিব দ্রব্যে সমবেত গন্ধকে গ্রহণ করে। ঘ্রাণ তুল্যজাতীয় বা সদৃশের গ্রাহক বিসদৃশগ্রাহকের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায় চক্ষু, রসনা, ত্বক - ইন্দ্রিয়গুলিকে চক্ষু নিজের সমানজাতীয় তৈজস দ্রব্যের রূপ গ্রহণ করে আবার বিজাতীয় জলীয় বা বায়বীয় দ্রব্যের রূপকেও গ্রহণ করে। একইরকমভাবে ত্বক বায়বীয় দ্রব্যের স্পর্শের ন্যায় পার্থিব দ্রব্যের স্পর্শকেও সমানভাবে গ্রহণ করে। অতএব এরা প্রত্যেকেই বিসদৃশের গ্রাহক। সদৃশেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দের ক্ষেত্রে নিয়ত অভিব্যঞ্জকের দ্বারাই শব্দ অভিব্যক্ত হয়ে থাকে তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। গন্ধের ক্ষেত্রে কোনও অভিব্যঞ্জক নিয়ম নেই। সুতরাং শব্দ গন্ধের ন্যায় অভিব্যঙ্গ্য হতে

---

[৪২] তদ্যথা চক্ষুঃসমবেতং রূপমেব বাহ্যরূপস্যাভিব্যক্তৌ নিমিত্তম্ ন গুণান্তরানি নাপীতরাণীন্দ্রিয়াণি, নেন্দ্রিয়ান্তরগুণাঃ, তথা বাহ্যার্থাব্যক্তিহেতবো ভবন্তি। - বা.প.১/৯৭. স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

পারেনা তাই শব্দ উপপাদ্য অর্থাৎ অনিত্য। শব্দের নিত্যত্ববাদ খণ্ডনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত পূর্বপক্ষীদের যুক্তি খণ্ডনের জন্য যে করিকাটি উল্লেখ্য –

সদৃশগ্রহণানাং চ গন্ধাদীনাং প্রকাশকম্ ।

নিমিত্তং নিয়তং লোকে প্রতিদ্রব্যমবস্থিতম্[৪৩]।।

শব্দনিত্যত্ববাদীরা এই যুক্তি খণ্ডন করে বলেছেন যে, যে কোন একটি নির্দিষ্ট নিমিত্তের দ্বারা অভিব্যক্ত গন্ধই ঘ্রাণের বিষয় হয়, অন্যথায় হয় না। যেমন- নখ, শৈলেয় প্রভৃতি দ্রব্য পার্থিব এবং তাদের গন্ধ কেবলমাত্র পার্থিব ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাই গৃহীত হয় এদের গন্ধ সদৃশেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই দ্রব্যগুলির গন্ধ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের দ্বারা অভিব্যক্ত হলেই তো ঘ্রাণের বিষয় হয়। যেমন- শৈলেয় গন্ধ গোঘৃত গন্ধের দ্বারা অভিব্যক্ত হলেই বা নখ গন্ধ, নখ সংযুক্ত তপ্ত যবাগূর গন্ধের দ্বারা অভিব্যক্ত হলেই তা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় হতে পারে। ঠিক তেমনি শব্দ গন্ধের সদৃশেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও শব্দের অভিব্যক্তির জন্য নিয়ত ব্যঞ্জকের প্রয়োজনীয়তা থাকে। প্রতিশব্দভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিবিশেষ তার ব্যঞ্জক হয়ে থাকে এবং এই নিয়ত ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত শব্দই শ্রবণেন্দ্রিয় গোচর হয় ফলে শব্দের অভিব্যঙ্গ্যত্ব কখনই ব্যাহত হয়না তাই শব্দের নিত্যতাও এখানে স্বীকৃত হয়।[44] শব্দের নিত্যত্বের যুক্তিকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য আর একটি কারিকার উল্লেখ কারিকাটি হল –

---

[৪৩] বা. প. ১/৯৮

[৪৪] তুলেন্দ্রিয়গ্রাহ্যেষ্বপ্যেষ ধর্মোদৃশ্যতে। তদ্যথা নদীশৈলেয়াদীনাং দ্রব্যাণাং কিঞ্চিদেব সংযোগৈদ্রব্যান্তরং কস্যচিদেব দ্রব্যস্য গন্ধবিশেষাভিব্যক্তৌ সমর্থং ভবতি। বা.প.১/৯৮. স্বোপজ্ঞবৃত্তি

প্রকাশানাং ভেদাংশ্চ প্রকাশ্যোঽর্থোঽনুবর্ততে।

তৈলোদকাদিভেদে তৎ-প্রত্যক্ষং প্রতিবিম্বকে[৪৫]।।

পূর্বপক্ষী আপত্তি তুলে বলে থাকেন যে, ব্যঞ্জকের ভেদ ঘটলেও ব্যঙ্গ্যের কখনও ভেদ ঘটে না। ব্যঞ্জকের ধর্ম ভিন্ন হলেও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে সেই ধর্মের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় না। ব্যঞ্জক প্রদীপের হ্রাস, বৃদ্ধি, সংখ্যাভেদ ঘটলেও ব্যঙ্গ্য ঘটের ভেদ কখনই সাধিত হয়না, ঘট পূর্বের মত একই থাকে। কিন্তু ধ্বনি ও শব্দের বিপরীত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ধ্বনির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে শব্দের হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি দেখা যায়। অর্থাৎ ধ্বনি ও শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জক ও ব্যঙ্গ্য ভাব বর্তমান আছে তা বলা যায়না। তাই শব্দকে উপপাদ্য বা অনিত্য ধরে নিতে হয়। এর বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে গিয়ে বৈয়াকরণরা বলেন এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাতে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকের ভেদকে অনুসরণ করে। যেমন - একই মুখমণ্ডলের ক্ষেত্রে তৈলগত ও উদকগত প্রতিবিম্ব-এর পার্থক্য দেখা যায়। কখনও আদর্শগত নিম্ন হলে মুখ প্রতিবিম্ব উন্নত আবার আদর্শতল উন্নত হলে মুখ প্রতিবিম্ব নিম্ন বলে বোধ হয়। একই সূর্য যখন সহস্রশিশিরবিন্দুতে প্রতিভাত হয়ে থাকে। অতএব বিভিন্ন ধ্বনির ভেদে শব্দের বিভিন্ন ভেদ ঘটলেও উভয়ের মধ্যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক ভাব-এর অপেক্ষা হতে বাধা নেই। তাই শব্দের অনিত্যতা হেতু এখানে দৃষ্ট।

[৪৫] বা. প. ১/৯৯

সুতরাং শব্দকে নিত্য বলে মেনে নিতে হবে।[৪৬] পূর্বপক্ষিগণ এই দৃষ্টান্তকে সমীচীন বলে মনে করেন না। তাদের মতে বিম্ব ও প্রতিবিম্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন। তৈলাধার বা উদকরূপ আধারে ব্যঙ্গ্য মুখের প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় অভিব্যক্ত হয়না । উৎপন্ন ভাবপদার্থ হল অনিত্য। তাই প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হওয়ায় প্রতিবিম্ব অনিত্য। ধ্বনি শব্দের ক্ষেত্রে ধ্বনি শব্দকে সৃষ্টি করে, অভিব্যক্ত করেনা তাই শব্দ প্রতিবিম্বের মত অনিত্য রূপে পর্যবসিত হয়। এই আশঙ্কার উত্তরে বৈয়াকরণ বলেন –

বিরুদ্ধপরিমাণেষু বজ্রাদর্শতলাদিষু।

পর্বতাদিসরূপানাং ভাবানাং নাস্তি সম্ভবঃ”[৪৭]।।

অর্থাৎ কোন আদর্শে যদি পর্বতের প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্বিত হয় তাহলে আদর্শটি হবে অধিকরণ এবং পর্বত হলে আধেয়। কিন্তু ত বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ আদর্শ ও পর্বতের পরিমাণে তারতম্য থাকে। পর্বত অতিবৃক্ষ কিন্তু আদর্শ ক্ষুদ্র, যা পর্বতের তুলনায় অনেক ছোট। ক্ষুদ্র বস্তু, বৃহতে আশ্রিত হতে পারে কিন্তু বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্র বস্তুতে আশ্রিত হতে পারেনা। একটি হীরকখণ্ডের অবয়বগুলি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সন্ধিবদ্ধ হওয়ায় অতিবৃক্ষ কোনও পদার্থ তাতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। তাই প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় এই মতামত গ্রাহ্যসাপেক্ষ নয়। ধ্বনি-শব্দের ক্ষেত্রেও একই

---

[৪৬] দৃষ্টমভিব্যঙ্গ্যানামভিব্যঞ্জকভেদানুবিধানম্। তদ্যথা নিম্নেষ্বাদর্শতলাদিষু মুখপ্রতিবিম্বমুন্নতং দৃশ্যতে, উন্নতেষু নিম্নম্, খড়্গে দীর্ঘম্, প্রিয়ঙ্গুতৈলে শ্যামম্, চীনশস্ত্রযবনকাচাদিষ্বদর্শপ্রমাণভেদানুপাতীত্যপরিমাণো ভেদবিকল্পঃ সংখ্যাভেদোঽপ্যাদর্শভেদে জলতরঙ্গভেদে চ দৃশ্যতে সূর্যাদিপ্রতিবিম্বানম্। - বা.প.১/৯৯. স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

[৪৭] বা. প. ১/১০০

ঘটনা ঘটে থাকে। শব্দের সেক্ষেত্রে অভিব্যক্তিই হয়ে থাকে, উৎপত্তি নয়। অতএব শব্দ নিত্য বলে প্রমাণিত হয়।[৪৮]

[৪৮] তত্রৈতত্ স্যাত্-প্রতিবিম্বমাদর্শাদিষু চন্দ্রাদিভ্যো ভাবান্তরমেব সন্নিবিষ্টমুপলভ্যত ইতি। তত্র প্রতিবিধীয়তে বিরুদ্ধপরিমাণেষু... ন হি বজ্রাদিম্বাধারেষু বিরুদ্ধপরিমাণানামান্তরসন্নিবেশিনাং পর্বতাদিসরূপাণাং ভাবানামুত্পত্তিঃ সম্ভবতীতি। - বা.প.১/৯৯,১০০. স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

৪.৩. শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচারে পরমলঘুমঞ্জূষাকারের মত :

ব্যাকরণদর্শন অনুসারে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রধান মূল কারণ হল শব্দ যা স্বয়ং ব্রহ্ম, অখণ্ড, ক্রমরহিত ও স্ফোটাত্মক। এই স্ফোটরূপ শব্দ নিত্য, এক ও অদ্বিতীয় রূপে পরিগণিত। ব্যাকরণের বিভিন্ন দর্শন গ্রন্থগুলিতে স্ফোটের মাহাত্ম্য বিভিন্নভাবে কীর্তিত হয়েছে। এই স্ফোটরূপ শব্দ বিনাশশীল নাদ বা ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। স্ফোটরূপ বুদ্ধিগত শব্দই হল শব্দব্রহ্ম ও একমাত্র পরমার্থতত্ত্ব। পাণিনীয় শিক্ষার অন্যতম পথপ্রদর্শক হলেন নাগেশভট্ট। তিনি বৈয়াকরণভূষণের অনুকরণে বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জূষা প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের রূপ তিনটি যথা – গুরুমঞ্জূষা, লঘুমঞ্জূষা এবং পরমলঘুমঞ্জূষা। পরমলঘুমঞ্জূষার সূচনাতেই বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট, বাক্যস্ফোট ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে। মূলতঃ শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতাই হল আমাদের আলোচ্য বিষয়। তবুও বৈয়াকরণমতানুযায়ী শব্দরূপ স্ফোটের ভেদ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

পরমলঘুমঞ্জূষাকার প্রথমেই বলেছেন– "তত্র বর্ণপদবাক্যভেদেন স্ফোটস্ত্রিধা। তত্রাপি জাতিব্যক্তিভেদেন পুনঃ ষোঢ়া। অখণ্ডপদস্ফোটো২খণ্ডবাক্যস্ফোটশ্চেতি সংকলনয়াষ্টৌ স্ফোটাঃ। তত্র বাক্যস্ফোটো মুখ্যঃ তস্যৈব লোকো২র্থবোধকত্বাত্তেনৈবার্থসমাপ্তেশ্চেতি।"[১] উচ্চারিত বিনাশশীল ধ্বনিরূপ শব্দের দ্বারা অভিব্যক্ত অখণ্ড বুদ্ধিনিষ্ঠ যে শব্দের উল্লেখ হয়ে থাকে তাই হল স্ফোট। সর্বসম্মতক্রমে মোট আট প্রকার স্ফোটের কথা তিনি বলেছেন। বর্ণ,

[১] পরম. ল. ম., শক্তিনিরূপণম্

সখণ্ড পদ, সখণ্ড বাক্য, অখণ্ড পদ, অখণ্ড বাক্য – এই পাঁচপ্রকার বাক্যস্ফোট এবং বর্ণত্ব, সখণ্ডপদত্ব, সখণ্ডবাক্যত্ব – এই তিনপ্রকার জাতিস্ফোট। স্ফোটের এই বিভিন্ন প্রকারভেদের মধ্যে বাক্যস্ফোটই মুখ্য। ব্যাকরণদর্শনে শব্দ বলতে স্ফোটরূপ শব্দকেই বলা হয়েছে। স্ফোটরূপ শব্দ ধ্বনির সহায়তায় ক, খ, গ ইত্যাদির সাহায্যে অভিব্যক্ত হয়। এই ধ্বনিসমূহ ক্ষণস্থায়ী হলেও স্ফোটরূপ শব্দ নিত্য। স্ফোট শব্দের ব্যুত্পত্তি নির্দেশ করতে গিয়ে নাগেশ বলেছেন – 'স্ফুটত্যর্থোঽস্মাদিতি ব্যুত্পত্ত্যা স্ফোটঃ '(পরম. ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্) অর্থাত্ স্ফোটত্ব রূপটি হল অর্থপ্রকাশকত্ব রূপ। এই স্ফোটরূপ শব্দ নিত্য, এক ও অখণ্ড। শব্দ বুদ্ধিস্থ হওয়ায় নিত্য। নাদ বা ধ্বনি যার দ্বারা শব্দের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে তা উচ্চারণের পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়। তাই তা কখনওই নিত্য হতে পারে না। শব্দ যদি নিত্য না হত, তাহলে উচ্চারণভেদে প্রতিনিয়ত অসংখ্য হত। যেমন – অনন্ত গো-ব্যক্তির মধ্যে নিত্য এক গোত্ব সামান্য বা জাতি আছে ঠিক তেমনি অসংখ্য গো শব্দের মধ্যে নিত্য এক গোশব্দত্ব আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়। যদি আমরা তা অস্বীকার করি তাহলে বক্তার দ্বারা একটি শব্দ উচ্চারিত হলেও শ্রোতার সেটি শুনে উপলব্ধি করার ক্ষমতা থাকত না।

শব্দ অনিত্য না নিত্য সে প্রসঙ্গে প্রবেশ করার পূর্বে শব্দ ঠিক কাকে বলে সে বিষয়ে আলোচনা করে নেওয়াটা প্রয়োজন। সাধারণত বলা যেতে পারে শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যা গ্রহণ করে থাকি তাই শব্দ। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে দুটি পক্ষ আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়। নাগেশভট্ট এ প্রসঙ্গে

বলেছেন– "বর্ণাঃ প্রত্যেকমিতি চেত্, ন। দ্বিতীয়াদিবর্ণোচ্চারণ বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। নাপি বর্ণসংঘাতঃ। উচ্চারিতপ্রধ্বংসিত্বেন যৌগপদ্যাসম্ভবাত্। অভিব্যক্তেরুত্পত্তের্বা ক্ষণস্থায়িত্বাত্ ক্ষণাত্মককালস্য প্রত্যক্ষাযোগ্যত্বেন তদবচ্ছিন্নবর্ণস্যাপ্যপ্রত্যক্ষত্বাত্। উচ্চারণাধিকরণকালোত্তরকালবৃত্তিধ্বংসপ্রতিযোগিত্বমুচ্চরিতপ্রধ্বংসিত্বম্।"[২]

প্রথমতঃ প্রত্যেকটি বর্ণ যদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে শব্দ বলে প্রকাশিত হয় তাহলে কোনও একটি পদের প্রথম বর্ণ উচ্চারিত হওয়া মাত্রই শব্দের সমাপ্তি ঘটে, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি বর্ণোচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ বর্ণসমষ্টিকে শব্দ হিসাবে গ্রহণ করলে বর্ণের অভিব্যক্তি অসম্ভব হয়ে পড়ে, কারণ বর্ণ হল উচ্চারিতপ্রধ্বংসী। প্রথম বর্ণ উচ্চারণের সময় বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয়াদি বর্ণ উচ্চারণকালে প্রথম বর্ণ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে, ফলে বর্ণের যৌগপদ্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। বর্ণের উচ্চারণের দ্বারা শব্দের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে, কিন্তু যুগপত্ একাধিক বর্ণের অভিব্যক্তি অবাস্তব হয়ে পড়ায় তা সিদ্ধ হয় না। ক্ষণাত্মক কালের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। তাই তদবচ্ছিন্ন বর্ণের প্রত্যক্ষও সম্ভব নয়। ক্ষণ বলতে বর্ণের আধারভূত কালকেই বোঝায়। অখণ্ড কালের অবয়বাদি কল্পিত হওয়ায় 'উচ্চারিতপ্রধ্বংসী' এই বিশেষণের দ্বারা বর্ণের উচ্চারণের অধিকরণ যে কাল সেই কালের উত্তরকালে বর্তমান ধ্বংসের প্রতিযোগিত্ব বুঝতে হবে। তাই

[২] পরম. ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্

বর্ণসমূহের যুগপত্ উপস্থিতিও সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।[৩] এ বিষয়ে ঘট শব্দটিকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে। ঘট – এই শব্দে চারটি বর্ণ আছে – ঘ্+অ+ট্+অ। ঘট শব্দের অন্তিম অ-কারের স্থিতিকালে পূর্ববর্তী তিনটি বর্ণই নষ্ট হয়ে যায়। এইরকম অবস্থায় চারটি বর্ণেরই একইকালে স্থিতির কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং বর্ণসমুদায়ের একইকালে স্থিতি না হওয়ায় চারটি বর্ণের যুগপত্ প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব নয়।

বর্ণকে শব্দ বললে বর্ণের পৌর্বাপর্যক্রম বিচার অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে, নাগেশভট্ট পাণিনিসূত্র 'ইকো যণচি'র (পা. সূ. – ৬.১.৭৭) ক্ষেত্রে পরিভাষাসূত্র 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' ((পা. সূ. - ১.১.৬৬) সূত্রের সাহায্যে পরিষ্কৃত বাক্যার্থে 'এটি পূর্বে, এটি পরে' এইভাবে নষ্টের প্রত্যক্ষ বিষয় 'ইদম্' এই শব্দের দ্বারা পৌর্বাপর্যব্যবহার সম্ভব হয় না, তা উল্লেখ করেছেন। অর্থাত্ প্রত্যেকটি বর্ণ শব্দ নয়, বর্ণসমূহও শব্দ নয়। শাব্দবোধের ক্ষেত্রেও বর্ণ বা বর্ণসমূহের উপযোগিতা নেই। এইরকম সমস্যার সমাধানের জন্য নৈয়ায়িকরা তিনটি পক্ষ উপস্থাপিত করেছেন –

১) বর্ণ যদি উচ্চারণের পরবর্তীক্ষণে বিনষ্টীভূত হয়ে থাকে তবুও পূর্ব পূর্ব বর্ণগুলি অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে পরবর্তী বর্ণে সংস্কার বশে গৃহীত হয়ে থাকে। যেমন –

---

[৩] একৈক বর্ত্তিনী বাক্ ন দ্বৌ যুগপদুচ্চারয়তি। গৌরিতি গ যাবদ্ বাগ্ বর্ততে নৌকারে, ন বিসর্জনীয়ে। যাবদ্ ঔ কারে, ন গকারে, ন বিসর্জনীয়ে। যাবদ্ বিসর্জনীয়ে ন গকারে নৌকারে। উচ্চরিতপ্রধ্বংসিত্বাত্।

উচ্চরিতপ্রধ্বংসিনঃ খল্বপি বর্ণাঃ। - ব্যা. মহা. ভা. ১.৪.৪. (পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা সূত্রভাষ্য)

ঘট শব্দের প্রথম বর্ণ 'ঘ' কার সংস্কারবশে পরবর্তী বর্ণে অর্থাত্ 'অ' কারে অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে গৃহীত হয়। এইভাবেই প্রত্যেকটি বর্ণ গৃহীত হয়ে থাকে।[৪] এর ফলে শব্দের উত্পত্তি ঘটে থাকে।

২) গুহায় বা পর্বতে শব্দ শ্রুয়মাণ হলে যেমন তদাকার প্রতিধ্বনিরূপ একাধিক শব্দের উত্পত্তি হতে দেখা যায় ঠিক তেমনই শব্দজশব্দন্যায়ে উচ্চারিত শব্দ থেকে তার সমানাকার শব্দান্তরের উত্পত্তি হতেই থাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত পদের অন্তিম বর্ণ উচ্চারিত হয়ে থাকে। ফলে অন্তিম বর্ণ প্রত্যক্ষ পর্যন্ত জন্ম নিতে থাকেই পদপ্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয়না, শাব্দবোধ ঘটে থাকে।[৫]

৩) পূর্ব পূর্ব বর্ণের অনুভবজন্য যে সংস্কার, তা চরমবর্ণের অনুভবের সঙ্গে মিলিত শাব্দবোধ ঘটায়।[৬] পূর্বোক্ত তিনটি মতকেই নাগেশভট্ট তথা বৈয়াকরণ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছেন।

নৈয়ায়িকদের তিনটি যুক্তির বিরোধী তিনটি মত হল –

১) দুটি সম্বন্ধীর মধ্যে একটি বিনষ্ট ও অপরটি অবিনষ্ট থাকায় উভয়ের মধ্যে অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধ স্বীকার করা অসম্ভব। অব্যবহিতোত্বরত্ব সম্বন্ধ স্বীকার করলে 'এটি পূর্বে' 'এটি পরে' এইরূপ ব্যবহার সম্ভব নয়।[৭]

---

[৪] যত্তু তার্কিকাঃ বর্ণানামনিত্যত্বেঽপি উত্তরোত্তরবর্ণে পূর্বপূর্ববর্ণবত্ত্বমব্যবহিতোত্তরত্বসমন্ধেন সংস্কারবশাদ্ গৃহ্যত ইতি পদপ্রত্যক্ষত্বাচ্ছাব্দবোধঃ। - পরম.ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্।

[৫] যদ্বা পূর্বপূর্ববর্ণজাঃ শব্দাঃ শব্দজশব্দন্যায়েন চরমবর্ণপ্রত্যক্ষপর্যন্তং জায়মানা এব সন্তীতি ন পদ প্রত্যক্ষানুপপত্তিঃ। - পরম.ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্।

[৬] যদ্বা পূর্বপূর্ববর্ণানুভবজন্যসংস্কারসধ্রীচীনচরমবর্ণানুভবতঃ শাব্দবোধঃ ইত্যাহুঃ। - পরম.ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্।

২) শব্দজশব্দন্যায়ের প্রসঙ্গে পদের প্রত্যক্ষের উপপত্তি দেখানো গেলেও পদের বৃত্ত্যাশ্রয়ত্ব দেখানো অসম্ভব। পদ না থাকলে পদের প্রত্যক্ষও অবাস্তব। পদ অবিদ্যমান থাকলে যেখানে বৃত্ত্যাশ্রয়ত্ব কল্পনা অসঙ্গত। কোন অবিদ্যমান বিষয়ের যদি আশ্রয়ত্ব স্বীকার করা হয়, তাহলে 'নষ্ট ঘটে জল আছে' এই বাক্যকেও আমাদের মেনে নিতে হবে।[৮]

৩) তৃতীয় মতানুয়ায়ী আমাদের অনুভবজন্য সংস্কার স্বীকার করতেই হয়। যে ক্রমানুসারে অনুভব হয়ে থাকে সেই ক্রমানুয়ায়ী সংস্কার নাও হতে পারে। যেমন – রসঃ-সরঃ, নদী-দীন – এইরকম ক্ষেত্রে ক্রমিক বিপর্যয় এইভাবেই হতে পারে। নৈয়ায়িকরা বলে থাকেন যে, ক্রমও সংস্কাররূপে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়। কিন্তু শব্দোপলব্ধির ক্ষেত্রে কোন ক্রমিক অনুভূতির সৃষ্টি হয় না।[৯]

উপরি-উক্ত আলোচনায় বিভিন্ন বিরোধিতার সৃষ্টি হওয়ার যে ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেক্ষেত্রে শব্দকে যদি এক ও নিত্য বলে স্বীকার করা যায় তাহলে সমাধানের পথ খুব সহজেই বার করা সম্ভব। এই শব্দই স্ফোট নামে অভিহিত হয়ে থাকে। স্ফোটরূপ শব্দ নিত্য, এক ও অখণ্ড এবং বুদ্ধিগত।

---

[৭] আদ্যেঽয়ম্পূর্বোঽয়ম্পরঃ ইত্যভিলাষসম্ভবেনাব্যবহিতোত্তরত্বসম্বন্ধাযোগাত্। নষ্টবিদ্যমানয়োর্ব্যবহিতোত্তরত্বসম্বন্ধসস্য বক্তুমশক্যত্বাচ্চ। - পরম.ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্।

[৮] দ্বিতীয়ে শব্দজশব্দন্যায়েন পদপ্রত্যক্ষোপপাদনেঽপি পদস্যাবিদ্যমানত্বেন তত্র শক্ত্যাশ্রয়ত্বস্য গ্রহানুপপত্তেঃ| অবিদ্যমানে আশ্রয়ত্বাঙ্গীকারে নষ্টো ঘটো জলবানিত্যাদ্যাপত্তেশ্চ। - পরম.ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্।

[৯] তৃতীয়ে যেন ক্রমেণানুভবস্তেনৈবক্রমেণ স্থিতিরিত্যত্র বিনিগমকাভাবাত্ সরো রসো নদী দীন ইত্যাদৌ তত্সংস্কারোদ্বোধে ন প্রত্যেকমন্যার্থপ্রত্যয়াপত্তেঃ। - পরম.ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্।

উচ্চারিত ধ্বনি বা নাদরূপ শব্দের দ্বারা এই স্ফোট অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। উচ্চারিত ধ্বনি বিনাশশীল হলেও অসংখ্য হলেও বুদ্ধিস্থিত স্ফোটরূপ শব্দ নিত্য ও এক। ভাষ্যকারের উদাহরণের সাহায্যে নাগেশ দেখিয়েছেন, একই ইন্দ্রকে যুগপত্ বহু যজ্ঞে আহ্বান করলেও তিনি সবকটি যজ্ঞেই উপস্থিত থাকেন। সেইরকম আকৃতিরূপ নিত্য উচ্চারণভেদেও সর্বত্রই এক থাকে।[১০]

নাগেশ নিত্য অখণ্ড স্ফোটের বিষয়ে একটি বিশদে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন বাক্ চতুর্বিধ। যথা – পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী। তার মধ্যে পরা বাক্ কেই শব্দব্রহ্মরূপা বলেছেন। পরা বাক্ মূলাধারচক্রস্থ বায়ুর সংস্কাররূপে স্থিত হয়। এই বাক্ ক্রিয়াবিহীন ও বিন্দুরূপ। নাভি পর্যন্ত উত্থিত বায়ুর দ্বারা অভিব্যক্ত বাক্ পশ্যন্তী, যা মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় ও শ্রবণাদির অগোচর। পশ্যন্তী বাক্ ও পরা বাক্ – এর ন্যায় ব্রহ্মস্বরূপ। স্ফোটাত্মক শব্দের বাচক হল মধ্যমা বাক্। এটি শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য। বৈখরী হৃদয় থেকে মুখ পর্যন্ত মূর্ধায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে প্রত্যাগমনের মাধ্যমে উচ্চারণস্থান যথা কণ্ঠতাল্বাদিতে অভিব্যক্ত হয় এবং ধ্বনিরূপে শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হয়।[১১] চার প্রকার বাক্-এর মধ্যে পরা ও পশ্যন্তী সূক্ষ্মতম। মধ্যমা স্ফোটাত্মক শব্দের ব্যঞ্জক, কিন্তু অপরের

---

[১০] তদ্ যথৈক ইন্দ্রোঽনেকস্মিন্ ক্রতুশত আহুতো যুগপত্ সর্বত্র ভবত্যেবসাকৃতিযুগপত্ সর্বত্র ভবেদিতি - ম. ভা. ১/২/৩ - (স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ - সূত্রভাষ্য)

[১১] পরাবাঙ্মূলচক্রস্থা পশ্যন্তী নাভিসংস্থিতা
হৃদিস্থা মধ্যমা জ্ঞেয়া বৈখরী কণ্ঠদেশগা।।
বৈখর্য্যা হি কৃতো নাদঃ পরশ্রবণগোচরঃ
মধ্যময়া কৃতো নাদঃ স্ফোটব্যঞ্জক উচ্যতে।। ইতি - পরম.ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচরে থাকে বলেই মধ্যমা সূক্ষ্মতর। কর্ণকুহরে বাইরের কোনও শব্দ শ্রবণে বাধা সৃষ্টি করলে বা এক চিত্তে মনোনিবেশের মাধ্যমে অপরের সময় সূক্ষ্মতর বায়ুর দ্বারা ব্যঙ্গ্য এই বাগ্ বিশেষ সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে অনুভূত হয়ে থাকে।বৈখরীই হল সেই নাদ বা ধ্বনি যা সাধারণের শ্রবণগোচর, এটি ভেরীর নিনাদের মতই অর্থহীন। বৈখরীনাদ বিনাশশীল। একমাত্র মধ্যমানাদের দ্বারা ব্যঙ্গ্য স্ফোটাত্মক শব্দই নিত্য, এক, অখন্ড এবং এটিই শব্দব্রহ্মস্বরূপ। ভর্তৃহরি এ প্রসঙ্গে বাক্যপদীয় গ্রন্থে বলেছেন – শব্দব্রহ্মরূপতত্ত্বের আদিও নেই, ধ্বংসও নেই। উত্পত্তিবিনাশরহিত এই শব্দ অবিনশ্বর। শব্দতত্ত্বকে বাক্যপদীয় গ্রন্থে অক্ষর বলা হয়েছে।[১২] অক্ষর শব্দের অর্থ হল যা ক্ষর বা বিনশ্বর নয় বা চঞ্চলতা ধর্ম যার মধ্যে অবিদ্যমান – অর্থাত্ এই শব্দতত্ত্ব নিত্য। শব্দ এখানে বাচক ও অর্থ এখানে বাচ্য। বাচ্য ও বাচক দুই-ই শব্দব্রহ্মের বিবর্ত। এই শব্দব্রহ্ম থেকেই অর্থরূপে সর্বজগতের বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রক্রিয়া বিবর্তিত হয়ে থাকে। ভর্তৃহরি এখানে যে শব্দতত্ত্বকে ব্রহ্ম বলেছেন তা শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন স্থূল শব্দ নয়, এটি স্ফোটাত্মক নিত্য শব্দ।

লৌকিক ব্যবহারে উচ্চারণভেদে অসংখ্য ঘট শব্দের উপলব্ধি ঘটলেও বস্তুতঃ আমরা একই ঘট শব্দ উপলব্ধি করে থাকি। এই উপলব্ধি আমাদের নিত্য, অখণ্ড, এক শব্দের ও অর্থের প্রতীতি ঘটায়। অদ্বৈতবাদীদের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই চৈতন্যাত্মক জ্ঞেয় বস্তু, তাঁদের মতে শব্দই ব্রহ্ম, শব্দের উত্পত্তি ও

[১২] অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।

বিবর্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।। বা. প - ১/১

বিনাশ নেই। অর্থরূপে শব্দব্রহ্মের থেকেই জগতের বিবর্ত প্রতিভাত হয়। নাদ বা উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত স্ফোট রূপ শব্দ নিত্য, এক, অখণ্ড হলেও অসংখ্য উচ্চারণভেদে তা ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। নাগেশভট্ট শব্দের এই ভেদ অতীব সুন্দর এক উদাহরণের মাধ্যমে আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন।[১৩] তিনি বলেছেন – স্ফটিকের নিজস্ব কোনও বর্ণ নেই অর্থাত্ বর্ণহীন, কিন্তু এই স্ফটিকই কখনও জবাফুলের সংস্পর্শে লাল কুসুমফুলের সাহচর্যে হলুদ ভাবে চোখের সামনে প্রতিভাত হয়। কিন্তু স্ফটিকের এই লৌহিত্যপীতত্বাদির জ্ঞান ভ্রমাত্মক, বাস্তবে এই জ্ঞানের কোন যৌক্তিকতা নেই। ঠিক মুখমণ্ডলের ক্ষেত্রেও একইরকম ঔপাধিক জ্ঞানের প্রমাণ নির্দিষ্ট। একই মুখ মণিতে প্রতিবিম্বিত হয়ে বর্ত্তুলাকার, কৃপাণে প্রতিবিম্বিত হয়ে দীর্ঘাকার ও দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে স্বাভাবিক প্রদর্শিত হয়ে থাকে কিন্তু সব আকৃতিগুলিই ঔপাধিক। ঠিক তেমনই শব্দের মধ্যে যে ভেদগুলি প্রকটিত হয়ে থাকে তা ঔপধিক, এদের বাস্তবজগতে কোন ভেদ প্রত্যক্ষ করা যায় না, ভ্রমবশতঃ ভেদগুলি প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। পরমলঘুমঞ্জূষাকার এ প্রসঙ্গে ভর্তৃহরির আরও একটি কারিকা তুলে ধরেছেন।[১৪] কারিকাটির মূল বক্তব্য হল পদে বর্ণের অস্তিত্ব নেই, বর্ণের মধ্যেও অবয়ব নেই। বাক্য থেকে

---

[১৩] স চ যদপ্যেকোঽখন্ডশ্চ তথাপি পদং বাক্যং জবাকুসুমাদিলৌহিত্যপীতত্বাদিব্যঞ্জকোপরাগবশাদ্ লোহিতঃ পীতঃ স্ফটিক ইতি ভাণবত্ বর্ণাদিব্যঙ্গ্য চ বর্ণরূপঃ পদরূপো বাক্যরূপশ্চ। যথা চ মুখে মণিকৃপাণদর্পণব্যঞ্জকোপাধিবশাদৈর্ঘ্যবর্তুলত্বত্বাদিভাণং তদ্বত্। - পরম.ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্।

[১৪] পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে বাক্যেষ্ববয়বা ন চ।

বাক্যাত্পদানামাত্যন্ত্যং প্রবিবেকো ন কশ্চন।। বা. প. ১/৭৩

পদগুলির কোনও আত্যন্তিক ভেদ কল্পিত হয় না। তবুও স্ফোটের ব্যঞ্জক ধ্বনিত কত্ব গত্বাদির রূপ বর্ণবিভাগের প্রতিভাস হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে প্রতিভাত হয় যে, প্রতিবিম্বের ধর্ম দৈর্ঘ্য-বর্তুলত্বাদি প্রভৃতি যেমন বিম্ব মুখে অধ্যস্ত হয়ে থাকে, পুনরায় জবাকুসুমাদির লৌহিত্য-পীতত্বাদি যেমন স্ফটিকে আরোপিত হয়ে থাকে অনুরূপ স্ফোটরূপ শব্দেও বর্ণপদাদির ভেদ না থাকলেও ধ্বনিরূপ অবয়বভেদ স্ফোটে আরোপিত হয়ে থাকে। একই আকাশের যেমন ঘটাকাশ, মহাকাশ ইত্যাদি ঔপাধিক ভেদ প্রতিফলিত হয়, ঠিক তেমনই চৈতন্য এক হওয়া সত্ত্বেও জীবাত্মা পরমাত্মারূপে ঔপাধিক ভেদ বাস্তবে প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে।[১৫] ব্যঞ্জকধ্বনির অবয়বাদি ভেদের আরোপও স্ফোটে ঔপধিক হয়ে থাকে। ঔপধিক ভেদের ক্ষেত্রে কত্বাদিরূপ ভেদ উপাধি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে এবং স্ফোটকে উপাধেয় রূপে গণ্য করা হয়।

পদ ও বাক্যের সখণ্ডত্ব যাঁরা স্বীকার করেন তাঁদের মতে পদের অন্ত্যবর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত বিষয়ই স্ফোট যা এক ও নিত্য। পূর্ব পূর্ব বর্ণগুলি এক্ষেত্রে তাত্পর্যগ্রাহক হয়ে থাকে। অর্থাত্ চিত্রগু পদের শেষ বর্ণটি 'চিত্র গোগণের স্বামী'– এই অর্থের অভিব্যঞ্জক, চরম বর্ণের পূর্ববর্তী যে যে বর্ণগুলি রয়েছে, সেগুলি

[১৫] কিঞ্চ ব্যঞ্জকাধ্বনিগতং কত্বগত্বাদিকং স্ফোটে ভাসতে। বিশ্বগতধর্মবৈশিষ্টেনৈব প্রতিবিম্বস্য লোকেঽবধারণাদ্ ব্যঞ্জকরূপিতস্যৈব স্ফটিকাদের্ভানাচ্চ। যথা চৈকস্যাকালস্য ঘটাকাশো মহাকাশ ইত্যোপাধিকো ভেদঃ। যথা চৈকস্যৈব চেতনস্যোপাধিকো জীবেশ্বরভেদো জীবানাং চ পরস্পরং ভেদঃ। - পরম.ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্।

কেবলমাত্র তাত্পর্যগ্রাহক।[১৬] নাগেশভট্ট ভর্তৃহরির মত উল্লেখ করে বলেছেন– প্রাকৃত ধ্বনি দু'প্রকারের হয়ে থাকে। প্রাকৃত এবং বৈকৃত। প্রকৃত অর্থ জ্ঞাপনের জন্য অথবা স্বভাবের দ্বারা যে ধ্বনি উত্পন্ন হয়েছে অর্থাত্ যা স্ফোটের ব্যঞ্জক, সেই ধ্বনিই প্রাকৃত। প্রাকৃত থেকে জাত, বিকারবিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত চিরস্থায়ী এবং নিবর্তক ধ্বনিই হল বৈকৃত। ভর্তৃহরি বলেছেন– ধ্বনি বৃত্তিভেদে আলস্যাদিবশতঃ হ্রস্ব, দীর্ঘ-প্লুতাদি ভেদে উচ্চারিত হলে বৈকৃত ধ্বনি হিসাবে তা পরিচিত হয়।[১৭]

ধ্বনির ভেদ প্রসঙ্গে নাগেশভট্ট আরও একটি কারিকা পরমলঘুমঞ্জূষাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন–

"অভ্যাসার্থে দ্রুতাবৃত্তিঃ মধ্যা বৈ চিন্তনে স্মৃতা
শিষ্যানামুপদেশার্থং বৃত্তিরিষ্টা বিলম্বিতা"।।[১৮]

অর্থাত্ বৃত্তিভেদে শব্দের অভ্যাসের জন্য দ্রুতাবৃত্তি চিন্তনের জন্য মধ্যাবৃত্তি এবং শিষ্যগণের উপদেশের জন্য বিলম্বিতাবৃত্তি অভীষ্ট বলে মনে করেছেন। এই প্রকার বৃত্তিভেদে বৈকৃত ধ্বনির ভেদ হতে পারে কিন্তু তা কখনই স্ফোটাত্মার ভেদ ঘটায় না। অতএব স্ফোট নিত্য, এক, অখণ্ড। স্ফোট শব্দের ব্যুত্পত্তি–

---

[১৬] পদবাক্যয়োঃ সখণ্ডত্বপক্ষে ত্বন্তিমবর্ণব্যঙ্গ স্ফোট এক এব। পূর্বপূর্ববর্ণস্তু তাত্পর্যগ্রাহকঃ। ন্যায়নয়ে চিতসুপরিত্যাদৌ চিত্রাদিপদবত্। - পরম.ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্।

[১৭] শব্দস্য গ্রহণে হেতু চ প্রাকৃতো ধ্বনিরিষ্যন্তে
শব্দস্যোর্ধ্বমভিব্যক্তের্বৃত্তির্ভেদে তু বৈকৃতাঃ।
ধ্বনয়ঃ সমুপোঽন্তে স্ফোটাত্মাং তৈর্ন ভিদ্যতে।। বা. প. ১.৭৬,৭৭।

[১৮] পরম.ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্।

'স্ফুটত্যর্থোঽস্মাদিতি স্ফোটঃ'[১৯] অর্থাত্ যার থেকে অর্থ সর্বসম্মতভাবে পরিস্ফুট হয় বা প্রকাশিত হয়ে থাকে তাই হল স্ফোট। বক্তা যখনই কোনও শব্দের উচ্চারণে তত্পর হয়ে থাকে তখনই মধ্যমা ও বৈখরীর উভয়ের দ্বারা নাদ বা ধ্বনি উত্পন্ন হয়। আগুন জ্বালাতে যেমন ফুত্কারের প্রয়োজন হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি শব্দের উচ্চারণে প্রবৃত্ত হতে গেলে উত্তেজক বৈখরীনাদের প্রয়োজন। মধ্যমা নাদ স্ফোটের ব্যঞ্জক যা অর্থের বোধ ঘটায়। বৈখরী নাদের প্রযত্নে মধ্যমানাদের সহায়তায় অর্থবোধক স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়ে থাকে।[২০] শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ, বুদ্ধির্গ্রাহ্য, প্রয়োগের দ্বারা অভিজ্বলিত, আকাশদেশ হল শব্দ।[২১] নাগেশ বলেছেন – 'অনেকব্যক্ত্যভিব্যঙ্গ্যা জাতিঃ স্ফোট ইতি স্মৃতা'[২২] – অর্থাত্ অনেক ব্যক্তির দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য জাতিই স্ফোট হিসাবে পরিচিত। অসংখ্য গোব্যক্তির দ্বারা যেমন অভিব্যক্ত হওয়া এক গোত্ব জাতি অনুরূপ উচ্চারিত অসংখ্য ধ্বনিরূপ শব্দের দ্বারা অভিব্যক্ত নিত্য, এক, অখণ্ড স্ফোটরূপ শব্দই জাতি। কত্বাদি বর্ণের উচ্চারণের দ্বারা শব্দ শ্রোতার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের বিষয় হয়ে থাকে। শ্রোতার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের বিষয়ীভূত হলে স্ফোটাত্মক শব্দ পদ বাক্যরূপে বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়ে থাকে। বৈখরীনাদ

---

[১৯] পরম.ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্।

[২০] তত্র বৈখরীনাদো বহ্নেঃ ফুত্কারাদিবন্দমধ্যমানাদোত্সাহকঃ, মধ্যমা নাদঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়তীতি শীঘ্রমেব ততোঽর্থবোধং পরস্য বিলক্ষেনাঽনুভবসিদ্ধত্বাত্। - পরম.ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্।

[২১] শ্রোত্রোপলব্ধির্বুদ্ধিনির্গ্রাহ্যঃ প্রযোগেণাভিজ্বলিতঃ আকাশদেশঃ শব্দঃ ইত্যাকর গ্রনহস্সঙ্গচ্ছতে। পরম.ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্।

[২২] পরম.ল. ম., স্ফোটনিরূপণম্।

শ্রোতার কর্ণের বিবর আচ্ছন্ন করে আকাশে অবস্থান করে এবং পরবর্তীকালে মধ্যমানাদ শ্রোতার হৃদয়স্থ আকাশে থাকে। মধ্যমার ধ্বন্যংশ প্রতিবিম্বের দ্বারা রঞ্জিত হয়ে স্ফোটাত্মা রূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে। পূর্বে উল্লিখিত আটপ্রকার ভেদ ঔপাধিক। বাস্তবিক অনুসারে স্ফোট এক, নিত্য ও অখণ্ড। এই স্ফোটকেই বাক্যস্ফোট বা বাক্যজাতিস্ফোট বলা হয়ে থাকে। বৈয়াকরণ মতানুসারে উচ্চারিত ধ্বনিসমূহ হল শব্দের ব্যঞ্জক। এই ধ্বনিসমূহই নিত্য, অখণ্ড, বুদ্ধিস্থিত স্ফোটরূপ শব্দের অভিব্যক্তি ঘটায়।

পঞ্চম অধ্যায়

শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে শব্দতত্ত্ব ও শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। শব্দ উচ্চারণে প্রবৃত্ত যে কোনও মানুষের প্রথমে উচ্চারণের ইচ্ছা জাগৃত হয়, তারপর সেই ইচ্ছা থেকে প্রযত্নের উত্পত্তি ঘটে। ওইরূপ প্রযত্ন থেকে মূলাধারে প্রাণবায়ুর স্পন্দন জন্মায় এবং স্পন্দনের ফলেই মূলাধারে সূক্ষ্মা পরা বাক্ – এর উত্পত্তি হয়।[১] ঋগ্বেদ-সংহিতাতে শব্দের চারটি অবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চারটি অবস্থার মধ্যে তিনটি অবস্থাকে সূক্ষ্মরূপে এবং একটিকে স্থূলরূপে বর্ণনা করা হয়। এই তিনটি সূক্ষ্ম অবস্থাকে মানুষ প্রকাশ করতে অক্ষম। শুধুমাত্র চতুর্থ স্থূল অবস্থাকে মানুষ উচ্চারণের দ্বারা প্রকাশ করতে সক্ষম।[২] ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনে শব্দের ধ্বনিরূপতাই স্বীকৃত হয়েছে। সাংখ্যদর্শনে স্ফোটাত্মক শব্দের উল্লেখ প্রসঙ্গে শব্দের স্ফোটরূপ অস্বীকার করা হয়েছে।[৩] মহর্ষি উপবর্ষের মতে, বর্ণগুলিই শব্দ।[৪] 'গৌ' পদটি উচ্চারণ করার সময়ে প্রথমে 'গ'

---

[১] ধীতি বা যে অনয়ন্ বাচো অগ্রং মনসা বা যেঽবদন্নৃতানি ।

তৃতীয়েন ব্রহ্মণা বাবৃধানাস্তরীয়েনামন্বত নাম ধেনোঃ ।। অথর্ব সং – ৭।১।১

[২] চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি, তানিবিদুর্ব্রাহ্মণা যে মণীষিণঃ ।

গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গযন্তি, তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।। ঋ. সং – ১।১৬৪।৪৫

[৩] প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ । সা দ – ৫ । ৫৭

[৪] বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ । বেদান্ত সূ. ১। ৪। ২৮ শাঙ্করভাষ্য

বর্ণের উচ্চারণ হয় তার পর 'ঔ' এবং শেষে 't' এর উচ্চারণ হয়ে থাকে। তাই তিনি 'গ' প্রভৃতি বর্ণগুলিকেই শব্দ বলেছেন।

আচার্য পতঞ্জলি পস্পশাহ্নিকে শব্দ সম্পর্কে বলেন যা উচ্চারণ করলে সাস্নালাঙ্গুলাদি বিশিষ্ট প্রাণিবিশেষের জ্ঞান জন্মায় তাই 'গৌt' শব্দ। এ প্রসঙ্গে তিনি শব্দের স্বরূপ প্রতীত করতে গিয়ে যে লক্ষণটি দিয়েছেন সেটি হল – 'অর্থ প্রতিপাদনে সমর্থ ধ্বনিবিশেষই শব্দ'।[৫] এ প্রসঙ্গে তার যুক্তি কোনও ব্যক্তি যখন 'শব্দ করো' বা 'শব্দ কোরো না' এরূপ বলে তখন ধ্বনিকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যই প্রয়োগগুলি করে থাকে। সুতরাং লৌকিক ব্যবহার থেকে জানা যায় যে ধ্বনিবিশেষই শব্দ।[৬] আচার্য ভর্তৃহরি শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন – স্ফোটের সঙ্গে অবিভক্তভাবে ধ্বনির গ্রহণ ঈপ্সিত হয়ে থাকে। স্ফোটবাদীরা শব্দবিষয়ে যে মত পোষণ করেন তা হল – পূর্ব পূর্ব বর্ণোচ্চারণের স্মৃতিসংবলিত চরম বর্ণোচ্চারণই হল 'স্ফোট'। 'গ' প্রভৃতি এক একটি বর্ণের উচ্চারণের পর ঐ সকল বর্ণের একটি স্মৃতি অবশিষ্ট থাকে। এইভাবে পূর্ববর্তী প্রত্যেকটি বর্ণের স্মৃতির সঙ্গে সর্বশেষ বর্ণের উচ্চারণই শব্দ। এই শব্দকেই বৈয়াকরণেরা স্ফোট নামে অভিহিত করেছেন। সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ

---

[৫] প্রতীতপদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইত্যুচ্যতে। ব্যা. মহা. প. ১.১.১ পৃ- ১৯

[৬] তদ্ যথা – শব্দং কুরু, মা শব্দং কার্ষীঃ, শব্দকার্য্যযং মানবক ইতি, ধ্বনিং কুর্ব্বন্নেবমুচ্যতে। তস্মাদ্ ধ্বনি শব্দঃ। তদেব।

ও তমঃ – এই গুণত্রয়ের বিকারই শব্দ। জৈন আচার্যগণের মতে শাব্দপরমাণুসমষ্টি শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বৈশেষিক মতে শব্দ আকাশের গুণ।

এরপর আসা যাক শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ নিয়ে। পূর্বের অধ্যায়গুলিতে দর্শন ও ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দ নিত্য না অনিত্য তা বিবৃত হয়েছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য চিন্তার মৌলিকতা, গভীরতা এবং ব্যাপকতার জন্য এই সম্পর্কে একটু আলোচনা একান্ত আবশ্যক। বৈয়াকরণেরা শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেছেন। মহর্ষি পাণিনি 'তদশিষ্যং সংজ্ঞা প্রমাণত্বাত্' (পা. ১। ২। ৫৩) সূত্রের দ্বারা শব্দের নিত্যতাকে স্বীকার করেছেন। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন 'সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে' বার্ত্তিকের দ্বারা শব্দের নিত্যতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি 'নিত্যেষু শব্দেষু কূটস্থৈঃ' প্রভৃতি বাক্য দ্বারা শব্দের নিত্যতাকে প্রতীত করেছেন। এছাড়াও তিনি শব্দ নিত্য না কার্য – এ বিষয়ে সংগ্রহ গ্রন্থে যে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে তা বলেছেন। উক্ত আকরগ্রন্থে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গে দোষ, গুণ সকল বিষয়ের যে বিচার রয়েছে তাও তিনি উল্লেখ করেছেন।[৭] কিন্তু মহর্ষি তাঁর গ্রন্থ মহাভাষ্যে শব্দের নিত্যতা বা অনিত্যতা প্রসঙ্গে তার কী সিদ্ধান্ত সে বিষয়ে কোনও যুক্তি প্রদর্শন করেননি। তিনি বলেছেন শব্দ নিত্য হোক বা কার্য্য উভয়ক্ষেত্রেই ব্যাকরণশাস্ত্র প্রণয়নের একটি আবশ্যকতা আছে।[৮] আচার্য ভর্তৃহরি ত্রিমুনি মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে শব্দের নিত্যতার স্বপক্ষে

[৭] তত্রোক্তা দোষাঃ প্রয়োজনান্যপ্যুক্তানি। ব্যা. মহা. প. ১.১.১ পৃ- ৫৮

[৮] তত্র ত্বেষ নির্ণয়। যদ্যেবং নিত্যঃ, তথাপি কার্য্যঃ, উভয়থাপি লক্ষণং প্রবর্ত্ত্যমিতি। তদেব।।

নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর রচিত 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে প্রথমেই তিনি শব্দের ব্রহ্মত্ব আলোচনায় তত্পর হয়েছেন। তিনি বলেছেন শব্দব্রহ্মের উত্পত্তি ও বিনাশবিহীন। উত্পত্তি ও বিনাশশীল না হওয়ায় শব্দের নিত্যতাকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্ঠা করেছেন। শব্দব্যক্তির নিত্যতা বা ব্রহ্মতাকে তিনি স্বীকার করেননি, উপরন্তু শব্দজাতির নিত্যতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ভর্তৃহরি শব্দের বাস্তব নিত্যতাকে উপেক্ষা করেছেন, যদি তা না করতেন তাহলে তিনি শব্দব্যক্তির ব্রহ্মত্ব বা নিত্যত্ব স্বীকার করতেন। শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতাকেই তিনি সঠিক বলে মনে করেছেন। শব্দ প্রধানতঃ নিত্য বা অনিত্য যাই হোক না কেন প্রাণিজগতের ক্ষেত্রে যেরূপ ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকৃত হয়, শব্দেরও সেরূপ ব্যাবহারিক নিত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। বৈয়াকরণ আচার্য্যগণ নিত্যতাকে বাস্তব অর্থে গ্রহণ করেননি তারা পুনঃ পুনঃ শব্দের নিত্যতাকে ঘোষণা করেছেন। বৈয়াকরণ নাগেশ ভট্ট শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতাকেই সমর্থন করেছেন। শব্দার্থের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, শব্দ ও অর্থ বস্তুতঃ ভিন্ন, কিন্তু ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তারা অভিন্নবত্ প্রতীত হয়ে থাকে। অভিন্নবত্ প্রতীতিই হল তাদাত্ম্য। শব্দার্থের এই সম্বন্ধ পূর্বেই বৈয়াকরণেরা নিত্য বলে প্রতিপন্ন করেছেন। অতএব শব্দ, অর্থ ও উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য হওয়ায় শব্দ নিত্য হিসেবেই বৈয়াকরণদের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে। মীমাংসকগণ বলেছেন – কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগের ফলে পূর্ব থেকে অবস্থিত শব্দ অভিব্যক্তি লাভ করে। উচারণের পূর্বে শব্দ অবস্থিত – এটি স্বীকার করে নিলে, শব্দের অবস্থান ঠিক কোথায় একথা বলাটাও প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে মীমাংসকগণ উল্লেখ করেন যে

নিত্য পদার্থ আকাশে শব্দ সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে। কিন্তু শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণে আকাশকে অনিত্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মীমাংসকেরা শ্রুতিসমূহকে অভ্রান্ত অপৌরুষেয় বাক্য বলে স্বীকার করেন তাই আকাশের অনিত্যতা সম্বন্ধীয় শ্রুতিকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না। অতএব শ্রুতিতে যে শব্দকে অক্ষর বা ব্রহ্ম বলে যে স্বীকার করা হয়েছে তা শুধুমাত্র শব্দের ব্যবহারিক নিত্যতা স্বীকারের ফলেই সম্ভব। তাই মীমাংসকগণও শব্দের ব্যবহারিক নিত্যতাকে মেনে নিয়েছেন। শব্দ যখন সূক্ষ্ম অবস্থায় আকাশে বিলীন হয়ে থাকে তখন তাকে আমরা শব্দ বলি না। কেবলমাত্র যখন তা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় গোচর হয তখনই তাকে আমরা শব্দ হিসেবে ধরি। শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য একটি শব্দ একটি সময়ে সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছিল – একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। এই প্রথম উচ্চারণে পূর্বস্থিত শব্দের প্রকাশ করার কোন প্রশ্ন থাকে না। তাই, প্রথম উচ্চারণের স্থান ও কাল সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না থাকায শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতাকেই স্বীকার করে নিতে হবে।

মীমাংসকমতে জাতির বিনাশ নেই। ঘট বিনষ্ট হলে ঘটত্ব জাতি বিদ্যমান থাকে বলে নৈয়ায়িকেরা মনে করেন। তাঁদের মতে সবসময়ই কোন না কোন স্থানে একটি ঘট বিদ্যমান থাকবে। এই কারণে তাঁরা যুগপদ্ ধ্বংস স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ জাতির বিনাশ যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ শরভ, অলর্ক প্রভৃতি জাতির বিনাশ দেখে আমরা তা অবগত হতে পারি। মানুষের ব্যবহার্যাদি দ্রব্য দেশ ও কালভেদে ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। প্রস্তর যুগে ব্যবহৃত দ্রব্য বর্তমান যুগে ব্যবহৃত হয় না।

আবার বর্তমান যুগে ব্যবহৃত দ্রব্যও হয়তো সহস্র বছর পরে ব্যবহৃত হবে না। অতএব জাগতিক দৃষ্টান্ত দেখে আমাদের জাতির নিত্যতাকে অস্বীকার করা উচিত।

নৈয়ায়িকেরাও জাতির নিত্যতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু জাতির যে বিলোপ সাধিত হয় তা আমরা পূর্বেই প্রত্যক্ষ করেছি। তাছাড়া পৃথিবীই যখন অনিত্য, সেক্ষেত্রে পৃথিবী সাক্ষাদ্‌ব্যক্ত জাতি ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতিও অনিত্য হতে বাধ্য। মীমাংসকেরা 'শব্দ করো' কথাটিকে শব্দের ব্যবহার করা অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যদি বলা হয় 'গোময়ং কুরু' – সেক্ষেত্রে গোময় সংগ্রহ করা বোঝায় যা অনুভবসিদ্ধ। মানুষের পক্ষে গরুর বিষ্ঠা উত্‌পাদন করা অসম্ভব বলে কৃ ধাতুর সংগ্রহ করা রূপ গৌণার্থে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দের ক্ষেত্রে গৌণার্থ কল্পনার কোন প্রয়োজন হয় না। মানুষের দ্বারা উচ্চারিত শব্দ সর্বদাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। পূর্ব থেকে স্থিত শব্দ আমরা প্রত্যক্ষ করি না। অতএব মানুষ কর্তৃক উচ্চারিত শব্দকে শব্দের সৃষ্টি বলতে হয়। শব্দের সৃষ্টি যেহেতু প্রমাণিত তাই শব্দ অনিত্য।

২.২.১৮ সংখ্যক ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে মহর্ষি বাত্‌সায়ন শব্দের উচ্চারণের প্রসঙ্গে বলেছেন – ইচ্ছাপ্রেরিত কৌষ্ঠ বায়ু উর্ধ্বদিকে চাপ সৃষ্টি করলে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগে শব্দ উত্‌পন্ন হয়ে থাকে। শুধুমাত্র কণ্ঠ, তালুর সংযোগ শব্দ উচ্চারণের কারণ নয়। স্ফোটবাদী বৈয়াকরণগণও সহমত পোষণ করেন। শিক্ষাসূত্রকার শব্দকে এই কারণেই বায়ুর বিকার বলেছেন। শব্দ বায়ুর বিকার হওয়ায় এবং আকাশের গুণ হওয়ায় বস্তুতঃ অনিত্য বলেই প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের

ইচ্ছা, প্রযত্ন অনিত্য শব্দেরই উত্পত্তি সাধন করে থাকে। তাই শব্দের নিত্যতা যে বাস্তব নয় অনাদি ব্যবহার সিদ্ধ শব্দব্রহ্মবাদীরাও এই কথাটি স্বীকার করেছেন।

মহর্ষি গৌতম ২.২.৩৭ সূত্রে শব্দনিত্যতাবাদীদের আক্রমণ করেছেন। শব্দের ক্ষেত্রে বিনাশ কারণ উপলব্ধ না হলে, শব্দকে নিত্য বলে স্বীকার করে নিতে হয়। একই যুক্তিতে শব্দ শ্রবণকেও নিত্য বলে আমাদের মেনে নিতে হয়। কিন্তু শব্দানিত্যতাবাদীরা শব্দ শ্রবণের অনিত্যতা স্বীকার করে থাকেন। তাঁরা শব্দ শ্রবণের বিনাশ কারণ প্রদর্শন করাতে পারেন না। নৈয়ায়িকরাও শব্দশ্রবণের প্রতিবন্ধক কোন কারণ স্বীকার করেন না। সাধারণতঃ শব্দ যদি নিত্য হত তাহলে শব্দ শ্রবণও নিত্য হত এবং সেই শব্দ জগতের সকল লোক একই সময়ে শুনতে পেত। কিন্তু তা হয় না। তাই শব্দের বাস্তব নিত্যতা অস্বীকার করতে হয়।

গতকাল যে গো-শব্দ উচ্চারিত হয়েছিল, তা উচ্চারণের পরক্ষণেই শব্দের আশ্রয় আকাশে বিলীন হয়ে যায় পুনরায় আজ ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টার ফলে প্রকাশিত হয় – এরূপ যদি আমরা স্বীকার করে নি তাহলে শব্দের উত্পত্তি স্বীকার করে নিতে হয়। শব্দ সূক্ষ্মাবস্থায় যখন আকাশে বিলীন থাকে তখন তাকে আমরা শব্দ বলে মনে করি না। যখন তা শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় তখনই তাকে আমরা শব্দ হিসাবে গ্রহণ করে থাকি। শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ কোনও এক সময়ে সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছিল তা আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে। এক্ষেত্রে পূর্বস্থিত শব্দের প্রকাশ স্বীকার করার কোনও যুক্তি নেই। শব্দের উচ্চারণের স্থান ও কাল

সম্বন্ধে কোনও সুনিশ্চিত প্রমাণ না থাকায় শব্দের ব্যাবহারির নিত্যতাকেই স্বীকার করে নিতে হয়।

শব্দের নানাত্বের বিপক্ষে মীমাংসকগণ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন সেক্ষেত্রেও বিভিন্ন রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। সূর্যদর্শনের সঙ্গে শব্দশ্রবণের তুলনা কখনওই হতে পারে না, কারণ উভয়ই সমান ধর্মাক্রান্ত নয়। নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারিত একই ধরণের বিভিন্ন শব্দ যখন শ্রবণেন্দ্রিয় গোচর হয় তখন শব্দের নানাত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই। বিভিন্ন সভায় উপস্থিত পৃথক্ পৃথক্ শ্রোতারা বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা উচ্চারিত একই শব্দ যখন সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে শ্রবণ করেন, তখন তা আর সূর্যদর্শনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। একজন ব্যক্তির একই সময়ে তিনদিকে অবস্থিত তিনজন ব্যক্তি দ্বারা উচ্চারিত একই প্রকার শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শুনে থাকে। অতএব একই ব্যক্তি যখন ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গ্রহণ করে থাকে তাই শব্দের নানাত্বকে স্বীকার করে নিতেই হয়। এক্ষেত্রে মীমাংসকদের যুক্তি চলে না। আবার উচ্চারণসাম্যও শব্দের অভিন্নতার ক্ষেত্রে কারণ নয়। একই আকারের আমরা বিভিন্ন দ্রব্য প্রতিনিয়ত অবলোকন করে থাকি। দ্রব্যগুলির মধ্যে আকৃতিগত সাম্য থাকলেও তা অভিন্নতা প্রমাণ করে না। যেমন টাকার ক্ষেত্রে আকৃতিগত সাম্য থাকলেও তাদের বিভিন্নতা স্বীকার করা হয় তেমনি শব্দের মধ্যে উচ্চারণগত সাদৃশ্য থাকলেও পূর্বে উচ্চারিত রাম শব্দ থেকে পরবর্তী কালে উচ্চারিত রাম শব্দের মধ্যে বিভেদ অবশ্য স্বীকার্য। মানুষের মুখ শব্দ উচ্চারণের যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের বিভিন্নতার সঙ্গে উচ্চারণের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত

হয়। রামের উচ্চারিত ‘গো’ শব্দ থেকে শ্যামের উচ্চারিত ‘গো’ শব্দের পার্থক্য আমরা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ মাত্রই উপলব্ধি করতে পারি কারণ দুটি ‘গো’ শব্দের উচ্চারণ প্রযত্নের স্বল্পতা ও আধিক্যের ফলে তা পৃথক্ রূপে শ্রুত হয়ে থাকে।

শব্দের বিকারের বিরুদ্ধে মীমাংসকেরা যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা যথার্থ বটে। তাদের বিবেচনায় ‘ই’ প্রভৃতি বর্ণ শব্দ নয়, ‘ই’ প্রভৃতি বর্ণের ব্যঞ্জককে ধ্বনি যা আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকি তাই শব্দ। সূক্ষ্মাত্মক ভাবে শব্দের উচ্চারণ বলতে শব্দতরঙ্গকে বোঝায় ও স্থূলাত্মকভাবে শব্দের উচ্চারণকেই শব্দ হিসাবে গ্রহণ করে থাকি। ‘ই’ কারের উচ্চারণ ‘য’ কারের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। উভয়ই পৃথক্ শব্দ রূপে দৃষ্ট হয়ে থাকে।

মীমাংসকেরা বলে থাকেন যে, অন্য অর্থ প্রতিপাদনের জন্য শব্দ ব্যবহৃত হয়। শব্দ পূর্ব থেকেই অবস্থিত এবং জ্ঞাত থাকে বলে সে অন্য অর্থ প্রতিপাদন করতে পারে, কিন্তু এ যুক্তি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। অন্য অর্থ প্রতিপাদনের দ্বারা শব্দের বাস্তব নিত্যতা প্রতিপাদিত হয় না। মানুষের নিজেদের ভাবের আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন পদার্থকে বোধগম্য করার জন্য শব্দরূপ চিহ্ন ব্যবহার করে থাকে। বাচক শব্দগুলি যদি নিত্য হত তাহলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে একই শব্দ একই অর্থ প্রকাশে সক্ষম হত। কিন্তু তা হয় না। শব্দের এই বাচক অর্থ অনাদিরূপ ব্যবহার নিত্যতাকে স্বীকার করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে ভারতবর্ষে ‘গো’ বলতে ‘গরু’ নামক জন্তুকে বুঝিয়ে থাকে, কিন্তু আমেরিকায় বা ইংল্যান্ডে ‘গো’ বলতে গমনরূপ ক্রিয়াকে বুঝিয়ে থাকে। অতএব

আমেরিকায় গরুকে বোঝাবার জন্য ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। অতএব শব্দের বাস্তব নিত্যতা এখানে অস্বীকৃত হয়।

শব্দের উচ্চারণ, শব্দতরঙ্গ এবং শব্দশ্রবণের মধ্যে পার্থক্য একটাই যে, তরঙ্গবিশেষই শব্দ এবং তরঙ্গের এই সৃজনশীলতাকেই শব্দের উচ্চারণ বলা হয় এবং এইভাবেই শব্দের গ্রহণ হয়ে থাকে। অনেকেই বলেন শব্দের কোনও উপাদান না থাকায় শব্দের বিনাশ অসম্ভব, তবে এ যুক্তি ঠিক নয়। অনেক সময় উপাদানহীন পদার্থেরও বিনাশ দৃষ্ট হয়। আকাশের কোন উপাদান নেই। কিন্তু আকাশের অনিত্যতা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে। যেমন-

তাভ্যাং শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্মমে।

মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টবপাং স্হানঞ্চ শাশ্বতম্।।(মনু.১/১২১)

শব্দনিত্যতাবাদীরা শব্দের সম্প্রদীয়মানত্বকে স্বীকার করেন। পূর্ব থেকে অবস্থিত শব্দ আচার্য্য কর্ত্তৃক শিষ্যের নিকট প্রদত্ত হয়। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা এ বিষয়ের ঘোর বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন যে, আমরা নৃত্য প্রভৃতির ন্যায় শব্দেরও অনুকরণ করে থাকি। শব্দে কারও স্বত্ব না থাকায় শব্দের সম্প্রদান অসম্ভব। বহু লোক একই নিত্য পদার্থের সম্প্রদান করে এটা হতে পারে না। যে শব্দ একবার প্রদত্ত হয়েছে সেই শব্দের পুনঃ পুনঃ দান অসম্ভব। শব্দের নিত্যতাকে স্বীকার করে নিলে বাস্তবে তার সম্প্রদান করা যায় না। অনিত্য পদার্থেরই একমাত্র সম্ভব।

যেমন নিত্য পদার্থ কালকে কেউই দান করতে পারে না। অতএব নৈয়ায়িকদের যুক্তিতে যে শব্দ অনিত্য তা ঠিকই।

নৈয়ায়িকদের অপর একটি যুক্তি নিত্যপদার্থকে স্পর্শ করা যায় আবার অনিত্য পদার্থকে স্পর্শ করা যায় না। তাঁরা বলেছেন পরমাণু একটি নিত্য পদার্থ। তাকে স্পর্শ করা যায়। স্পর্শের অনুভব যতক্ষণ না পর্যন্ত হয় ততক্ষণ তাকে স্পর্শ বলে স্বীকার করা চলে না। পরমাণুকে আমরা কখনও স্পর্শ করতে পেরেছি বলে আমাদের মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে পরমাণু স্পর্শযোগ্য নয়। পরমাণু এতটাই সূক্ষ্ম যে অঙ্গুলিহেলনে পরমাণুর দূরে চলে যাওয়াটাই খুব স্বাভাবিক। অতএব পরমাণুর স্পর্শানুভূতি না হওয়ায় পরমাণু স্পর্শযোগ্য নয়। এছাড়াও পরমাণু নিত্য কিনা সে সম্পর্কেও বিশেষ সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। পরমাণুর দুটি ভেদ – পার্থিব পরমাণু, জলীয় পরমাণু। পৃথিবী ও জল যখন বিনাশশীল তখন তাদের পরমাণুও বিনাশশীল হবে। প্রলয়কালে পার্থিব পরমাণু বিকৃত হয়ে জলীয় পরমাণু আবার জলীয় পরমাণু তৈজস পরমাণু এবং তৈজস পরমাণু বায়বীয় পরমাণুতে পরিণত হয়। ফলে পরমাণুর বিকৃতি ও বিলীন হওয়ার ক্ষমতা থাকায় পরমাণুকে অনিত্য ধরে নিতে হবে। অতএব নৈয়ায়িকদের এই যুক্তিকে তাই মান্যতা দেওয়া যায় না।

আবার শব্দসন্তান নিয়ে নৈয়ায়িকরা যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা স্বীকার্য নয়। তাঁরা বলেন যখন একটি শব্দ থেকে অপর একটি শব্দ উত্পন্ন হয় তখন উক্ত দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দের বিনাশের কারণ হয়ে থাকে। শব্দোচ্চারণের ক্ষেত্রে যে

শব্দসন্তানের সৃষ্টি হয়, তার ফলেই দূরদেশে শব্দের শ্রবণ হয়ে থাকে। বস্তুতঃ একটি শব্দ উত্পন্ন হওয়ার পর সে আর নতুন শব্দ উত্পন্ন করতে পারে না। আধুনিক শব্দবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এ বিষয়ে সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। অভিঘাতের ফলে আকাশে একপ্রকার বিশেষ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, এই তরঙ্গবিশেষই হল শব্দ। আমরা সবসময়ই দূরদেশে শব্দের প্রেরণ প্রত্যক্ষ করে থাকি। আর এই প্রত্যক্ষজ্ঞান থেকেই নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, অভিঘাতের ফলে উত্পন্ন তরঙ্গ বিশেষই শব্দ। জলতরঙ্গ যেমন অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলতে থাকে, শব্দ তরঙ্গও অনুরূপভাবে অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হতে থাকে। শব্দতরঙ্গের দশদিকে দশটি শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করবার কোনও উপযুক্ত প্রমাণ নেই। তাই শব্দের অনিত্যতা প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকরা শব্দসন্তানের উত্পত্তি বিষয়ে যে যুক্তি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তার বিশেষ কোন সত্যতা যাচাই করে পাওয়া যায়নি।

ভাষাপরিচ্ছেদকার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বলেছেন – শব্দ দুই প্রকার ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গ প্রভৃতি যন্ত্রে উত্পন্ন শব্দ ধ্বন্যাত্মক এবং কণ্ঠসংযোগ প্রভৃতি থেকে উত্পন্ন ‘ক’ প্রভৃতি শব্দ বর্ণাত্মক।[৯] এই সমস্তরকম শব্দই আকাশে সমবায় সম্বন্ধে থাকে।[১০] কিন্তু কোন দূরস্থ শব্দের সঙ্গে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ উপপন্ন না হওয়ায় প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে শব্দের প্রত্যক্ষ কীভাবে সম্ভব সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে শ্রবণেন্দ্রিয়াবচ্ছিন্ন আকাশে উত্পন্ন শব্দের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। কিন্তু একটি প্রশ্ন

[৯] শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্নশ্চ মৃদঙ্গাদিভবো ধ্বনিঃ।। ভাষা. কা. ১৬৪

[১০] সর্বঃ শব্দো নভোবৃত্তিঃ শ্রোত্রোত্পন্নস্তু গৃহ্যতে।। ঐ ১৬৫

থেকেই যায় যে, মৃদঙ্গাদিদেশে উত্পন্ন শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয়ে কীভাবে উত্পত্তি ঘটবে? তখন তারা বলেন বীচিতরঙ্গন্যায়ের মাধ্যমে এই উত্পত্তি সম্ভব।[১১] উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, জলের মধ্যে আঘাত করা হলে, আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের চারিদিকে একটি তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তরঙ্গের চাপে আবার নতুন নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি হয়ে থাকে শব্দোচ্চারণের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনই ঘটে থাকে। প্রথমে উচ্চারিত শব্দ দশদিকে ছড়িয়ে গিয়ে নতুন শব্দের সৃষ্টি করে নিজে সে বিনষ্ট হয়ে যায়। এরপর উক্ত তরঙ্গটি পুনরায় আবার একটি নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সম্প্রসরমান এই শব্দতরঙ্গ দূরবর্তী ব্যক্তির শ্রোত্রাবচ্ছিন্ন আকাশে যখন পৌছায় তখনই ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ সিদ্ধ হওয়ায় শ্রবণ সম্ভব হয়। অনেকের মতে আবার কদম্বকোরকন্যায় শব্দ থেকে শব্দান্তরের উত্পত্তি হয় তবে এই মতটি স্বীকার করলে অনন্তশব্দ স্বীকাররূপ কল্পনাগৌরব হয়। ভাষাপরিচ্ছেদকারের এই যুক্তিতেও শব্দ অনিত্য হয়ে পড়ে। আবার মীমাংসকেরা শব্দের নিত্যতা স্বীকার করেন বলে শব্দের উত্পত্তি ও বিনাশ তাঁদের কাছে অযৌক্তিক। কিন্তু ‘ক’ কার বর্ণের উত্পত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হওয়ায় শব্দের অনিত্যতা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।[১২] এক্ষেত্রে যদি বলা হয় ‘এই সেই ক’ ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণিত। অতএব শব্দের উত্পত্তি ও বিনাশ বিষয়ে যে অনুভব তা ভ্রমাত্মক।

[১১] বীচিতরঙ্গন্যায়েন তদুত্পত্তিস্তু কীর্তিতা কদম্ব কোরকন্যায়াদুত্পত্তিঃ কস্যচিন্মতে। ঐ. ১৬৬

[১২] উত্পন্নঃ কো বিনষ্টক ইতি বুদ্ধেরনিত্যতা। ভাষা. কা. ১৬৭

এই প্রসঙ্গে উত্তরে বলা হয়েছে 'সোঽয়ং ক ইতি বুদ্ধিস্তু সাজাত্যমবলম্বতে'। অর্থাত্ 'এই সেই ক' – এরূপ প্রত্যভিজ্ঞায় 'ক' কারাদি বর্ণের সজাতীয়ত্ব বিষয় হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কখনই ব্যক্তির অভেদ অর্থাত্ পূর্বশ্রুত যে 'ক' কারই – তা বিষয় হয় না। যদি তা না হয় তাহলে বর্ণের উত্পত্তি ও বিনাশ বিষয়ক প্রতীতির বিরোধ সৃষ্টি হবে। এই যে সাজাত্যবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা জগতে অন্যত্রও দৃষ্ট হয়ে থাকে। যেমন – ঔষধ আমি প্রস্তুত করেছিলাম সেই ঔষধ অন্যেও প্রস্তুত করেছে' – এরূপ সাজাত্যবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা দেখা যায়।[১৩] তাই বর্ণেরও প্রত্যভিজ্ঞা সজাতীয় বর্ণ বিষয়ক – এই ধারণাটি নিশ্চিত হওয়ায় নৈয়ায়িক মতে বর্ণের অনিত্যত্ব সুনিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হয়।

এবার আসি নৈয়ায়িক অন্নংভট্টের কথায়। তিনি বলেছেন – শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে গুণের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে তাকেই শব্দ বলা হয়। শব্দের তিনি দুটি বিজ্ঞান দেখিয়েছেন একটি ধ্বন্যাত্মক ও অপরটি বর্ণাত্মক। 'স দ্বিবিধঃ ধ্বন্যাত্মকো বর্ণাত্মকশ্চেতি। ধ্বন্যাত্মকো ভের্যাদৌ। বর্ণাত্মকঃ সংস্কৃতভাষাদিরূপঃ' (তর্ক. সং.) তবে ভেরীনাদ বা বীণা, বেণু প্রভৃতি স্ফোটাত্মক সাধারণ শব্দ থেকে ভিন্ন তা আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদ নামক গ্রন্থে বলেছেন। যেমন-

শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিবাবে ধ্বনিঃ।

কণ্ঠসংযোগাদিজন্যাবর্ণান্তে কাদয়োঃ মতাঃ।। (ভাষা. কা. ১৬৪)

---

[১৩] তদেবৌষধমিত্যাদৌ সজাতীয়েঽপি দর্শনাত্

তস্মাদনিত্যা এবেতি বর্ণাঃ সর্বে মতং জিনঃ।। ঐ. ১৬৮

তাঁদের মতে শব্দ অব্যাপ্যবৃত্তি। আকাশের একটি অবচ্ছেদে শব্দ থাকে। শব্দ প্রথম ক্ষণে উত্পন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে বর্তমান থাকে এবং তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত শব্দ পরবর্তী শব্দের দ্বারাই বিনষ্টীভূত হয়। শব্দের স্বোত্তরবর্তী গুণের দ্বারা নাশ্যত্ব স্বীকারে প্রথম, দ্বিতীয় শব্দের বিনাশ উপপন্ন হয়। কিন্তু অন্তিম শব্দের বিনাশ হয় না। ভেরীতে দণ্ডাঘাতের ফলে উত্পন্ন তিনপ্রকার শব্দের মধ্যে প্রথম ও মধ্যম শব্দ স্বজন্যপরবর্তী শব্দের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। প্রথম শব্দটি অসমবায়ী কারণরূপে দ্বিতীয় শব্দকে উত্পন্ন করায় প্রথম শব্দটি দ্বিতীয় শব্দ দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে তৃতীয় শব্দটি দ্বিতীয় শব্দের, চতুর্থ শব্দটি তৃতীয় শব্দের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু এই রীতিতে অন্তিম শব্দের বিনাশ ঘটে না। আবার অন্তিম শব্দটিকে অবিনাশী বলাও সঙ্গত হয় না। অন্তিম শব্দটির বিনাশ অবশ্য স্বীকার্য। এক্ষেত্রে ন্যায়বৈশেষিকগণ একটি পৌরাণিক উদাহরণের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁরা বলেন অন্তিম শব্দটি সুন্দ-উপসুন্দস্থানীয়। পূর্ববর্তী শব্দটি যখন অন্তিম শব্দের উত্পত্তি ঘটায় তখন তারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়ে এবং পরস্পরকে বিনাশ করে। শব্দ যেহেতু উত্পন্ন ভাবপদার্থ তাই অন্তিম শব্দটিকে বিনষ্টীভূত হতেই হবে। উত্পন্ন ভাব পদার্থ অবিনাশী হয় বললে ন্যায়বৈশেষিক ঈশ্বরদ্রোহী হয়ে পড়বেন। যেহেতু ঈশ্বর বলেছেন, 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ'। এইভাবে ন্যায়বৈশেষিকগণ শব্দের অনিত্যত্বকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

উত্পত্তির পূর্বে শব্দের উপলব্ধি হয় না। উচ্চারণের বা অভিঘাতের পর শব্দের উত্পত্তি যে মুহূর্তে ঘটে থাকে, তারপরই শব্দের উপলব্ধি হয়। এই উপলব্ধির

পরে আবার পুনরুপলব্ধি হয় না। এই কারণে আমরা শব্দকে স্থায়ী বলতে পারিনা। উত্পত্তিশীল ভাবপদার্থ অবশ্যই বিনাশশীল। অতএব শব্দ উত্পত্তিশীল তাই বিনাশ অবশ্যস্বীকার্য। সংযোগ ও বিভাগের দ্বারা শব্দের উত্পত্তি হয়ে থাকে। শব্দকে অনুত্পন্ন মনে করলে যদি সংযোগ, বিভাগকে তার অভিব্যঞ্জক বলা হয় তাহলে শব্দের শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা উপপন্ন হয়না। যদি বলা হয় উচ্চারণের দ্বারা বক্তার মুখগহ্বরে শব্দ উত্পন্ন না হয়ে অভিব্যক্ত হয় তাহলে ওই শব্দ শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হবে না। কারণ উচ্চারণ হল বিবক্ষাজনিত প্রযত্নের দ্বারা কৌষ্ঠ্যের বায়ুপ্রেরিত কণ্ঠতাল্বাদিপ্রতিঘাত। শব্দ উচ্চারণমাত্রই প্রযত্ন উত্পন্ন হয়, তা উদরমধ্যস্থিত বায়ুকে প্রেরণ করে ফলে বায়ু উর্ধ্বমুখী হয়ে কণ্ঠ, তাল্বাদিস্থানে অভিহত হয়, এরই নাম উচ্চারণ। এই উচ্চারণ শব্দের উত্পাদক না হয়ে যদি অভিব্যঞ্জক হয় তাহলে বক্তার মুখগহ্বরেই শব্দ অভিব্যক্ত হয়েছে তা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু তা শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কীভাবে হবে? অভিব্যক্ত শব্দ কখনই শ্রোতার শ্রোত্রে প্রবিষ্ট হতে পারে না। অতএব শব্দের উত্পত্তিকে স্বীকার করে নিয়ে বীচিতরঙ্গন্যায়ে শ্রোতার শ্রোত্রগ্রাহ্যতার উৎপাদনকেই একমাত্র যথাযথ প্রক্রিয়া বলতে হবে। ন্যায়াচার্যগণ এইভাবে আবারও শব্দের অনিত্যতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বৈশেষিক মতে শব্দ অনিত্য। তাঁরা বলেন – শব্দ উত্পন্ন হয়ে ক্ষণকালের মধ্যেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক ভেদে শব্দের দ্বৈবিধ্য তাঁরা স্বীকার করে

থাকেন। বৈশেষিক মতে শব্দোত্পত্তির কারণ তিনটি – সংযোগ, বিভাগ ও অপরশব্দ।

'সংযোগাদ্ বিভাগাচ্চ শব্দঞ্চ শব্দনিষ্পত্তি'।[১৪]

ভেরী ও দণ্ড প্রভৃতি সংযোগের ফলে যেমন শব্দের উত্পত্তি ঘটে ঠিক তেমনই কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের বিভাগের ফলেও শব্দ উত্পন্ন হতে দেখা যায়। পুনরায় গাছের ডাল ভেঙে গেলে যে শব্দের উত্পত্তি ঘটে তা হল বিভাগজ শব্দ। মানুষের উচ্চারিত শব্দ কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগ ও বিভাগ উভয়ের দ্বারা উত্পন্ন হয়ে থাকে। এছাড়াও শব্দজ শব্দরূপে আর একপ্রকার শব্দের প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৫] বৈশেষিক মতে সংযোগ বা বিভাগের দ্বারা যে শব্দ উত্পন্ন হয় তা বীচিতরঙ্গন্যায়ানুমানে শব্দসন্তান সৃষ্টি করে থাকে। এই শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করলে শব্দের শ্রবণ হয়। শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদনের জন্য নৈয়ায়িকেরা যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন বৈশেষিকরাও প্রায় একইরকম যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। বৈশেষিকরা বলেন– শুধুমাত্র উচ্চারণের সমকালেই শব্দের শ্রবণ ঘটে থাকে। উচ্চারণের পূর্বে বা পরে শব্দ শ্রুত হয় না। অতএব যে সময়ে শব্দ শ্রুত হয় না, সেই সময় শব্দের কোনও অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায় না। যে সকল বস্তু পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকে তারই

---

[১৪] বৈ. সূ ২/২/৩১

[১৫] সংযোগাৎ ভেরীদণ্ডাদিসংযোগাত্, বিভাগাদ্ধ বংশে পাট্যমানে। তত্র সংযোগস্তাবন্নাদ্যস্য শব্দস্য কারণং তদভাবাত্ তস্মাৎ বংশদ্বয়বিভাগো নিমিত্তকারণং দলাকাশবিভাগশ্চাসমবায়িকারণম্। - উপস্কার, বৈ.সূ. ২/২/৩১

একমাত্র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং অশ্রবণাবস্থায় শব্দসত্তার কোনওরকম প্রমাণ না থাকায় প্রমাণিত হয় শব্দ কার্য অর্থাত্ উত্পত্তি ও বিনাশশীল।[১৬]

মহর্ষি কণাদ বলেন নিত্য পদার্থের সঙ্গে শব্দের বৈধর্ম্য থাকায় শব্দের অনিত্যতাকে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। উপস্কার ব্যাখ্যা গ্রন্থে এটি যুক্তিপূর্বক আলোচনা হয়েছে। পূর্ব থেকে স্থিত ঘটাদি পদার্থকে দীপ যেমন প্রকাশিত করে সেইরকম ঘট দেখে কেউ ঘরে দীপ আছে তা অনুমান করে না। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যখন কোনও দেওয়ালের অন্তরালে থেকে শব্দ উচ্চারণ করে তখন তার কণ্ঠ শুনেই শ্রোত্র অবগত হয় যে কোনও ব্যক্তি শব্দ উচ্চারণ করেছে। সূতরাং পূর্ব থেকে স্থিত ঘটাদির সঙ্গে শব্দের বৈধর্ম্য বিদ্যমান। ঘট যেমন প্রদীপের দ্বারা প্রকাশিত, শব্দও যদি কণ্ঠসংযোগাদি দ্বারা অভিব্যক্ত হত তাহলে শব্দশ্রবণে উচ্চারণকারীর অনুমান সম্ভব হত না।[১৭] অতএব শব্দ অনিত্য।

সাংখ্যদর্শনকার মহর্ষি কপিল বৈদিক বা লৌকিক কোনও শব্দেরই নিত্যতা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন শ্রুতিতে বেদের উত্পত্তির বিবরণ উল্লিখিত

---

[১৬] সতো লিঙ্গাভাবাত্। বৈ.সূ. ২/২/২৬।

ন চাশ্রবণদশায়াং শব্দসত্ত্বে প্রমাণমস্তি, তস্মাত্ কার্য্য এবাযং ন ব্যঙ্গ ইতি। - উপস্কারঃ, বৈ. সূ. ২/২/২৬

[১৭] নিত্যবৈধর্ম্মাত্। বৈ.সূ.২/২/২৭।

নিত্যেন মহাস্য শব্দস্য বৈধর্ম্মমুপলভ্যতে যতশ্চৈত্রো বক্তীত্যপাবৃতোঽপি চৈত্রমৈত্রাদির্বচনেনানুমীয়তে, ন চ ব্যঞ্জকঃ প্রদীপাদির্ব্যঙ্গেন ঘটাদিনা ক্বচিদনুমীয়তে। তস্মাজ্জন্য এবায়ং ন ব্যঙ্গ্য ইতি ভাবঃ – উপস্কারঃ, বৈ.সূ.২/২/২৬

রয়েছে। তাই বেদকে তিনি নিত্য বলে মেনে নিতে পারেন না।[18] তাঁরা যে যুক্তি প্রদর্শন করেন তা হল কোনও এক ব্যক্তি 'ক'-কারাদি বর্ণের উচ্চারণ দ্বারা শব্দ উচ্চারণ করে, অপর কোন ব্যক্তিও একই 'ক' কারাদি বর্ণের সাহায্যেই পুনরায় সেই শব্দের উচ্চারণ করে। এর দ্বারা শব্দের উত্পত্তিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্পন্ন পদার্থমাত্রই অনিত্য সুতরাং শব্দও অনিত্য।[১৯] সাংখ্য সম্প্রদায়ের অনেকেই শব্দকে আকাশের গুণ বলে স্বীকার করেন না। শব্দ আকাশস্থিত হলে ঘণ্টায় হস্তপ্রশ্লেষের দ্বারা শব্দের নিবৃত্তি হতে পারত না। তবে ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রভৃতি সাংখ্যাচার্যগণ শব্দের গুণত্বের অনুকূলে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

মহর্ষি কপিল যেমন বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করে না কিন্তু তিনি আবার বেদকে অপৌরুষেয় হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন।[20] সাধারণত দেখা যায় যা পৌরুষেয় তাই অনিত্য এবং যা অপৌরুষেয় নিত্য। তবে সাংখ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে মতদুটি পরস্পরবিরোধী বলে পরিস্ফুট হয়। তাঁরা বলেন বেদ হল পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসসদৃশ। পরমেশ্বরকে বেদের রচয়িতা বলা যায় না। বেদের কোনও রচয়িতা না থাকায় বেদ অপৌরুষেয়। শ্রুতি প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে বলা হয়েছে অনাদিকাল থেকে প্রতি সৃষ্টিতে বেদ প্রচলিত হয়ে আসছে। বেদের রচয়িতা নেই। প্রত্যেক সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা পূর্বসিদ্ধ বেদকে স্মরণ করে থাকেন। শ্রুতিবাক্যগুলিকে স্মরণ

---

[১৮] ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতে। সাং. সূ., ৫/৪৫

[১৯] ন শব্দনিত্যত্বং কার্য্যতাপ্রতীতে। ঐ ৫/৫৮

[২০] ন পৌরুষেয়ত্বং তত্কর্তুঃ পুরুষস্যাভাবাত্। ঐ ৫/৪৬

করেই সাংখ্যাচার্যগণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন।[২১] বেদের প্রামাণ্যও স্বীকার করে থাকেন। তাঁরা বলেন, বৈদিক শব্দসমূহের অর্থসমূহকে প্রতিপাদন করার একটি স্বাভাবিক শক্তি আছে যার দ্বারা বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্ত্র ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রয়োগ এ ফল দেখে যেমন লোকে তাঁদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন বেদের বেলায়ও তেমনই একই নিয়ম প্রয়োগ হয়ে থাকে।[২২] সাংখ্যেরা শব্দেরও প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। তবে যে কোনও শব্দের প্রামাণ্য তাঁরা স্বীকার করেননি। তাঁরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ – এই তিনটিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করেছেন। যে শব্দের অর্থপ্রতিপাদনযোগ্য ক্ষমতা রয়েছে সেই শব্দের প্রামাণ্যই তাঁরা গ্রহণ করেছেন।[২৩]

বেদান্তদর্শন বেদের অন্তভাগ বা চরমভাগ নিয়ে গঠিত। উপনিষদ্ বাক্যের প্রামাণ্যের ভিত্তিতে যে দর্শন রচিত হয়েছে তাই বেদান্ত নামে পরিচিত। বেদান্তদর্শনের পূর্বমীমাংসায় যেমন বেদের নিত্যতা, অপৌরুষেয়ত্ব স্থাপিত তেমনই উত্তরমীমাংসায় এগুলি দৃঢ়তার সাথে সমর্থিত। মহর্ষি ব্যাস বেদান্তদর্শনের 'অতএব চ নিত্যত্বম্' (বে.সূ.১/৩/২৮) সূত্রে শব্দের নিত্যতাকে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। পূর্বমীমাংসায় শব্দ, অর্থ ও তাদের সম্বন্ধ নিত্য বলে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু উত্তরমীমাংসায় দেবতার শরীর স্বীকৃত হয়েছে। দেবতার শরীর

---

[২১] যস্মিন্নদৃষ্টেঽপি কৃতবুদ্ধিরূপজায়তে তত্ পৌরুষেয়ত্বম্। সাং. সূ., ৫/৫০

[২২] নিজশক্ত্যভিব্যঙ্গেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্ – সাং. সূ., ৫/৫১

[২৩] আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ – সাং. সূ., ১/১০১

স্বীকৃত হলে তা জন্ম মরণের অধীন হবে, কারণ শরীরী প্রাণিমাত্রই জন্ম ও মৃত্যু রয়েছে। দেবতাদের জন্ম মৃত্যু থাকলে তাঁরা অনিত্য হয়ে পড়বে এবং সেই সঙ্গে দেবতাবাচক শব্দও অনিত্য হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে যদি শব্দ অনিত্য হয় তাহলে তার বাচক অর্থও অনিত্য হয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গেও তাদের সম্বন্ধও অনিত্য হতে বাধ্য।

এক্ষেত্রে মহর্ষি ব্যাস বেদান্তদর্শনের একটি সূত্রে বলেছেন যে, দেবতার শরীর স্বীকৃত হলেও শব্দের নিত্যতা বা প্রামাণ্য ব্যাহত হয়না, কারণ দেবতা প্রভৃতি সবকিছুই বৈদিক শব্দ থেকে উদ্ভুত।[২৪] বেদান্তের অপর এক সূত্রে জগত্‌কে ব্রহ্মপ্রভব বলা হয়েছে। ফলবশতঃ ব্যাসের নিজস্ব উক্তির মধ্যেই বিরোধ প্রতিফলিত হয়। আচার্য শঙ্কর এ প্রসঙ্গে বলেন শ্রুতি ও স্মৃতির উল্লিখিত তথ্য থেকে জানা যায় যে শব্দ থেকে জগতের উত্‌পত্তি। সৃষ্টির শুরুতে সৃষ্টিকর্তা নিত্যশব্দসমূহের উচ্চারণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থসমূহের সৃষ্টি হতে থাকে। অতএব আচার্য শঙ্করের মতে জগত্‌কে যেমন ব্রহ্মপ্রভব বলা যায় আবার শব্দপ্রভবও বলা যেতে পারে।

আবার পুনরায় অনেকে আপত্তি করে বলে থাকেন জগতের শব্দপ্রভবত্ব স্বীকার করা গেলেও তার দ্বারা শব্দের নিত্যতা ও অর্থের সঙ্গে তার নিত্যসম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। শব্দ থেকে ইন্দ্র প্রভৃতির উত্‌পত্তি স্বীকার করলেও ইন্দ্র প্রভৃতির উত্‌পত্তি ও বিনাশের সাথে তাদের বাচক শব্দেরও বিনাশ স্বীকার করতে হয়।

---

[২৪] শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাত্ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্। বে.সূ. – ১.৩.২৮

দেবদত্ত প্রভৃতি ব্যক্তির বিনাশ দেখেও শব্দের অনিত্যতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক সংশয়ের নিরসনে বলা যায় যে অর্থের সঙ্গে শব্দের যে সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে তা অর্থজাতিতে গৃহীত হয়, অতএব ইন্দ্র, দেবদত্ত, গো প্রভৃতি ব্যক্তির উত্পত্তি বিনাশ থাকলেও জাতির উত্পত্তি ও বিনাশ নেই। জাতির আদি ও অন্ত প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় ব্যাবহারিক নিত্যতা অবশ্যস্বীকার্য। শব্দের বাস্তব নিত্যতা ব্রহ্মসূত্রকারের অভিপ্রেত ছিল না। নিত্যতা শুধুমাত্র একটি পদার্থেই সম্ভবপর হতে পারে তিনি তা স্বীকার করেছেন। বেদান্ত মতে সৃষ্টির আদিতে কেবলমাত্র ব্রহ্মপদার্থই বিদ্যমান ছিল। শব্দ বস্তুতঃ ব্রহ্ম নয়। ব্রহ্মসূত্রে যে শব্দের নিত্যতা স্বীকৃত হয়েছে তা যে ব্যাবহারিক, বাস্তব নয় তা আমাদের বুঝে নিতে হবে। উপনিষদেও শব্দের যে নিত্যতা স্বীকৃত হয়েছে তাও ব্যাবহারিক কারণ শ্রুতিতে শব্দের অনিত্যতা প্রসঙ্গে যে সমস্ত আলোচনা রয়েছে তার সঙ্গে উপনিষদের বাক্যসমূহের কোনও বিরোধ নেই।

যোগদর্শনকার পতঞ্জলি শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করলেও শব্দের নিত্যতা বা অনিত্যতা প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ কিছু বলেননি। তিনি সাংখ্য মতকেই সমর্থন করেছেন। তবে সাংখ্য মতে শব্দ নিত্য নয়। তবে তিনি শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন এবং উভয়ের সম্বন্ধের নিত্যতার অনুকূলে মতও পোষণ করেছেন। বৌদ্ধাচার্যগণ শব্দের নিত্যতা স্বীকার করেন না। তাঁদের যুক্তি কোনও ব্যক্তির উচ্চারণ ব্যতীত আমরা বাক্য শ্রবণ করি না, তখন আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় মনুষ্যগণ কোনও না কোনও সময়ে প্রথম শব্দের

উচ্চারণরূপ সৃষ্টি করেছিল। উচ্চারণের পূর্বে শব্দের অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করেন না। বৌদ্ধগণের মতে সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী। অতএব তাঁরা শব্দকেও ক্ষণস্থায়ী বলে মনে করেন। শব্দের অনিত্যত্বসাধনে তাঁরা নৈয়ায়িকদের মতামতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। আবার বৌদ্ধাচার্যগণ শুধুমাত্র সচেতন বস্তুকে শব্দোচ্চারণের কারণ বলে মনে করেননি। পর্বত, বন্দর প্রভৃতি স্থানকেও শব্দের সৃষ্টিতে কারণ বলে অনুমান করেছেন।

অলংকারশাস্ত্রে শব্দ নিত্য না অনিত্য সে বিষয়ে বিশেষ কিছু উল্লিখিত হয়নি। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শ গ্রন্থে বলেছেন, ইষ্টার্থবচ্ছিন্ন শব্দসমষ্টিই কাব্যের শরীর।[২৫] এ থেকে বোঝা যায় যে, শব্দাবলীই কাব্যের শরীর হয়ে থাকে, তাহলে শব্দ অনিত্য কারণ শরীর মাত্রই অনিত্য। আচার্য মম্মট কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে বলেছেন, বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রাধান্য থাকলে তা ধ্বনি বা উত্তম কাব্যরূপে পরিগণিত হয়।[২৬] একথা বলে তিনি প্রধানত বৈয়াকরণসম্মত স্ফোটবাদকেই সমর্থন করেছেন। তিনি বস্তুতঃ শব্দের অনিত্যতাবাদকেই সমর্থন করেছেন। পূর্ব পূর্ব বর্ণের উচ্চারণ থেকে উত্পন্ন স্মৃতির সাহায্যে চরম বর্ণের উচ্চারণই হল স্ফোট, কারণ স্মৃতিপুষ্ট চরম বর্ণের উচ্চারণই পদ নামক বিষয় প্রাপ্ত হয়ে অর্থের বোধ জন্মায়। চরম বর্ণের উচ্চারণই পদকে পূর্ণ আকার প্রদান করে এবং অর্থবোধ জন্মাতে সহায়তা করে। অভিনবগুপ্ত তন্ত্রালোকে ন্যায়বৈশেষিকসম্মত

---

[২৫] শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী – কাব্যা. প্র. প. শ্লো. ১০

[২৬] ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ ধ্বনির্বুধৈঃ কথিতঃ – কাব্য. প্র. ১ম উ. শ্লো. - ৪

শব্দজ শব্দকে খণ্ডন করে পরোক্ষভাবে শব্দের অনিত্যতাকেই প্রকট করেছেন। তাঁর মতে শব্দ প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র। নিত্য পদার্থের কখনওই কোনও প্রতিবিম্ব থাকে না। অতএব বলা যেতে পারে যে, শব্দ অনিত্য। অভিনবগুপ্ত বলেন, কোনও ব্যক্তির মুখে উচ্চারিত হওয়ার পর বৈখরীনাদ প্রতিপাদ্য স্থূল শব্দ সমীপবর্তী শ্রবণেন্দ্রিয়ে গৃহীত হয়ে থাকে। তারপর তা থেকে আকাশাদিতে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। এই বিম্ব প্রতিবিম্বের মাঝখানে যারা স্থিত তারা সকলেই শব্দটিকে শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকে। নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকরা যেভাবে এক শব্দ থেকে অন্য শব্দের উত্পত্তির কথা স্বীকার করেন তা আলংকারিকরা অস্বীকার করেন।[২৭] অভিনবগুপ্তের মতে দর্পণে যেমন মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে। শব্দের প্রতিবিম্বও তেমনই আকাশাদিতে পড়ে থাকে।[২৮] তিনি আরও বলেন যে, কেবলমাত্র বৈখরীনাদব্যঙ্গ্য শব্দই প্রকাশিত হতে সক্ষম এবং এই প্রকাশযোগ্য শব্দেরই প্রতিবিম্ব থাকা সম্ভব। এটি ক্ষণস্থায়ী নয়, কারণ উচ্চারণের পর দ্বিতীয় ক্ষণেই আবার সে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। কেবলমাত্র প্রতিবিম্বিত হওয়ার পর তৃতীয় ক্ষণে তার বিনাশ সম্ভব।[২৯] অতএব আলংকারিকের মতে শব্দ অনিত্য একথা বললে আমাদের মধ্যে কোনও দ্বিধা থাকে না। বর্তমান যুগের অনেক মনীষীরাও শব্দের নিত্যত্ব ও ব্রহ্মত্ব স্বীকার করেছেন। মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলক

---

[২৭] ন চাসৌ শব্দজঃ শব্দ আগচ্ছত্বেন সংশ্রয়াত্। - তন্ত্রা.– ৩/২৫

[২৮] চিত্রত্বাচ্চাস্য শব্দস্য প্রতিবিম্বং মুখাদিবত্ – ঐ ৩/২৬

[২৯] শব্দোনচানভিব্যক্তঃ প্রতিবিম্বতি তদ্ধ্রুবম্

অভিব্যক্তি-শ্রুতি তস্য যমকালং দ্বিতীয়কে – ঐ ৩/৩৩

বেদোক্ত শব্দ নিত্যতার উল্লেখ করে তা সমর্থন করেছেন। তবে তিনি শব্দের বাস্তব নিত্যতার কথা না বলে ব্যাবহারিক নিত্যতার কথাই বলেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

ভারতীয় আস্তিক দার্শনিকগণের চিন্তনশীলতা, মনীষা ও প্রজ্ঞা বর্তমান কালে অগ্রগতির যে চরম পরিণতি লাভ করেছে তার মূলে আছে, অনাদি পরম্পরাগত নিত্য জ্ঞানময় বেদ। বেদের মুখ্য বেদাঙ্গ ব্যাকরণকে আমরা শব্দানুশাসন নামে পরিচিতি লাভ করে থাকি। এই শব্দানুশাসনের মূল বিষয় শব্দ। শব্দাদ্বৈতবাদী বৈয়াকরণগণের মতে সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের পরম উপজীব্য হল শব্দ। শব্দকে আশ্রয় করেই মানবীয় মেধা ও সাধনা রূপান্তরিত হয়েছে শব্দাত্মক বিভিন্ন শাস্ত্রে। শব্দ ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। কাব্যতত্ত্ববিদ্ দণ্ডী বলেছেন-

ইদমন্ধতমঃ কৃত্স্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।। (কাব্যা. ১/৪)

বৈয়াকরণগণ স্ফোটাত্মক শব্দব্রহ্মকে স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে শব্দব্রহ্মরূপ পরমতত্ত্ব বাগাত্মক। এই বাক্তত্ত্ব ক্রমবর্জিত অখণ্ড, অদ্বিতীয় এবং চৈতন্যস্বরূপ। এই শব্দব্রহ্ম অনাদিনিধন অক্ষর, জগত্কারণ, নিত্য ও চৈতন্যময়। উক্ত শব্দের অভিব্যক্তি যারা স্বীকার করেন তাঁদের মতে শব্দ নিত্য। অবশ্য যতক্ষণ না শব্দের অভিব্যক্তি ঘটে ততক্ষণ তার উপলব্ধি হয় না।

বৈয়াকরণ ও মীমাংসকগণ শব্দের অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করলেও নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ শব্দের উত্পত্তিবাদ সমর্থন করেন। বৈয়াকরণ ও মীমাংসকগণ

শব্দনিত্যত্ববাদী পক্ষান্তরে নৈয়ায়িকগণ শব্দের অনিত্যত্ববাদী। শব্দনিত্যতাবাদীদের মতে, কণ্ঠতাল্বাদিস্থান এবং করণের অভিঘাতের দ্বারা উত্পন্ন ধ্বনিসমূহ অনিত্য ও অর্থের অবাচক হলেও ধ্বনি দ্বারা অভিব্যক্ত বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট বা বাক্যস্ফোট নিত্যার্থের বোধক। কিন্তু শব্দের অনিত্যত্ববাদীদের অভিমত সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা মনে করেন স্থান করণের সংযোগ বিভাগের ফলে উত্পন্ন শব্দ (স্ফোট) থেকে অব্যবহিত উত্তরক্ষণে বীচিতরঙ্গ ন্যায়ে ক্রমশ অপচীয়মানে যে শব্দসন্তানের উত্পত্তি হয় যেগুলি শব্দজ শব্দ বা ধ্বনি নামে অভিহিত। ব্যাকরণাগম শব্দব্যবহারের মূলীভূত উপাদান শব্দের দ্বিবিধতা স্বীকার করে। এক প্রকার শব্দ নিমিত্ত এবং অন্য প্রকার শব্দ অর্থের বোধক অর্থ প্রত্যায়ক শব্দ স্ফোটাত্মক এবং তা অভিব্যঙ্গ্য। অপরপক্ষে স্ফোটের অভিব্যঞ্জক শব্দ নাদরূপ বৈখরী ধ্বনি হল তার নিমিত্ত। জ্ঞান যেমন নিজেকে প্রকাশিত করে বিষয়কে প্রকাশ করে, অর্থপ্রত্যায়ক শব্দও তেমনই নিজস্বরূপকে প্রকটিত করে, অভিধেয়কে অর্থাত্ অর্থকে প্রকাশিত করে। সাধারণত পূর্বেই আমরা জেনেছি শব্দের দুটি রূপ একটি হল ধ্বনি এবং অপরটি স্ফোট। স্ফোটাত্মক শব্দই নিত্য ও কালাতীত। তবে বুদ্ধি বা ধ্বনিরূপ উপাধিভেদবশতঃ স্ফোটের দেবতাদিভেদ কল্পিত। এই স্ফোটরূপ শব্দ নিত্য না অনিত্য তা হল বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের আলোচিত বিষয়। ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শনে কীভাবে কখনও শব্দকে নিত্য বা কখনও শব্দকে অনিত্য বলা হয়েছে তা গবেষণাসন্দর্ভে তুলে ধরা হয়েছে।

নৈয়ায়িকরা শব্দের নিত্যতা বিষয়ে অনিত্যত্ববাদী। মীমাংসা দর্শনের অনুরূপ ন্যায়দর্শনশাস্ত্রের সূত্রগুলিও অতিপ্রাচীন। ন্যায়দর্শনে শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদনের

জন্য নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। শব্দের অনিত্যত্ববাদীরা বলেন - কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি সংযুক্ত হওয়ার ফলে উচ্চারণকারী ব্যক্তির মুখসম্মুখস্থ আকাশে একটি শব্দের সৃষ্টি হয়, তা হল স্ফোট। এই স্ফোট কখনই একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হতে পারে না বলে এটি অপর কোন ব্যক্তির শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। উক্ত স্ফোটাত্মক শব্দ দশদিকে পরস্পর দশটি শব্দ উত্পন্ন করে এবং তাদের প্রত্যেকের দশদিকে আরও দশটি শব্দ উত্পত্তি ঘটিয়ে থাকে। এইভাবে শব্দগুলি বিভিন্নভাবে ধাবিত হয়ে অপর কোন ব্যক্তির শ্রবণগোচরতা লাভ করে এবং ধ্বনির সৃষ্টি হয়, যা বৈকৃত ধ্বনি সংজ্ঞা লাভ করে। অর্থাত্ নৈয়ায়িক মতানুসারে স্ফোটাত্মক শব্দ অপর ব্যক্তি দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, কেবলমাত্র ধ্বন্যাত্মক শব্দই শ্রবণগোচর। অনিত্যতাবাদীগণ কদম্বকোরক ন্যায় অনুসারে প্রথমে উত্পন্ন শব্দ থেকে শব্দান্তরের উত্পত্তি হয় বলে স্বীকার করেছেন। দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত বায়ুর চাপে মুখগহ্বরের আকাশে দশদিকে অগ্রসরমান সৃষ্ট তরঙ্গ যখন মৃদু থেকে মৃদুতর হতে থাকে তখন তা আকাশে বিলীন হয়ে যায়, ফলে শব্দশ্রবণের আর কোনও সম্ভাবনা থাকে না। অতএব উত্পন্ন শব্দটির বিনাশ কেবলমাত্র ওই তরঙ্গের বিলীন হওয়ার সময়েই থাকে। এইভাবে নৈয়ায়িকরা শব্দের অনিত্যতাকেই গ্রহণ করেছেন।

নৈয়ায়িকরা মনে করে দুটি অনিত্য পদার্থের মধ্যে অথবা একটি নিত্য ও একটি অনিত্য পদার্থের মধ্যে যে সমবায় সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে তা নিত্য হতে পারে। এই কারণে তাঁরা 'নিত্যসম্বন্ধং সমবায়ত্বম্' সমবায়ের এরূপ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন কিন্তু ঘটের সঙ্গে কপালের যে সম্বন্ধ উপস্থিত তা সমবায় হওয়া সত্ত্বেও তার

বাস্তব নিত্যতা উপলব্ধি করা যায় না। কারণ যতক্ষণ ঘট বিদ্যমান ততক্ষণ ঘটরূপও বিদ্যমান। ঘটটি বিনষ্ট হওয়ার মুহূর্তেই ঘটরূপের তার সমবায় সম্বন্ধও থাকে না সুতরাং সমবায় সম্বন্ধের নিত্যতা স্বীকার্য নয়। শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধকে সাধারণত সমবায় সম্বন্ধ বলা চলে না, কারণ শব্দের অনুপস্থিতিতে অর্থের অনুপস্থিতি তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে মধ্যরাত্রিতে সহস্রবার সূর্য শব্দ উচ্চারণ করা সত্ত্বেও তার অর্থ সূর্যরূপ যে বস্তু তার উদয় হয় না। এছাড়াও মেঘগর্জনরূপ শব্দ, মৃদঙ্গধ্বনিরূপ শব্দ এগুলির বস্তুত কোনও অর্থ নেই। এই কারণে শব্দ ও অর্থের মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধই পাঠককুলকে স্বীকার করে নিতে হয়। শব্দার্থের সম্বন্ধ যে নিত্য নয় তা তাঁরা পূর্বেই প্রমাণ করেছেন। নৈয়ায়িকরা বলেন, শব্দ ও অর্থের মধ্যে যদি তাদাত্ম্য, প্রাপ্তি অথবা প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক সম্বন্ধ থাকে তাহলে ওইরূপ সম্বন্ধ নিত্য হতে পারে, কিন্তু উল্লিখিত কোনও সম্বন্ধই শব্দ ও অর্থের মধ্যে বিদ্যমান নয়। অতএব সম্বন্ধের অনিত্যতা স্বীকৃত হওয়ায় নৈয়ায়িক মতে শব্দও অনিত্য।

নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য বেদের পৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করে শব্দার্থের সম্বন্ধ ঈশ্বরকৃত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ‘বেদঃ পৌরুষেয়ঃ বাক্যত্বাদ্ ভারতাদিবাক্যবত্’ এরূপ অনুমানের দ্বারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রমাণে তত্পর হয়েছেন। কিন্তু এরূপ অনুমান সোপাধিক বলে দৃষ্ট। আমরা অনেকেই জেনে থাকি রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি, মহাভারতের রচয়িতা ব্যাস এবং রঘুবংশের রচয়িতা কালিদাস। পরন্তু বেদের কোনও রচয়িতা আছে বলে আমাদের জানা নেই। ভারতাদি বাক্যের রচয়িতার স্মরণ হওয়ায় এবং বৈদিক বাক্যসমূহের রচয়িতার

স্মরণ না হওয়ায় বলা যায় যে উভয়ের মধ্যে সমান ধর্ম নেই। কোনও বস্তুধর্মের মধ্যে সমান ধর্ম না থাকলে সেখানে উপমান ভাব থাকে না। অতএব নৈয়ায়িকদের দ্বারা উল্লিখিত ভারতাদিবাক্যের সঙ্গে বেদবাক্যের যে উপমান-উপমেয়ভাব কল্পনা সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গত বলে প্রমাণিত হয়। মীমাংসকেরা এ প্রসঙ্গে 'বেদঃ অপৌরুষেয়ঃ স্মরণযোগ্যত্বে সতি অস্মর্য্যমাণকর্ত্তৃকত্বাদ্ গগনাদিবত্' এরূপ অনুমানের দ্বারা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্থাপন করেছেন। মীমাংসকদের এরূপ উক্তির দ্বারা নৈয়ায়িকদের যুক্তি খণ্ডিত হলেও বেদের বাস্তব অপৌরুষেয়ত্ব কখনওই প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাঁরা উপমানরূপে যে গগন শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন সাধারণতঃ সেটিও অনিত্য। বেদ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে গগনের উত্পত্তি ও বিনাশের কথা রয়েছে।

অস্মর্য্যমান কর্ত্তৃকত্ব হেতু বেদবাক্যসমূহের প্রবাহ নিত্যতা স্বীকৃত। বাস্তব নিত্যতা কখনই স্বীকৃত নয়। বেদের বাস্তব নিত্যতা কোনও স্থানে প্রতিফলিত না হওয়ায় শব্দের অনিত্যতাকে মেনে নিতে বাধ্য হই।

মীমাংসা দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে অতি প্রাচীন। এই দর্শনে শব্দের নিত্যতা প্রতিপাদনের জন্য নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। যুক্তিগুলি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। মীমাংসকগণ শব্দের নিত্যতা বর্ণনাকালে বর্ণের নিত্যতাই ফুটিয়ে তুলেছেন। শবরস্বামী বলেন- শব্দে অবস্থিত পূর্ব পূর্ব বর্ণগুলি উচ্চারণপরবর্তী কালে তাদের একটি সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে। উক্ত সংস্কার দ্বারা পুষ্ট হয়ে চরম বর্ণটি শব্দের অর্থপ্রতিপাদনে সামর্থ্য লাভ করে। কুমারিলভট্ট মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থে পরিষ্কার ভাষায় স্বীয় মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন বর্ণব্যতিরিক্ত

স্ফোট বলে কিছুই নেই যার দ্বারা অর্থের প্রতীতি ঘটানো সম্ভব। যদি স্ফোট বলে কিছু থাকত তাহলে তা ঘট ইত্যাদির ন্যায় অবশ্যই প্রত্যক্ষীভূত হত। উল্লেখ্য -

নার্থস্য বাচকঃ স্ফোটোবর্ণেভ্যো ব্যতিরেকঃ।

ঘটাদিবন্ন দৃষ্টেন বিরোধো ধর্ম্মসিদ্ধিতঃ।। (শ্লো.বা.১৩৩ -স্ফোটবাদ)

পার্থসারথিমিশ্র তাঁর শাস্ত্রদীপিকা নামক গ্রন্থে বর্ণব্যতিরিক্ত শব্দের অবস্থিতিকে অস্বীকার করেছেন। এইভাবে মীমাংসক আচার্যগণ বর্ণগুলিকেই শব্দরূপে প্রতিপন্ন করে তাদৃশ শব্দের নিত্যতা ঘোষণা করেছেন। মীমাংসক ও বৈয়াকরণ আচার্যগণ সকলেই শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধ স্বীকার করে থাকেন। মহাকবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশম্ নামক মহাকাব্যের প্রথম শ্লোকে 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ' কথাটির মাধ্যমে শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন। দুটি নিত্য পদার্থের সম্বন্ধই একমাত্র নিত্য হতে পারে। দুটি অনিত্য পদার্থ বা একটি নিত্য এবং অপরটি অনিত্য পদার্থের সম্বন্ধ কখনই নিত্য হওয়া সম্ভব নয়। কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই জানি অনিত্য পদার্থের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থান্তরের সঙ্গে তার সম্বন্ধেরও বিনাশ ঘটে থাকে। তাই মীমাংসক পণ্ডিতগণ মনে করেন শব্দ ও অর্থের মধ্যে প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক অর্থাত্ বোধ্য ও বোধক সম্বন্ধ বিদ্যমান তা হল নিত্য। তাঁদের মতে কোনও শব্দই নিরর্থক নয়। এছাড়া তাঁরা বেদের প্রামাণ্যও স্বীকার করেন। বেদ শব্দময়, অতএব বেদার্থও শব্দার্থ থেকে ভিন্ন নয়। শব্দের অর্থ যদি অনিত্য বলে প্রমাণিত হয় তাহলে বেদার্থও অনিত্য হয়ে পড়ে। ফলে বেদার্থের অবশ্য প্রামাণ্য ব্যাহত হয়। এই কারণে বেদের অবশ্য প্রামাণ্য স্থাপনের

পরিকল্পনায় মীমাংসক আচার্যগণ শব্দ, অর্থ ও উভয়ের সম্বন্ধ নিত্যতা ও বেদের অপৌরুষেয়তা প্রতিপাদনে যত্নশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

মহর্ষি জৈমিনি পূর্বমীমাংসা দর্শনের ১/১/৭ সূত্রে ধ্বনি অর্থে নাদ শব্দের প্রয়োগ করেছেন। মীমাংসকশ্রেষ্ঠ কুমারিলভট্ট মহাশয় স্ফোটবাদ আলোচনাকালে ধ্বনি অর্থে নাদ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। তিনি খুবই স্পষ্ট ভাষায় নাদকে শব্দের হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শব্দের উচ্চনীচাদি অবস্থাই নাদ। এই নাদকে জৈমিনিও শব্দের ব্যঞ্জক বলে মনে করেছেন। এমনকি তিনি নাদের হ্রাস বৃদ্ধিকেও মান্যতা দিয়েছেন। যার হ্রাস বৃদ্ধি আছে তার আদি অন্তও বর্তমান। অতএব আদি অন্ত যুক্ত নাদকে অনিত্য বলা চলে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুটি উত্পত্তি ও বিনাশের বাচক। যার প্রবৃত্তি বর্তমান তার নিবৃত্তিও বর্তমান। পরবর্তী কালের ব্যাখ্যাকারগণ নাদের নিবৃত্তি স্বীকার করেছেন। তাই নাদ যে অনিত্য তা প্রমাণিত।

শব্দের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে বৈয়াকরণের মতামত বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শব্দ নিত্য না কার্য সে বিস্তৃত আলোচনা কয়েকটি গ্রন্থ অবলম্বনে সন্নিবিষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। শব্দের নিত্যতা ব্যক্ত করতে গিয়ে মহর্ষি উপবর্ষ ও সংগ্রহকার ব্যাড়ির মতকে উল্লেখ করেছেন ঠিকই কিন্তু শব্দের নিত্যতা বা অনিত্যতা সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত কি তা তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। তিনি একথা বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে, শব্দ নিত্য বা অনিত্য কার্য যাই হোক না কেন তার জন্য ব্যাকরণ-শাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যকতা রয়েছে। পতঞ্জলির লেখা মহাভাষ্য গ্রন্থে শুধুমাত্র শব্দের নিত্যতা বা অনিত্যতা সম্পর্কে আলোচনাই রয়েছে। কোনওরূপ সিদ্ধান্ত সেখানে প্রকাশিত হয়নি। বৈয়াকরণেরা মনে করেন শব্দ ও

অর্থের যে সম্বন্ধ বিদ্যমান তা হল তাদাত্ম্যসম্বন্ধ। শব্দ নিজেই অর্থরূপে বিবর্তিত হয়ে শ্রোতৃগণ কর্তৃক গৃহীত হয়ে থাকে। তাঁরা বলেন, শব্দের এই নিত্যতা ও আকৃতিগত যে পরিবর্তন তা ব্যাবহারিক, বাস্তব নয়।

আচার্য ভর্তৃহরি মুনিত্রয়ের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে শব্দের নিত্যতার পক্ষে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে শব্দব্রহ্মের উত্পত্তি ও বিনাশ নেই। সুতরাং উত্পত্তি ও বিনাশবিহীন যা, তা নিত্য। তিনি শব্দব্যক্তির নিত্যতা স্বীকার না করে শব্দজাতির নিত্যতা স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি স্থূল শব্দজাতির নিত্যতাকে অস্বীকার করে সূক্ষ্ম শব্দজাতির নিত্যতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। শব্দের বাস্তব নিত্যতা ভর্তৃহরির অভিপ্রেত হলে তিনি শব্দব্যক্তির ব্রহ্মত্ব বা নিত্যত্ব অবশ্যই স্বীকার করতেন। কিন্তু তিনি শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতাকেই স্বীকার করেছেন।

প্রাণিজগতে যেরূপ ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার্য ঠিক তেমনই শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতাই অবশ্যস্বীকার্য্য। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে আচার্য দ্বারা উল্লিখিত স্ফোটাত্মক শব্দ যদি নিত্য হয় তাহলে সংযোগ বিভাগাদির দ্বারা শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব। কিন্তু তাঁরা বলেন স্ফোট উপজাত হয়। অতএব স্ফোটাত্মক শব্দের নিত্যতা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এপ্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে ভিন্ন মতামত দেখা যায়। যাঁদের মতে শব্দ অনিত্য,তাঁদর মতানুযায়ী সংযোগ বিভাগাদির দ্বারা প্রথমোচ্চারিত স্ফোটাত্মক শব্দের উত্পত্তি ঘটে থাকে। যাঁরা শব্দের নিত্যত্বের পক্ষপাতী তাঁরা কেউ কেউ বলেন সংযোগ ও বিভাগের ফলে ধ্বনির উত্পত্তি হলে, সেই ধ্বনির দ্বারা পূর্ব থেকে অবস্থিত স্ফোটাত্মক শব্দ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

পুনরায় অপরপক্ষ বলেন সংযোগ-বিভাগের ফলে উত্পন্ন ধ্বনি থেকে উত্পন্ন নাদদ্বারা পূর্ব থেকে অবস্থিত স্ফোটাত্মক শব্দ প্রকাশিত হয়। ভর্তৃহরি প্রভৃতি আচার্যগণ কারণ ও কার্য শব্দভেদে দুটি বিভাগ কল্পনা করেছেন। তাঁদের মতে স্ফোটাত্মক শব্দ কারণ শব্দ এবং শ্রবণগোচর শব্দই কার্যশব্দ। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্মভাবে শব্দ অবস্থান করে। শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রযত্ন হলে জিহ্বা, তালুর সংযোগে সূক্ষ্ম শব্দ স্থূলতা লাভ করে বদনসকাশে উচ্চারিত হয়। উচ্চারিত হওয়ার পরবর্তী ক্ষণে শব্দ নিজেকে প্রকাশ করে স্ব-প্রতিপাদ্য অর্থটিকেও প্রকাশ করে থাকে। উচ্চারণের পূর্বাবস্থায় শব্দ বুদ্ধিস্থিত অবস্থায় কারণশব্দরূপে বিবেচ্য এবং উচ্চারণের পরবর্তী সময়ে যে অবস্থা আমাদের শ্রুতিগোচর হয় তা হল কার্যশব্দ। এ প্রসঙ্গে ভর্তৃহরি অগ্নিশিখার দৃষ্টান্তটিকে উত্তমরূপে বিবেচনা করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। দৃষ্টান্তটি নিম্নে তুলে ধরছি।

অরণিস্হং যথাজ্যোতিঃ প্রকাশান্তরকারণম্।

তদ্বচ্ছব্দোহপি বুদ্ধিঃস্হ শ্রুতীনাং কারণং পৃথক্।।(বা.প.১/৪৬)

কিন্তু শব্দের উৎপত্তি যদি অগ্নিশিখার উত্পত্তির অনুরূপ হয় তাহলে স্ফোট এবং স্ফোটেতর উভয়বিধ শব্দকেই কার্য বলা উচিত। স্ফোটাত্মক শব্দ প্রসঙ্গে ভর্ত্তৃহরির প্রকৃত অভিমত কী তা বোঝা একটু দুরূহ হয়ে ওঠে। শব্দনিত্যতাবাদীরা কখনওই কোনও শব্দেরই উত্পত্তি বা বিনাশ স্বীকার করেন না।

আচার্য নাগেশভট্ট দু'ধরণের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করেছেন। শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম নির্গুণ এবং শব্দব্রহ্ম হল সগুণ। তিনি শব্দব্রহ্মকে তন্ত্রসিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত

বলে মনে করেন। অনাদি নিধনরূপে যে শব্দব্রহ্মকে স্বীকার করেছেন, নাগেশের চোখে তা বিনাশী। পরমলঘুমঞ্জূষা গ্রন্থে তিনি মধ্যমানাদব্যঙ্গ্য স্ফোটাত্মক শব্দকেও শব্দব্রহ্মরূপে চিহ্নিত করেছেন। আবার তিনি পরাবাক্‌কেও শব্দব্রহ্মরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি পরাবাক্‌কে সূক্ষ্মতম, নিত্য বলে উল্লেখ করেছেন। এই পরাবাক্ বিকৃত হয়ে স্ফোটাত্মক শব্দরূপে বিবর্তিত হয়। কিন্তু স্ফোটাত্মক শব্দ যদি ব্রহ্ম হত তাহলে অন্য কিছুরই বিবর্তরূপে অবস্থান করত না। এর ফলে শব্দের নিত্যত্ব বিষয়টি খণ্ডিত হয়।

আবার ভর্ত্তৃহরি বলেন, স্ফোটাত্মক নিত্য শব্দ মধ্যমানাদের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে। বৈখরী নাদ প্রতিপাদিত শব্দ যেমন অপরব্যক্তির শ্রবণগোচর হয়ে থাকে, কিন্তু স্ফোটাত্মক শব্দ সেরূপ হয় না বলেই তিনি মনে করেন। কিন্তু পরা বাক্-ই যদি শব্দব্রহ্ম হয়ে থাকে, তাহলে মধ্যমানাদ প্রতিপাদ্য স্ফোটাত্মক শব্দকে শব্দব্রহ্ম অর্থাত্ নিত্য বলা যাবে না। নাগেশভট্ট মনে করেন যে, মধ্যমা ও বৈখরীনাদ একই সঙ্গে শব্দদ্বয় উত্পন্ন করলেও কেবলমাত্র বৈখরীনাদ ব্যঙ্গ্য শব্দগুলিই শ্রবণগোচর হয়ে থাকে। এইসকল শব্দগুলি ভেরীনাদেরই মতো নিরর্থক। কেবলমাত্র মধ্যমানাদব্যঙ্গ্য স্ফোটাত্মক নিত্য শব্দব্রহ্মই সার্থক এবং পরশ্রবণগোচর নয়। আাবার শব্দাচার্যগণের অনেকে মনে করেন ভত্তৃহরি অতিরিক্ত পরাবাক্তত্ত্বকে স্বীকার করেননি। ভর্ত্তৃহরির উক্তির মধ্যে দিয়েই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৈখর্য্যা মধ্যমায়াশ্চ পশ্যন্তাশ্চৈতদদ্ভূতম্।

অনেকতীর্থভেদায়াস্ত্রয্যা বাচঃ পরং পদম্।। (বা.প.১/১৪৩)

নূতন দিগ্‌দর্শন :

শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব: ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা - এই গবেষণাসন্দর্ভটি সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাকরণ ও দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন তথ্যাদির ভিত্তিতে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি প্রায় সর্ব বিষয়েই শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব সম্পর্কে স্বল্প আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষভাবে বৈয়াকরণ ও দার্শনিকরাই এসম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদান করে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ে সন্দেহ নিরসন করার চেষ্টা করেছেন। তাই বর্তমান গবেষণাকর্মটি ব্যাকরণ ও দর্শনকেই নির্ভর করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

নৈয়ায়িকগণ শব্দের অনিত্যত্বকে স্বীকৃতি দিলেও পূর্বমীমাংসা দর্শনে শব্দের নিত্যত্বকে স্বীকার করে শব্দময় মন্ত্রকেই শরীররূপে কল্পনা করেছে। শব্দের ব্রহ্মত্বস্বীকারে পূর্বমীমাংসা দর্শনের কোনও আপত্তিই আমাদের চোখে পড়ে না। ভর্তৃহরির মতে শব্দতত্ত্ব অয়নাদি নিধন, ব্রহ্ম, অক্ষর, এই শব্দতত্ত্বই অর্থরূপে বিবর্ত্তিত হয়। তিনি যে ব্রহ্মের সঙ্গে শব্দের অভিন্নতা প্রতিপাদনের মাধ্যমে শব্দের নিত্যত্বকেই তুলে ধরেছেন তা এই গবেষণা সন্দর্ভটি আলোচনা কালে আমরা পেয়েছি। শব্দের নিত্যতা আলোচনাকালে শব্দজাতির ব্রহ্মত্বকেই তিনি স্বীকার করেছেন। এছাড়াও শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থাকে ভর্তৃহরি প্রভৃতি ব্যাকরণবিদেরা ‘পরা বাক্’ নামে অভিহিত করেছেন। এই পরাবাক্‌কেই তাঁরা অবাঙ্‌মনসো’গোচর, অনাদিনিধন, নিত্য শব্দব্রহ্ম বলে মনে করেন। সূক্ষ্মতম অবস্থায় সকল শব্দই

একরূপে অবস্থান করায় শব্দের সর্বরূপগ্রাহ্যতাকেও তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন। শব্দের চারটি অবস্থার মধ্যে কেবলমাত্র পরানাম্নী শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থাটির মধ্যে যে নিত্যতা গুণ বিরাজিত তা গবেষণাসন্দর্ভটি আলোচনাকালে উপলব্ধি করে থাকি। শব্দব্রহ্মের নিত্যত্ব স্বীকৃত হলেও শব্দ যদি অর্থের আকার লাভ করে তাহলে রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার নিত্যত্বও ব্যাহত হতে পারে। কিন্তু বৈয়াকরণেরা মনে করেন শব্দ ও অর্থ উভয়েই নিত্য। নিত্য বস্তু সর্বদাই এক অবস্থায় থাকে, তাদের রূপান্তরপ্রাপ্তি অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে বলা চলে, বৈয়াকরণেরা শব্দ ও অর্থের ব্যাবহারিক নিত্যতাই স্বীকার করেছেন, বাস্তব নিত্যতা নয়।

গবেষণাসন্দর্ভটির বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায় ভর্তৃহরি প্রমুখ বৈয়াকরণগণ শব্দ ও অর্থের কার্য্যকারণভাব স্বীকার করেছেন। বাক্যপদীয় গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সম্বন্ধসমুদ্দেশ প্রকরণে তিনি স্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত করেছেন।

তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী শব্দ দ্বারা অর্থ উত্পন্ন হয়, সুতরাং শব্দ অর্থের কারণ। আবার বুদ্ধিস্থিত অর্থ থেকে শব্দের প্রতীতি হওয়ায় অর্থকেও শব্দের কারণ বলা যেতে পারে। উপরিউক্ত এই যুক্তিটি স্বীকার করে নিলে শব্দ ও অর্থ উভয়েই অনিত্য হয়ে পড়ে। তবে তিনি স্ফোটাত্মক শব্দকে অর্থের কারণ বলেননি ধ্বন্যাত্মক শব্দকেই কারণরূপে বর্ণনা করেছেন। এই স্ফোটাত্মক শব্দের নিত্যতাকেই বর্তমান গবেষণাসন্দর্ভে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রাণিজগতে যেরূপ ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার্য্য, শব্দেরও সেইরূপ ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার্য। প্রাণিজগতে যেমন আদি বিড়াল বা আদি গরুর সৃষ্টিকালের কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না বা অন্তিম বিড়াল ও অন্তিম গরুর অন্তিম

সময়ের কখন আগমন ঘটবে তা কেউই বলতে পারে না, ঠিক তেমনই জড়পদার্থ থেকে উদ্ভূত মেঘগর্জন প্রভৃতি শব্দের আদি অন্তও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। এইরকম কথা চিন্তা করেই বৈয়াকরণ, মীমাংসক তথা প্রাচীন আর্য ঋষিগণও শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতাকেই স্বীকার করেছেন। শব্দ ও অর্থ বস্তুত ভিন্ন। উভয়ের ভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হওয়া সত্ত্বেও তারা অভিন্নবত্ প্রতীত হয়ে থাকে। এই প্রতীতিকেই বলা হয় তাদাত্ম্য। বৈয়াকরণেরা শব্দ ও অর্থ ও তাদের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ - প্রত্যেককেই নিত্য বলে স্বীকার করেছেন। ত্রিমুনি সম্মত এই নিত্যতা বাস্তব নিত্যতা নয়, এটি ব্যবহারিক নিত্যতা রূপে স্বীকার্য।

ন্যায়দর্শন, মীমাংসাদর্শন ও ব্যাকরণদর্শনের আলোকে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ক বর্তমান গবেষণাসন্দর্ভটির পর্যালোচনা এখানেই সমাপ্ত করা হল। এখন এই গবেষণাকর্মটির সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্যে সম্মাননীয় বিদ্বজ্জনের নিকট সবিনয়ে সমর্পণ করা হল।

পরিশিষ্ট- ১

ন্যায়দর্শনে শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব প্রসঙ্গে উল্লিখিত যুক্তির একটি তালিকা

নৈয়ায়িক মত	পূর্বপক্ষীর মত
প্রথমযুক্তি – শব্দ উৎপত্তি ধর্মযুক্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অনিত্য সুখ দুঃখাদির ন্যায় ব্যবহৃত। অতএব শব্দ অনিত্য।	উৎপন্ন ঘটধ্বংসের নিত্যতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে উৎপন্ন পদার্থ নিত্য প্রমাণিত, ঘটত্ব, পটত্ব, গোত্ব প্রভৃতি নিত্য জাতির ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা প্রদর্শিত এবং নিত্য পদার্থে অনিত্য পদার্থের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন – আত্মার অংশ, আকাশের অংশ ইত্যাদি। উপরিউক্ত প্রমাণস্বপক্ষে শব্দ নিত্য।
দ্বিতীয়যুক্তি – ঘটধ্বংসের নিত্যতাকে ভাক্ত নিত্যত্ব হিসেবে উল্লেখ, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা থেকে শব্দের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার ভিন্নতা প্রদর্শন এবং নিত্যদ্রব্য আকাশ, আত্মা প্রভৃতির অংশের কল্পনা মিথ্যাজ্ঞান মাত্র। সেই হিসেবে প্রমাণিত হয় শব্দ অনিত্য।	
তৃতীয়যুক্তি – উচ্চারণের পূর্বে শব্দের উপস্থিতির অভাব, সংযোগই শব্দের উৎপাদক এবং কোন আবরক বা হেতু দ্বারা শব্দ আচ্ছাদিত না থাকায় শব্দ উৎপত্তিশীল, অনিত্য।	আবরক পদার্থের উপলব্ধি না হলেও অনুপলব্ধির মাধ্যমে শব্দের উচ্চারণের পূর্বে অবস্থান প্রমাণিত হওয়ায় শব্দ নিত্য।
চতুর্থযুক্তি – যেমন – পরমাণু নিত্যপদার্থ, স্পর্শযুক্ত ঠিক তেমনই অনিত্য পদার্থও স্পর্শযুক্ত। যেমন – কর্ম। অতএব সেই অনুযায়ী শব্দ নিত্য নয়।	স্পর্শরহিত পদার্থ মাত্রই নিত্য। শব্দ স্পর্শশূণ্য হওয়ায় নিত্য।
পঞ্চমযুক্তি – শব্দকে সম্প্রদান করা যায় এইরূপ কোন প্রমাণ না থাকায় শব্দ অনিত্য।	শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতু থাকায় শব্দ উচ্চারণের পূর্বে স্থিত, অতএব শব্দ নিত্য।
ষষ্ঠযুক্তি – নিত্য শব্দের অধ্যপনা সম্ভব হলেও	শব্দের অধ্যপনা সকলের দ্বারা স্বীকৃত।

অনিত্য বিষয়েরও অধ্যপনা সম্ভব। অতএব শব্দ অনিত্য হওয়ার পথে বাধা থাকে না।	অতএব শব্দ সম্প্রদান ব্যতীত তা অসম্ভব। তাই শব্দ নিত্য।
সপ্তমযুক্তি – পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা যায় এমন বিষয় অবস্থিত দেখা যায়। শব্দের এইরূপ অভ্যাস দৃষ্ট হয়। ফলে শব্দের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয়।	শব্দের অভ্যাস হলেও তা অবস্থিত প্রতিপন্ন হয় না। কারণ ভেদ থাকলেও অভ্যাস হতে পারে। শব্দের অনিত্যত্ব সাধনে অভ্যাস প্রতিবন্ধক নয়। অতএব শব্দ অনিত্য।
অষ্টমযুক্তি – শব্দের বিনাশে প্রত্যক্ষলব্ধ কারণ না থাকলেও অনুমানলব্ধ কারণ থাকায় শব্দকে অনিত্য বলেই ধরে নেওয়া হয়।	শব্দের বিনাশে কোন কারণ দেখা যায়না। অনিত্য পদার্থের বিনাশে কারণ বর্তমান। তাই শব্দ নিত্য।

মীমাংসাদর্শনে শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব প্রসঙ্গে উল্লিখিত যুক্তির একটি তালিকা

নিত্যত্ব স্বপক্ষে যুক্তি	নিত্যত্ব বিপক্ষে যুক্তি
প্রথমযুক্তি – শব্দ উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ, উচ্চারণ যত্নসাধ্য। শব্দের যত্নসাধ্যতাই তার উৎপত্তিসত্তার কারণ।	প্রযত্নের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয় একথা ঠিক নয়। পূর্ব থেকে স্থিত শব্দ প্রযত্নের ফলে প্রকাশিত হয়।
দ্বিতীয়যুক্তি – শব্দ পূর্বথেকেই অবস্থিত। ব্যক্তিচেষ্টার দ্বারা তার প্রকাশ করে। কণ্ঠতাল্বাদিরূপ সংযোগের ফলে উৎপন্ন তরঙ্গের আঘাতের দ্বারা আমরা শব্দ শুনতে পাই। তরঙ্গের বিনাশকে শব্দের বিনাশ বলা যায় না। তাই শব্দ ক্ষণস্থায়ী নয়।	শব্দ অস্থায়ী। উচ্চারিত হওয়া মাত্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ক্ষণস্থায়িত্ব শব্দের অনিত্যতার প্রমাণ।
তৃতীয়যুক্তি – 'শব্দ করছ' বাক্য দ্বারা শব্দ উৎপন্ন করা নয় শব্দ, শব্দ ব্যবহার করা বোঝায়। অতএব শব্দের উৎপত্তি প্রকাশ না পাওয়ায় শব্দ নিত্য।	লৌকিক ব্যবহারে 'শব্দ করছ' এরূপ উক্তি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার না করলে এরূপ বাক্য বৃথা।
চতুর্থযুক্তি – শব্দের নানাত্ব নেই, সূর্য যেমন এক হয়েও বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে বিভিন্নভাবে দৃশ্যমান হয়ে থাকে ঠিক শব্দও তেমনই এক হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক শ্রুত হয়ে থাকে। অতএব শব্দ তাই নিত্য।	শব্দের নানাত্ব শব্দের অনিত্যতার অপর একটি প্রমাণ। নিত্যপদার্থ সর্বদা এক অবিভক্ত থাকে কিন্তু শব্দ সেরূপ নয়। বহু ব্যক্তি একসঙ্গে বা বিভিন্ন সময়ে একইপ্রকার শব্দ উচ্চারণ করে থাকে এর দ্বারা শব্দের নানাত্ব প্রমাণিত হয়।
পঞ্চমযুক্তি – বস্তুতঃ শব্দের আকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। 'দধি' শব্দের 'ই' এবং 'অত্র' শব্দের 'অ' মিলে 'য' কার হয় তা মূলতঃ 'ই' কারের বিকার রূপান্তর নয়। 'ই' এবং 'য' সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণ। অতএব শব্দের আকৃতিগত পরিবর্তন না হওয়ায় শব্দ নিত্য।	শব্দের আকৃতিগত পরিবর্তন লক্ষিত হয়। দধ্যত্র শব্দে 'ই' কারের উচ্চারণ 'য' কারে রূপান্তরিত হওয়ায় শব্দ অনিত্য বলে মনে করা হয় কারণ নিত্য পদার্থের আকৃতিগত পরিবর্তন সম্ভব নয়।
ষষ্ঠযুক্তি – শব্দের অংশবিভাগের কল্পনা অযৌক্তিক। শব্দের ধ্বনি একই প্রকারের	শব্দের উচ্চারণগত পার্থক্য তার অনিত্যতার অন্যতম একটি কারণ। উচ্চারণকারী সংখ্যা

হয়। শব্দের তরঙ্গের নানাত্বই তার উচ্চারণানুভূতির কারণ। শব্দের উচ্চারণগত কোন পার্থক্য না থাকায় শব্দ নিত্য বলে প্রমাণিত হয়।	হ্রাস বৃদ্ধিতে শব্দের ধ্বনিও হ্রাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিত্য পদার্থের কোন বিভাগ থাকা সম্ভব নয়। শব্দের এরূপ বিভাগ থাকায় শব্দ অনিত্য।

পরিশিষ্ট - ২

সূত্রসূচী

অস্পর্শত্বাত্ - ৪১
অভ্যাসাত্ - ৪৫
অন্ত্যয়োর্থযোক্তম্ - ৮৮
অভাগিপ্রতিষেধাচ্চ - ৮২
অধ্যাপনাদপ্রতিষেধঃ - ৪৩
অতো ভিস্ ঐস্ - ১২৪
অনপেক্ষত্বাত্ - ৭৫
অস্থানাত্ - ৫৫
অনিত্যদর্শনাচ্চ - ৮০
অন্যানর্থক্যাত্ - ৮২
আদিত্যবদ্ যৌগপদ্যম্ - ৬২
আদিমত্ত্বাদৈন্দ্রিয়কত্বাত্ - ২৬
আখ্যা প্রবচনাত্ - ৮৩
আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ – ২৩, ১৭১
আপ্তোপদেশসামর্থ্যাচ্ছবা - ২৩
ইকো যণচি - ৬৪
উক্তং তু শব্দ - ৮৩
উভয়োঃ পক্ষয়োরন্যতর - ৪৪
উপলভ্যমানে চানুপলব্ধে - ৪৮
কর্স্মৈকে তত্র দর্শনাত্ - ৫৪
কৃতে বা বিনিয়োগঃ - ৮৪
করোতি শব্দাত্ - ৫৫
কারণদ্রবস্য প্রদেশশব্দেনা - ৩৫
গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ - ৫
তদন্তরালানুপলব্ধেঃ - ৪৩
তপরস্তৎ কালস্য - ১১৬
তত্ত্বভাক্তয়োর্নানাত্বস্য - ৩২
দূরভূয়স্তাত্ – ৮৬

ন ঘটাভাবসামান্য - ৩০
ন শব্দনিত্যত্বং কার্যং - ১৭০
ন নিত্যত্বং বেদানাং - ১৭০
ন পৌরুষেয়ত্বং - ১৭০
নিত্য বৈধর্ম্মাত্ - ১৭০
নান্যত্বেঽপ্যভ্যাসস্যো - ৪৬
ন কর্মনিত্যত্বাত্ - ৪১
নাণুনিত্যত্বাত্ - ৪১
নাদবৃদ্ধিপরা - ৬৫
নিত্যশক্ত্যভিব্যঙ্গে - ১৭১
নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য - ৬৭
পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা – ৯২
প্রখ্যাভাবাচ্চ যোগস্য - ৭৬
প্রয়োগস্য পরম্ - ৬১
পরিশেষাল্লিঙ্গঁমাকাশম্ - ৫
প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ - ৫৭
পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রম্ -
প্রত্যক্ষানুমানোপমান - ২৩
প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন – ১৫২
প্রাগুচ্চারণাদ্যনুপলব্ধেরাবর - ৩৯
বর্ণান্তরমবিকারঃ - ৬৪
বিধিনাত্ত্ববাক্যত্বাত্ - ৮৫
বৃদ্ধিশ্চ কর্ত্তৃভূম্নাস্য - ৫৭
বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং - ৭৯
বিদ্যাপ্রশংসা - ৮৭
বিনাশকারণামুপলব্ধেঃ - ৪৭
বিনাশকারণানুপলব্ধেশ্চাবস্থানে - ৫০
যস্মিন্নদৃষ্টেঽপি কৃত - ১৭১
রূপাত্ প্রাযাত্ - ৮৫
লিঙ্গঁদর্শনাচ্চ - ৭৬
শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চ - ৮১

শব্দ ইতি চেন্নাতঃ - ১৭২
সর্বত্র যৌগপদ্যাত্ - ৬৯
সতঃ পরমদর্শনং - ৫৯
সত্ত্বান্তরে চ - ৫৬
সমং তু তত্র – ৫৮
সংযোগাত্ বিভাগাচ্চ - ১৬৮
সংখ্যাভাবাত্ - ৭০
সন্তানানুমানবিশেষণাত্ - ৩৪
সম্প্রদানাত্ - ৪২
সতো লিঙ্গাভাবাত্ - ১৬৯

পরিশিষ্ট - ৩

সন্দর্ভসূচী

অভিঘাতেন হি প্রেরিতা - ৬০
অপি চ, শব্দং কুরু - ৫৫
অথবা প্রতিতপদার্থকো - ৪
অথ গৌরিতত্র কঃ শব্দঃ - ৪
অনিত্যেঽর্থে কথং - ১০২
অথাপরঃ পূর্বপক্ষ - ১৩২
অমূর্ত্তয়োস্তু ধ্বনিশব্দয়ো - ১৩৩
অথাপরঃ পূর্বপক্ষঃ অভিব্যঞ্জক - ১৩৩
অতএব ব্যামোহা যৎ - ৬৩
অনস্য চাপস্য ভ্যাসাভিধানং - ৪৬
অষ্টকৃত্বো গো শব্দ - ৭০
অন্যপরং হীনং বাক্যং - ৭৭
অত্র চ প্রয়োগঃ - ২৯
অস্পর্শমাকাশং নিত্যং - ৪১
অবতিষ্ঠমানো হি দাতৃ - ৪৩
অধ্যাপনং লিঙ্গং অসতি - ৪৩
অপি তু নৃত্যোরুপদেশ - ৪৫
অভস্যমানমবস্থিতং - ৪৫
আদ্যোঽয়ম্পূর্বোঽয়ম্পরঃ - ১৪৪
আদিত্যং পশ্য দেবানাম্প্রিয় - ৬২
আদির্যোনি কারণং - ২৬
ইহ নিত্যত্বাদাত্মতত্ত্বস্য - ১২৪
ইহ দ্বিবিধো ধ্বনিঃ - ১২৫
ইহ কেচিদ্ অভিব্যক্তি - ১৩১
ইন্দ্রিয়প্রত্যাসত্তিগ্রাহ্য - ২৮
উচ্চারিতেনেতি শরীর - ৬
উচ্চারণমস্য ব্যঞ্জকং - ৩৯
এবং তর্হি স্ফোটঃ - ৫
একো নিমিত্ত শব্দানাম্ - ১১৬

একৈক বর্ত্তিনী বাক্ ন - ১৪২
এবমাকাশপ্রদেশঃ আত্ম - ৩৬
কথং পুনরিদং ভগবতঃ - ৯৩
কার্যশাব্দিকানামপি - ৯৩
কূটস্থনিত্যতায়া অন্য - ১১৪
কিঞ্চ ব্যঞ্জকাধ্বনিগতং - ১০৮
ক্বেচিদ্ ধ্বনিব্যঙ্গ্যং – ৯১
ক্রমবতা হি ব্যাপারেণ - ১১৯
কার্যাণান্তু বস্তুনাং - ৫৬
কার্যাণান্তু পদার্থানাং – ৯৫
কথং তর্হি নিত্য ইতি - ৩৩
কিং তর্হি তত্রাভিধীয়তে - ৩৭
কিং পুনর্নিত্যঃ – ৯২
কিমনুমানমিতি চেত্ - ৪৯
গো শব্দ উচ্চরিতে - ৬৯
গর্গাত্রিরাত্রবিধেঃ শেষঃ - ৮৭
তচ্চ সংযোগবিভাগসদ্ভাবে - ৫৯
তত্র বৈখরী নাদো বহ্নেঃ - ১৫০
তত্র শব্দান্তরেঽর্থান্তর - ১৩০
তত্র কেচিদ্মন্যন্তে ধ্বনি - ১২৭
তত্র কার্যপ্রতিপক্ষার্থ - ৯৫
তত্ত্বপক্ষেঽন্যত্বপক্ষে বা - ১২১
তথা স্বভাবভেদাদপচিত - ১২৬
তদ্যথা চক্ষুঃ সমবেতং - ১৩৪
তুলেন্দ্রিয়গ্রাহ্যেষ্বপ্যেষ - ১৩৬
তত্রৈতত্ স্যাত্ প্রতিবিম্ব – ১৩৮
তত্রোক্তা দোষাঃ – ১৫৪
তত্র ত্বেষ নির্নয়ঃ - ১৫৪
তৃতীয়ে যেন ক্রমেনানুভব - ১০৪
তদ্ যথৈক ইন্দ্রোঽনেকস্মিন্ - ১৪৫
তস্মাদুভয়োঃ পক্ষযোঃ - ৫৮

তন্তুব্যতিষঙ্গজনিতোঽয়ম্ - ৭৫
তত্র যথা জাতীয়কঃ শব্দো - ৩৪
তদ্ যথা শব্দং কুরু – ১৫৩
দ্রব্যপক্ষেঽপি সর্ব - ৯৪
দৃষ্টমভিব্যঙ্গ্যানাম্ - ১৩৭
দ্বিতীয়ে শব্দজশব্দন্যায়েন - ১৪৪
দর্শনমুচ্চারণং তত্ - ৬৭
দ্বে শীর্ষে দ্বৌ – ৯১
ননু বেদে ক্বচিদেবং - ৮০
ন তু মনুষ্যোববর - ৮৪
ন চ শব্দস্যান্তো ন - ৭৪
ন চ সাদৃশ্যমাত্রং - ৬৪
ন খলু আদিমত্বাদ্ নিত্য - ৩১
নো খল্বপ্যুচ্চারিতং মূহুর্তম্ - ৫৫
ন হি প্রত্যক্ষতোঽনু - ৪৪
ন বয়মেন্দ্রিয়কত্বাদিত্যতেন - ৩৫
নির্ভাগেষু বা ভাগভেদ - ১৩০
ন বয়মৈন্দ্রিয়কত্বাদি – ৩৫
ন হি কিঞ্চিদ্ নিত্যং - ৪২
ন হি সন্দেহমাত্রা - ৯৭
ননু তাদাত্মস্য সম্বন্ধে - ১০২
নিত্য শব্দঃ নিত্যোঽর্থঃ - ১১৩
নিরবয়বো হি শব্দঃ - ৬৫
নাদৈঃ শব্দাত্মানম্ - ১২৮
নিত্যেন মহাস্য – ১৭০
নিত্যে তু সতি - ৭০
নিত্য পর্যায়বাচী – ৯৪
পূর্ববর্ণজনিতসংস্কারহিতো - ১০
পদবাক্যয়োঃ সখণ্ডত্বপক্ষেত্বন্তি - ১৪৯
প্রযত্নাদুত্তরকালঃ দৃশ্যতে - ৫৫
প্রতিঘাতিদ্রব্য-সংযোগ - ৪৯

প্রতীতপদার্থলোকে – ১৫৩
পূর্ণাহুতেরভাবে সতি - ৮৮
প্রাগুচ্চারণান্নাস্তি শব্দা - ৩৯
বাহ্যঃ পদার্থো ন - ১০৮
ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছৈতব্যৈ - ৩
বর্ণা এব তু শব্দ – ৯, ১৫২
বুদ্ধিপ্রতিভাসঃ পদার্থঃ - ১০৭
বায়বীয়শ্চেচ্ছব্দো ভবেদ্ - ৭৬
বেদ কর্তৃত্বেন পুরুষা - ৭১
বিপ্রতিপত্তেঃ প্রমাণমূলত্বাত্ - ৪২
বৃদ্ধ ব্যবহারাদেব – ৯৭
যদপি কৃতকবদুপাচরাদিতি - ৩২
যদ্যপ্যৈন্দ্রিয়কত্বাদিতি - ৩২
যত্তু তার্কিকাঃ বর্ণানাম্ – ১৪৩
যে চৈকত্বাঽনতিক্রমেণ - ১১৫
যেনোচ্চারিতেনসাস্নালাঙ্গুল - ৬
যচ্চোভয়পক্ষসংপ্রতিপন্নং - ৪০
যদা তু দ্যোতকমন্তরেণ - ৯৫
যস্মিন্বিহতেঽপি তদ্বৃত্তি - ১০৬
যেষামেকশব্দত্বং তেষাম্ - ১২২
যেঽপি ভেদবাদিনো - ১২৯
যদ্বা পূর্ব পূর্ববর্ণজা - ১৪৩
যদ্বা পূর্ব পূর্ববর্ণানুভবজন্য - ১৪৩
যদ্বিক্রিয়তে তদনিত্যম্ - ৫৬
যদি প্রাগুচ্চারণাদনভিব্যক্তঃ - ৫৮
যদপরং কারণমুক্তং - ৬১
যদি যস্য বিনাশঃ কারণং - ৫০
যদিদমুচ্যতে বিনাশ – ৫০
যস্মাদ্ অচ্চির্দিবা ন - ৮৬
যদনিত্যং তস্য বিনাশকারণং – ৪৭, ৪৮

শ্রোত্রোপলব্ধির্বুদ্ধিনিগ্রাহ্যঃ – ৪, ১৫০
শব্দস্যগ্রহণহেতুঃ প্রাকৃত - ১২৫
সম্প্রদীয়মানমবস্থিতং দৃষ্টং - ৪২
স সোহন্তমাপ্নোতি জয়ং - ৩
স চ যদপ্যেকোঽখন্ডশ্চ - ১৪৭
স যদি অভিব্যজ্যতে - ৫৭
সংগ্রহ এতদ্ প্রামাণ্যেন – ৯২
সংযোগবিভাগা নৈরন্তর্যেণ - ৬৬
সদৃশ ইতি চাবগতে - ৬৮
সংযোগনিবৃত্তো শব্দ - ৬১
সংযোগস্যাব্যাপ্যবৃত্তিত্বে - ৩৭
সোঽয়মুচ্চ্যার্য্যামাণ শ্রুয়তে - ৪০
সমানমধ্যাপনমুভয়োঃ - ৪৫
সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে - ৯৩

পরিশিষ্ট - ৪

মন্ত্র. শ্লোক ও কারিকাসূচী

অহং রুদ্রেভির্বসুভিঃ - ২
অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং – ১১০, ১৪৬
অন্তঃকরণতদ্বস্য বায়ু - ৮
অব্যাপ্যবৃত্তিঃ ক্ষণিকো – ৫
অভ্যাসার্থে দ্রুতা বৃত্তি - ১৪৯
অম্বগোপ্যাদয়ঃ শব্দাঃ - ৩
অরণিস্থং যথাজ্যোতিঃ - ১৮৫
ইদমন্ধং তমঃ কৃত্স্নং - ২, ১৭৭
ইন্দ্রিয়স্যৈব সংস্কারঃ - ১২৬
ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যেঁ - ১৭৫
উত্পন্নঃ কো বিনষ্টক - ১৬৫
কায়বাগ্‌বুদ্ধিবিষয়া যে মলাঃ - ৪
কার্যত্বে নিত্যতায়াং বা - ১২১
গ্রহণগ্রাহ্যয়োঃ সিদ্ধা - ১৩৩
চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি – ২, ১৫২
চত্বারি শৃঙ্গাঁ ত্রয়োঽস্যপাদা - ৯১
চিত্রত্বাচ্চাস্য শব্দস্য - ১৭৬
তদেবৌষধমিত্যাদৌ - ১৬৫
তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ - ১৬১
ত্বয়াপি ব্যঞ্জকব্যক্তিভেদাদ্ - ৭৩
তেন যত্ প্রার্থ্যতে জাতেঃ - ৭৩
দ্বাবুপাদানশব্দেষু শব্দৌ - ১১৫
দেশদিভিশ্চসম্বন্ধো - ১৩২
ধীতি বা যে অনয়ন্ - ১৫২
ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং - ১১৬
ন চানিত্যেষ্বভিব্যক্তির্নিযমেন - ১৩১
ন চাসৌ শব্দজঃ শব্দ - ১৭৬
নাদস্য ক্রমজন্মত্বাত্ ন – ৬, ১১৮

নাদেরাহিতবীজায়ামন্ত্যেন - ১২৭
নার্থস্য বাচকঃ স্ফোটো - ১৮২
নিত্যাঃ শব্দার্থসম্বন্ধাস্তত্রা - ১১১
নিত্যত্বে কৃতকত্বে বা - ১১৩
পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে - ১৪৭
পরাবাঙ্ মূলচক্রস্থা – ৭, ১৪৫
পরোঽপ্যেবমতাশ্চাস্য - ৭৮
প্রতিবিম্বং যথান্যত স্থিতং - ১২০
প্রকাশানাং ভেদাংশ্চ - ১৩৬
প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানাম্ - ২২
লোকের্থরূপতা শব্দঃ - ৯
বৈখর্য্যা মধ্যমায়াশ্চ - ১৮৭
বিতর্কিত পুরা বুদ্ধ্যা – ৮, ১১৭
বিরুদ্ধপরিমাণেষু বজ্রাদর্শ - ১৩৭
বীচিতরঙ্গন্যায়েন - ১৬৪
ভাগবত্ত্বপি তেত্বেব রূপ - ১২৯
যত্নতঃ প্রতিষেধ্যান - ৭৮
শব্দস্যগ্রহণে হেতু চ - ১৪৯
শব্দস্যোর্দ্ধমভিব্যক্তে - ১৪৯
শব্দোপচানভিব্যক্তঃ - ১৭৬
শরীর তাবদিষ্টাব্যবচ্ছিন্না - ১৭৫
শব্দধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ – ১৬৪, ১৬৬
স এবেতি মতির্নাপি - ৭২
সদৃশগ্রহণানাং চ গন্ধাদীনাং - ১৩৫
সর্বঃ শব্দো নভোবৃত্তিঃ - ১৬৪
স্বভাবেভেদান্নিত্যত্বেহ্রস্ব - ১২৪
সা জাতি প্রথমং শব্দৈঃ - ১১২
স্ফোটস্যাভিন্নকালস্য ধ্বনি - ১২৩

পরিশিষ্ট – ৫
শব্দসূচী

অসাধু - ১১৩

অক্ষর - ৫৩

অনিত্য – ২৭, ৩৬, ৪৭, ৫২, ৫৫. ৬৭, ৮০, ৮১

অনিত্যত্ব – ২২, ৩৪, ৩৫, ৪০, ৬১

অর্থ - ৯৯,১৭৮

অক্রম - ৪৮

অমূর্ত্ত - ৫৯

অব্যাপবৃত্তি – ৫, ১৬৬

অবিচ্ছিন্ন - ৪১

অবিবৃত্ত - ১১৬

অদৃষ্টার্থ - ১১

অপৌরুষেয় – ৭৯

অভিব্যক্ত - ১০৯, ১২০, ১২৬, ১২৮

অবয়ব - ৬৫

অনিত্যত্ব – ২৬, ৯২

অভিব্যঙ্গ্য – ১১১, ১৩০

অক্ষর - ১৪৬

অখণ্ড – ১৪৪, ১৪৭, ১৫১

অভিব্যঞ্জক – ৬২, ১১০, ১১৯

অসমবায়ী - ৭৫

আকাশ - ৩২

আন্তর - ১১৬

আভীক্ষ্ণ্য - ৯৯

আপ্ত - ২৩

আদি - ২৩

আকৃতি – ১০০, ১০২

আন্বিক্ষিকী - ২২

ইতিহাস - ১৮৫
কণাদ - ৫
কার্য – ৬৪, ৯২
কৈয়ট – ১৩, ৯৪, ৯৮, ১০৭
কূটস্থ – ৭৮, ১১৪
করণ - ১২২
কারণ - ১২২
গৌতম – ৫, ২৩, ৪৩
গ্রাহক – ১২৭, ১৩৪
গ্রাহ্যত্ব – ১২৭, ১৩৪
গ্রাহ্য - ১২৭, ১৩৪
গ্রাহকত্ব - ১২৭, ১৩৪
গোত্ব – ৩১, ৭২
গৌণ - ৩৩
ঘটত্ব – ৩১, ৩৪
জৈমিনি - ৫২
জাতি – ১০০, ১৫০
তত্ত্ব - ৩৬
তীব্রত্ব - ৫১
তাদাত্ম্য - ১৮০
তন্ত্র - ১৮৬
দর্শন - ১৮৭
দ্রব্য - ১০৫
দৃষ্টার্থ - ১১
দুঃখ - ৩৬
ধ্বনি – ৪, ৬৬, ১১৬, ১৪০
নাগেশ – ৮, ১০৮
নাদ - ৬, ৬৬, ৭৪, ১৪০
ন্যায় – ১৯, ২০
নিত্য – ২৪, ৩০, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪৭, ৫২, ৬১, ৬৩, ৬৭, ৭০, ৭৪, ৭৫, ৭৮, ৯২

নিরুক্ত - ৬
নির্ভাগ - ১২৮
নিত্যত্ব – ২২, ৩৩, ৪৮, ৫০, ৬৯, ৮২, ৮৫, ৮৭, ৯২, ১০১, ১০৫
নিরবয়ব – ৬৬, ৬৮, ৭৫, ১২৮
নৈয়ায়িক – ২০, ৩৯, ৯৩, ১২১
পাণিনি - ৮
পরা - ১৪৫
পশ্যন্তী – ৭, ৮, ১০
পদ - ১৪৮
পটত্ব – ৩১, ৩৪
প্রাকৃত - ১২৪
প্রত্যভিজ্ঞা - ৭১
প্রত্যক্ষ – ৭২
পুরাণ - ১০৭
পতঞ্জলি - ১০৭
ব্রহ্ম – ১০৪, ১১০, ১৩৯
বৌদ্ধ - ১৭৪
ব্রহ্মতত্ত্ব - ৯৪
বেদ - ১৮০
ব্যক্তি - ১৮১
ব্যাকরণ - ৩
বুদ্ধি - ১২৭
ব্যঞ্জক – ৭৩, ৭৪, ৯০, ১১৬
ব্যঙ্গ – ৯০, ১১৬, ১২৩, ১২৫
বাস্তব - ১২৮
বাক্য - ১২৯
ব্যবহার – ১০৮, ১১৫
বিসদৃশ - ১২৯
বিম্ব - ১৩৭
বিভু - ৬৩, ৭৮
বৃদ্ধি - ৫৭

বৈশেষিক – ৬৫, ১২১
বৈখরী – ৮, ৯১, ১১০, ১৪৫
বৈকৃত – ১২৪, ১২৫
বৈয়াকরণ – ৩, ৯৩, ১১০
ভাক্ত - ৩৩
মীমাংসা – ১৩, ১৫, ১৯, ৫২, ৫৫
মাঙ্গলিক - ২৮
মধ্যমা - ৯০
মন্ত্র - ৯১
মন্দত্ব - ৫১
যাস্ক - ৫
যোগ্যতা - ৩২
লিঙ্গ - ৪৩, ৪৪, ৭৬
বর্ণ – ৯, ১০, ১২, ১৪০
বাক্ - ৮
ব্যঙ্গ্য - ৯০
ব্যঞ্জক – ৩৯, ৪০
শব্দ - ২, ৩, ৪, ১১, ১২, ২৩, ২৫, ২৮, ৪৯, ৫১, ৫৪, ৬১
শ্রুতি - ১৭০, ১৮৭
শব্দতত্ত্ব - ১৮, ১১০, ১৫২
শব্দতরঙ্গ - ১৬৪
শব্দব্রহ্ম - ১০৩, ১৩৯
শব্দসন্তান - ৩৫, ১৬৩
শব্দানুশাসন - ৩
সংস্কার - ১২৭
সমবায়ী - ৭৫
সম্বন্ধ - ৯৫, ১১৩, ১৭২
সংস্থান – ১০৪,১০৬
সদৃশ - ১০৫
সাধু - ৩
সাংখ্য - ১৭০

সামান্য - ১৪০
স্মৃতি – ১৬১, ১৮৭
সিদ্ধ – ৯৪, ৯৮
স্ফোট – ৫, ৪৩, ১১৬, ১১৭, ১৪৪
স্ফোটতত্ত্ব – ১৮, ৭১
স্ফোটবাদ - ৫৩
সুখ - ৩৬

গ্রন্থপঞ্জি

Primary Source:

অন্নংভট্ট। *তর্কসংগ্রহ*। সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৩৯৮।

কুমারিল ভট্ট। *মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিকম্*। সম্পা. বিজয় শর্মা, বারাণসী: ভারতীয় বিদ্যা-সংস্থান, ২০০২ (প্রথম সংস্করণ)।

কুমারিলভট্ট। *মীমাংসাশ্লোকবার্তিকম্*। সম্পা. দুর্গাধর ঝা। দারভাঙা: কামেশ্বর সিংহ দারভাঙা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।

গৌতম। *ন্যায়দর্শন* (১-৫)। সম্পা. পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯ দ্বিতীয় প্রকাশ।

জয়ন্ত। *ন্যায়মঞ্জরী* (তিনখণ্ড)। সম্পা. গৌরীনাথ শাস্ত্রী। বারাণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২।

জয়ন্ত। *ন্যায়মঞ্জরী* (প্রথমো ভাগঃ)। সম্পা. কিশোর নাথ ঝা। ইলাহাবাদ: একাডেমী প্রেস, ২০০১ (প্রথম সংস্করণ)।

জৈমিনি। *মীমাংসা-দর্শন* (১-২ খণ্ড)। সম্পা. ভূতনাথ সপ্ততীর্থ। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৪২৬ (পুনর্মুদ্রণ)।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণম্ (সায়ণাচার্য বিরচিত ভাষ্যসহিতম্)। সম্পা. আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ। কলকাতা: ১৮৭৪।

তৈত্তিরীয়-সংহিতা/ দামোদরসূনু সাতবলেকর কুলজ। মুম্বাই: ভারত মুদ্রণালয়ম্, স্বাধ্যায়-মণ্ডলম্, ১৮৬৪।

নাগেশভট্ট। *পরমলঘুমঞ্জূষা*। সম্পা. অমলদেব শর্মা। বারাণসী: অমরভারতী প্রকাশনী, ১৯৮১।

নাগেশভট্ট। *পরমলঘুমঞ্জূষা*। সম্পা. বিজয়া গোস্বামী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০২২ (পুনর্মুদ্রণ) ।

নাগেশভট্ট। *পরমলঘুমঞ্জূষা*। সম্পা. আচার্য লোকমণি দাহাল, বারাণসী: চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০০৯ (পুনর্মুদ্রণ)।

পতঞ্জলি। *ব্যাকরণ-মহাভাষ্য*। সম্পা. দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০২২ (পুনর্মুদ্রণ)।

পতঞ্জলি। *ব্যাকরণ-মহাভাষ্যম্*। সম্পা. ভার্গবশাস্ত্রী, ভিকাজী কজোশী। দিল্লী: চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০১১ (পুনর্মুদ্রণ)।

পতঞ্জলি। *মহাভাষ্যম্* (পস্পশাহ্নিক)। সম্পা. গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০২।

পতঞ্জলি। *পাণিনীয় মহাভাষ্য*। অনু. মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৮।

পাণিনি। *দ্য অষ্টাধ্যায়ী অফ্ পাণিনি* (দুইখণ্ড)। সম্পা. মোতিলাল বেনারসি দাস, শ্রীশ চন্দ্র বসু, দিল্লি: ১৯৮০ ।

পাণিনি। *অষ্টাধ্যায়ী*। সম্পা. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (সম্পা.) কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, মুদ্রণ ২০০৪ ।

ব্যাস। *মহাভারতম্*। সম্পা. হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ।

বিশ্বনাথ। *ভাষাপরিচ্ছেদঃ* (ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিতা)। সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ ।

বিজ্ঞানভিক্ষু। *সাংখ্যসূত্রম্*। সম্পা. শ্রীরামশঙ্কর ভট্টাচার্য। বারাণসী: ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, ২০২২ ।

বিষ্ণুগুপ্ত। *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*। সম্পা. বিশ্বনাথ শাস্ত্রী। বারাণসী। সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১ প্রথম সংস্করণ ।

বেদব্যাস। *বেদান্তদর্শন* (ব্রহ্মসূত্র)। সম্পা. হরিকৃষ্ণাদাস গোয়ন্দকা। গোরক্ষপুর, গীতাপ্রেস ।

বেদান্তদর্শন। সম্পা. দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। কলকাতা: নীরদচন্দ্র মজুমদার বি. পি. এম. প্রেস, ১৩৭৬ ।

ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্ । সম্পা. স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। দিল্লী: চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০১৩ (পুনর্মুদ্রণ) ।

ভট্টাচার্য্য। তপনশঙ্কর (সম্পা.) *পাতঞ্জলানাং শব্দার্থচিন্তা*। কলকাতা। সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৫ (প্রথম প্রকাশ)।

ভর্তৃহরি। *বাক্যপদীয়* (ব্রহ্মকাণ্ড)। সম্পা. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৭ (পুনর্মুদ্রণ)।

মম্মট । *কাব্যপ্রকাশ*। সম্পা. নরেশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকৃত আদর্শটীকা সহ। কলকাতা : শিবনাথ গাঙ্গুলী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৬।

মম্মট। *কাব্যপ্রকাশ*। সম্পা. রামানন্দ আচার্য। কলকাতা: ইউনিক প্রিন্টার্স, ১৩৩৮ প্রথম সংস্করণ ।

মৈত্রায়ণী-সংহিতা। দামোদরভট্টসূনু কুলজ। মুম্বাই: ভারত মুদ্রণালয়ম্। স্বাধ্যায়মণ্ডলম্, ১৮৬৪।

সায়ণ। *ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা।* সম্পা. শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১০ তৃতীয় প্রকাশ।

সায়ণাচার্য। *ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকা*। সম্পা. বীরেন্দ্র কুমার বর্মা। বারাণসী: চৌখম্বা ওরিয়েন্টালিয়া, ১৯৮০ (তৃতীয় সংস্করণ)।

শাবরস্বামী। *জৈমিনীয়-মীমাংসা-ভাষ্যম্।* সম্পা: যুধিষ্ঠির মীমাংসক। উত্তরপ্রদেশ: রাধা প্রেস, ২০২০ তৃতীয় সংস্করণ।

Bhattrihari. *Vākyapadiya.* (Part-1). Ed. Raghunath Sharma, Varanasi: A. K. Bose Indian Press LTD. 1963.

Brahmasūtra (Śānkar Bhāsya). Badarayana, Ed. Bhargav Sastri. Bombay. Nirnaya Sagar Press. 1938.

Jayanta Bhatta. *Nāyamanjari* (Part – 1). Ed. Jayanta Bhatta, Varanasi: Sampurnanand Sanskrit Visvavidyalaya Press. 1982.

Kāvyadarśa. Ed. Jamuna Pathak. Varanasi: Chowkhamba Krishnadas Academy, First Published 2005.

Nayābhāsyevārttika. Ed. Anantalal Thakur. New Delhi: Gopsons Paper Ltd. First Published 1997.

Ślokavārttikam. Ed. Ram Nath Jha. Delhi. Vidyanidhi Prakashan. First Edition 2014.

Sāmkhya Darśana. Ed. Kiran Singh, New Delhi, New Bharatiya Book Corporation. First Edition 2015.

Yāska. *Niruktam*, Ed. Mukund Jha Bakshi. Delhi: Chaukhamba Sanskrit Prathisthan, Reprint. 2008.

Yāska's Niruktam (Part-1). Ed. Amareswara Thakur. Kolkata: University of Calcutta. Reprint. 2005.

Secondary Source:

অমরকোষ। সম্পা. হরগোবিন্দ শাস্ত্রী, বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৭৮ চতুর্থ সংস্করণ।

কর, গঙ্গাধর। *শব্দার্থ-সম্বন্ধ সমীক্ষা*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৫ (পুনর্মুদ্রণ)।

চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি। *সায়ণ-মাধবীয় সর্বদর্শনসংগ্রহ* (১-২ খণ্ড)। সাহিত্যশ্রী, ২০২২।

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ। *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, মু. ২০০৩।

ভট্টাচার্য্য, সুখময়। *পূর্বমীমাংসা দর্শনম্*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৬ (পুনর্মুদ্রণ)।

ভট্টাচার্য্য, অমিত। *ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৬ (পুনর্মুদ্রণ)।

ভট্টাচার্য্য, সমরেন্দ্র। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা: বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০ (পুনর্মুদ্রণ)।

ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রকুমার। *শব্দার্থতত্ত্ব*। কলকাতা: সদেশ, ২০০৯।

ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রকুমার। *শব্দতত্ত্ব*। কলকাতা: সদেশ, ২০০৮।

ভট্টাচার্য্য, শ্রীমোহন ও দীনেশচন্দ্র। *ভারতীয় দর্শনকোষ* (চারখণ্ড)। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৮।

মণ্ডল, প্রদ্যোতকুমার। *ভারতীয় দর্শন।* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৬ (পুনর্মুদ্রণ)।

হালদার, গুরুপদ। *ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস।* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৭ (পুনর্মুদ্রণ)।

Web links:

https://archive.org.accessed on 10.12.2020

https://www.granthasanjeevani.com accessed on 15.02.2021

https://epustakalay.com accessed on 22.03.2021

https://epgp.inflibnet.ac.in accessed on 24.03.2023

https://sanskritdocuments.org accessed on 18.06.2024

_____

Signature of the candidate:

Dated:

.....